অযোধ্যার বেগম

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী ১০ই অগ্রহায়ণ, শনিবার সন ১৩২৮

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩৩৭

দেড় টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

সুজাউদ্দৌলা	... ...	অযোধ্যার নবাব
মীরকাসেম	... ...	বাঙ্গালার শেষ নবাব
বাহার ও আজিমন	... ...	ঐ পুত্রদ্বয়
আসফউদ্দৌলা সাদাত আলি	... ...	সুজাউদ্দৌলার পুত্রদ্বয়
হাফেজ রহমত খাঁ	... ...	রোহিলা সর্দ্দার
ঢুন্দি খাঁ	... .	ঐ ভ্রাতা
নিয়ামৎ খাঁ সফর জঙ্গ	... ...	রোহিলা ওমরাহদ্বয়
ফয়জুল্লা	... ...	রহমতের ভ্রাতুষ্পৌত্র
মূর্ত্তজা খাঁ হায়দার বাগ	... ...	সুজার মন্ত্রীদ্বয়
লিতাফত আলি	... ...	ঐ সেনাপতি
গফুর আলি	... ...	মীরকাসেমের পার্শ্বচর
দোরাব আলি	... ...	অযোধ্যার খোজা প্রহরী
ব্যাস রায়	... ...	রোহিলার দেওয়ান
বিঠঠল দাস	... ...	রাজপুত গৃহস্থ
লছমীপ্রসাদ	... ...	ঐ পুত্র ও সুজার মোসাহেব

সুজার সিপাহিগণ, রোহিলা সিপাহিগণ, দূত, নাগরিকগণ, দৌবারিক, শিকারী, খোজা, নায়েব ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

আমেতু বা বউ বেগম	...	...	অযোধ্যার বেগম
গুলনেয়ার	...	...	মীরকাসেমের পত্নী

হাফেজ রহমতের পত্নী—

জিন্নৎউন্নিসা	...	...	হাফেজ রহমতের পৌত্রী
দুলালী (ছায়া)	...	...	বিঠ্ঠদাসের কন্যা
গুজারী	...	...	ব্যাসরায়ের পত্নী

সুজাউদ্দৌলার খাউস বেগমগণ, বাঁদীগণ,
রোহিলা রমণীগণ, দাই ইত্যাদি।

সংগঠনকারিগণ

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	অধ্যক্ষ ও শিক্ষক
„ চুণীলাল দেব	...	শিক্ষক
„ ভূতনাথ দাস	...	সঙ্গীত শিক্ষক
„ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য	...	সহকারী শিক্ষক ও হারমোনিয়ম বাদক
„ অমৃতলাল ঘোষ	...	বংশীবাদক
„ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	নৃত্যশিক্ষক
„ হরিপদ বসু	...	সঙ্গতী
„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	...	স্মারক
„ অমূল্যচরণ সুর	...	ষ্টেজ ম্যানেজার
„ পরেশচন্দ্র বসু	...	চিত্রশিল্পী

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

সুজাউদ্দৌলা	...	শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়
মীরকাসেম	...	„ চুণীলাল দেব
আসফউদ্দৌলা	...	„ জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ
সাদাত আলি	...	„ নরেশচন্দ্র ঘোষ
ফয়জুল্লা	...	„ প্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত
মূর্ত্তজা খাঁ	...	„ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার
হায়দার বেগ	...	„ নরেন্দ্রনাথ সেন
লিতাফৎ	...	„ তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
গফুর আলি	...	„ ননীগোপাল মল্লিক
দোরাব আলি	...	„ শরৎচন্দ্র সুর
ব্যাসরায়	...	„ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিঠ্‌ঠল দাস	...	„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
লছমী প্রসাদ	...	„ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
শিকারী } খোজা নায়েব }	...	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
বাহার	...	„ শ্রীমতী বারীন্দ্র বালা
আজিমন	...	„ তারক দাসী
বউ বেগম	...	„ তারাসুন্দরী
গুলনেয়ার	...	„ সরোজ বাসিনী
হাফেজ পত্নী	...	„ গোলাপ সুন্দরী
ছায়া	...	„ কৃষ্ণভামিনী
জিন্নৎ	...	„ নীহার বালা
গুঞ্জারী	...	„ নন্দরাণী
দাই	...	„ শরৎসুন্দরী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থ, অভিনয় কালে এই নাটকের কতক অংশ বর্জ্জিত হইয়া থাকে।

অযোধ্যার বেগম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রাতঃকাল ; বেলা প্রায় দশটা। দূরে ঘন বন ও ধূম্রবর্ণ পাহাড়, মানুষ চলাচলের পথের চিহ্নমাত্রও নাই। একটী গিরিনির্ঝরিণী কিছু দূরে বন মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সূর্য্যকিরণ প্রখর। দক্ষিণপার্শ্বের বন হইতে দুইজন অস্ত্রধারী সিপাহীর প্রবেশ]

১ম সি। না, আজকের যাত্রাই খারাপ। সকাল থেকে এতটা বেলা হ'ল, এ বন ও বন ঢুঁড়ে, বাঘ হরিণ চুলোয় যাক্ একটা খরাও মিল্‌ল না ; শুধু হাতে বাড়ী ফেরা তো নবাববাহাদুরের অভ্যাস নয়, এখন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বনে কাটিয়ে না যেতে হয় !

২য় সি। দেখছি বড়লোক হ'লেই একটা না একটা বিদঘুটে সখ থাকতেই হবে ! তোফা আরামে নবাবী করছ,—কর, বনে বনে ঘুরে এ শীকারের সখ কেন বাবা ? তা আবার একদিনও কামাই নেই। রাত চারটে থেকে উঠে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শীকার না মেলে—ছোট বনে বনে হুজুরের সঙ্গে। পারেও তো বাবা ! আমরা পেশাদার,

আমাদেরই অরুচি হ'য়ে গেল—এর কিন্তু একটানা প্রেম! হয় বাঘ, নয় হরিণ, চাই-ই চাই!

১ম সি। হাঁ, দিনের বেলায় বনে বাঘ, নয় হরিণ, আর রাত্রেও হরিণ-চোখো বাঘিনী! শীকারের কামাই দিনে রেতে কোন সময়েই নেই। নবাব শীকারী বটে!

২য় সি। যা বলেছিস ভাই, বেঁচে থাক্! তবে দিনের শীকারের বেলায় আমরা বন তাড়াই, কিন্তু রাত্রের শীকারে আমাদের মশা তাড়াতেও ডাকে না,—এই আপ্‌শোষ!

১ম সি। এমন কি বরাত করেছি বল্ যে, ফয়জাবাদের নবাবের খোদ্দ মহলে মশা তাড়াতে আমরা বাহাল হব? তবে শুনেছি, কখনও কখনও মাছি তাড়াতে নাকি খোজা পাহারার দরকার পড়ে। সত্যি মিথ্যে জানিনি ভাই, তবে যেমন শুনি।

২য় সি। উঃ—পাঁচশো বেগম!

১ম সি। বেগম বলিসনি। অমন ভাল কথাটা, এমন ক'রে তার বেইজ্জৎ করিস্‌নি। বল্ বাঁদী,—বাঁদী।

২য় সি। ওঃ—এক দিনের জন্যেও যদি নবাবী পাই!

১ম সি। তা'হলে আর ছাতু খেতে হয় না, ছাতি শুকিয়ে ছাতু হ'য়ে ওড়ে।

[২য় সিপাহী গুন গুন করিয়া একটী লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর এক কলি গাহিল]

১ম সি। ওরে থাম. এখনি হয়তো হুজুর এই দিকে এসে পড়বে। কৈ এখানে তো হরিণের পায়ের দাগটী পর্য্যন্ত নেই।

২য় সি। হরিণের পায়ের দাগ নেই,—কিন্তু—আরে বাঃ! ঐ দেখ বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে!

১ম সি। আরে দিব্যি ফুটফুটে ছেলে দু'টী তো। কারা এরা এই বাঘ ভাল্লুক পোরা বনের মধ্যে ?

[বামদিক হইতে, মলিন অথচ বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিত বাহার ও আজিমনের প্রবেশ ; বাহারের বয়স দশ, আজিমনের আট ; উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিলেই বুঝা যায় উহারা দুই ভাই ; রৌদ্রে উভয়েরই মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি ভয়-চকিত, কনিষ্ঠ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়াই বলিল—]

আজি। দাদা, এ কোথায় এলেম ? আমাদের তাঁবু কোন্ দিকে ?

বাহার। তাইতো, তাঁবু থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এ যে কোথায় এসে পড়লেম তা তো কিছুই বুঝতে পারছিনি। দেখ, দু'জন সেপাই আমাদের দেখে কি যেন বলছে। ওদের জিজ্ঞাসা কল্লেই বোধ হয় খোঁজ পাব কোন্ দিকে আমাদের তাঁবু।

আজি। এই নফর, বল্‌তে পারিস্ আমাদের তাঁবু কোন দিকে ?

বাহার। আমরা বনে পথ হারিয়েছি !

১ম সি। তোরা কারা ?

আজি। বেতমিজ্ ! সহবৎ জানিস না ? কুর্ণিশ ক'রে কথা ক।

১ম সি। কে বাবা আলিবর্দ্দির নাতি ? চোট্‌পাট কথা দেখ।

আজি। আলিবর্দ্দির নাতি কে ? নবাব মীরকাসেম আমাদের পিতা। ছোট ব'লে বাবা তরওয়াল ধরতে দেন না ; নইলে নফরটাকে এখনি কেটে ফেলতেম। পাজী ! বেসহবৎ !

বাহার। চুপ কর ভাই, রাগ করো না। (সিপাহীর প্রতি) তোমরা কিন্তু মনে করো না। ভাই আমার ছেলে মানুষ। যদি জান,

ব'লে দাও কোন্ দিকে আমাদের তাঁবু। আমরা পথ হারিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

১ম সি। (২য় সিপাহীর প্রতি) একটা ছোট ছেলে এই রকম ক'রে অপমান করবে? দিই এখানে খতম ক'রে (তরবারি খুলিল) এই ছেলে দু'টোই আজকার শীকার।

২য় সি। দু'জন দু'জনের ভাগে (তরবারি খুলিল)।

(সুজার প্রবেশ)

সুজা। ঐ তরবারি নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর কাপুরুষ!

[সিপাহীদ্বয় সেলাম করিতে করিতে পিছাইয়া গেল, উভয়েই ভয়-জড়িত স্বরে বলিল—"জয় নবাব বাহাদুরের জয়!"]

সুজা। বৎস! আমি অন্তরাল থেকে তোমাদের কথা শুনেছি; জেনেছি তোমরা কে। তোমার মহানুভব পিতা যে, আমার অধিকারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। চল, খুঁজে দেখি কোথায় তোমাদের তাঁবু; তিনিও হয়তো তোমাদের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

বাহার। আদাব। আপনি নবাব?

আজি। ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন, নইলে তো ঐ নফর দু'টো আমাদের কাটবার জন্য তরওয়াল খুলেছিল। আমার হাতে তরওয়াল নেই, কিছু বলতে পারিনি। আপনার তরওয়ালটা একবার আমায় দিন্ তো, আমি এখনি ওকে সহবৎ শিখিয়ে দিই।

সুজা। এ তরবারি যে তোমার চেয়ে বড়। আগে বড় হও, তার পর ধরবে—তরবারিই তোমার যোগ্য-ভূষণ।

আজি। আপনিও ঐ কথা বল্লেন, বাবাও ঐ কথা ব'লে আমায় তরওয়াল ধরতে দেন না। আপনারা দু'জনে পরামর্শ করেছেন বুঝি?

সুজা। (হাসিয়া) সরল বালক! এই কাপুরুষকে আমিই শাস্তি দিচ্ছি। যে সিপাহী এই রকম ক'রে অসির অপমান করে, আমার সৈন্যের মধ্যে তার স্থান নেই!—সুবেদার!

(কুর্ণিশ করিতে করিতে সুবেদারের প্রবেশ)

সুবে। মালেক!

সুজা। এই সিপাহী দু'জনকেই বরখাস্ত কর।

সুবে। যো হুকুম।

বাহার। নবাব, এদের বরখাস্ত ক'ল্লেন। বাবার দরবারে শুনেছি চাকরী গেলে লোকের বড় কষ্ট হয়, এদের তো তা'হলে বড়ই কষ্ট হবে। এবার এদের মাফ করুন।

সুজা। মাফ আমি কর্‌তে পারিনি; মাফ কর্‌তে পার তোমরা, যাদের কাছে ওরা অপরাধ করেছে।

বাহার। আমি ওদের মাফ কল্লেম। (আজিমনের প্রতি) ভাই, গরীব সিপাহীদের মাফ কর।

আজি। কৈ, ওরাতো এখনও কুর্ণিশ করেনি?

সিপাহিদ্বয়। সেলাম হুজুর।

আজি। আচ্ছা, আমিও তোদের মাফ কল্লেম।

[সিপাহিদ্বয়ের প্রস্থান।

(মীরকাসেমের প্রবেশ)

মীর। এই যে, তোমরা এখানে!—আর আমি সকাল থেকে

তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর—আর—কে আপনি? আপনিই কি—

বাহার। পিতা, ইনি নবাব বাহাদুর; ইনি আমাদের বড্ড ভাল বেসেছেন; না ভাই?

আজি। হাঁ দাদা।

[সুজা ও মীরকাসেমের পরস্পর অভিবাদন]

সুজা। নবাব, আপনার পুত্রদ্বয় হতেই পরিচয় পেয়েছি আপনি কে। আপনার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা শুনেছিলেম, কিন্তু এ মনে করিনি যে, আজিকার সূর্য্যোদয়ে বাঙ্গালার ম্লান-রাজশ্রী অযোধ্যার বন-প্রান্তে আপনার লুপ্ত মহিমা নিয়ে এ দীনের অতিথি হবেন। আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমার বাটীতে পদার্পণ ক'রে আমাকে অধিকতর ভাগ্যবান করুন।

মীর। রাজ্য অপেক্ষাও সম্পদ—সজ্জনের সৌহার্দ্দ্য। অসম্ভাবিত উপায়ে এই আকস্মিক মিলন আমি শুভ ব'লেই গ্রহণ কল্লেম।

সুজা। আপনার সঙ্গী আর সকলে কোথা? চলুন, আমি সকলকেই সমাদরে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করছি।

মীর। কিন্তু বীর, তৎপূর্ব্বে আমার নিবেদন—

সুজা। কি বলুন?

মীর। রাজ্যহারা, সহায়-সম্পদহারা, বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে আমি ব্যাধবিতাড়িত বন্যজন্তুর মত বনে বনে আত্মগোপন ক'রে বাস করছি সঙ্গে স্ত্রী, শিশুপুত্র দু'টি, আর এক বিশ্বাসী অনুচর। আপনি মুসলমান, আমার স্বজাতি—আপনি যদি আমার আশ্রয় দেন, সৈন্য নিয়ে সাহায্য করেন—আমার এখনও বিশ্বাস—আমার হৃতরাজ্য

এখনও উদ্ধার করতে পারি। যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তবেই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি ; নচেৎ জনসমাজে আত্মপ্রকাশে আর আমার ইচ্ছা নাই।

সুজা। আমি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

মীর। তাহ'লে আসুন, আজ এই অরণ্যানী সাক্ষী করে আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরে উষ্ণীষ বদল করি।

সুজা। উত্তম, তাই হ'ক! (উষ্ণীষ বদল করিলেন) খোদা করুন, আমাদের এই উষ্ণীষ বদল ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট একটী স্মরণীয় ঘটনা ব'লে যেন স্থান পায়। সুবেদার! রাজোচিত অভ্যর্থনার আয়োজনের জন্য দ্রুতগামী অশ্ব লয়ে এখনি সদরে যাও। চলুন, দেখি কোথায় আপনাদের শিবির।

মীর। (পুত্রদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া) চল বৎস !

[একদিক দিয়া সুবেদার ও অন্যদিক দিয়া সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

খোর্দ্দ-মহল

বাঁদিগণ

(গীত)

সোহাগের ফুল ফুটেছি সোহাগে
সোহাগে পড়িব ঢ'লে।
সোহাগের হার যতনে গাঁথিয়া
সোহাগে পড়িব গলে ॥
সোহাগে গলিয়া গাহিব গান,
সোহাগ সাগরে ভাসাব প্রাণ,
সোহাগে আদরে ঢল ঢল ঢল
সোহাগের দেশে যাইব চলে ॥

১ম বাঁদী। তা তো হ'ল! আজ নবাবের এত দেরী হচ্ছে কেন। ছুপুর গড়িয়ে গেল, রোজ শীকার থেকে ফিরে এখানে স্নান ক'রে তবে তো খাস্ মহলে যান।

২য়। তা বুঝি শুনিসনি? আজ শীকার করতে গিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, সহর থেকে তাঞ্জাম পাঠাবার জন্যে।

১ম। তা'হলে আজ বুঝি নতুন রকম শীকার ক'রে আস্ছেন।

২য়। তা হবে। নবাবী সখ! যখন পর্দ্দা-ঘেরা তাঞ্জামের হুকুম হয়েছে, তখন বোধ হয় কোন নতুন পাখী ধরা পড়েছে।

১ম। বটে? তাহলে দেখ্, এই খোর্দ্দমহালের পিঁজ্‌রে খালি আছে কি না। এক পিঁজ্‌রেয় তো আর দু'পাখী থাকবে না।

২য়। যদ্দিন পোষ না মানে তদ্দিন থাক্‌তে পারে, তারপর আমরাই তো পড়িয়ে বুলি ফোটাব।

(ছায়াকে লইয়া একজন বাঁদীর প্রবেশ)

৩য়। ওলো, দেখ্‌ দেখ্‌, খোর্দ্দমহলে এই ছুঁড়ীটা ভিক্ষে কর্‌তে এসেছিল। বেশ গাইতে পারে, তাই নিয়ে এলুম—গান শুন্‌বি ?

১ম। বলিস্‌ কি ? (ছায়ার প্রতি) ভিক্ষে করবার বুঝি আর জায়গা পেলে না, খুঁজে খুঁজে পিঁজরের দোরে এসে ঠোকরাচ্ছ ? জান, তোমার মত কাঁচা বয়সে এখানে পা দিলে বেরোন বড় মুস্কিল হয়—যদি নবাবের চোখে পড় !

ছায়া। (হাসিয়া) ওহো হো হো ! দেখ্‌, এরা বলে কি ?

১ম। আমর্‌ ! এ পাগল না কি ?

২য়। তোর যেমন কাজ, কোত্থেকে এ পাগলীকে ধরে নিয়ে এলি ? কি রে পাগলী, গাইতে পারিস্‌ ?

ছায়া। হুঁ।

২য়। কৈ, গা দেখি, ভিক্ষে পাবি।

ছায়া। তোরা কারা ?

২য়। আমরা—আমরা—

১ম। তা শুনে তোর কি হবে ?

ছায়া। (হাসিয়া) ওহো হো হো ! বলবার যো নেই বুঝি ? দেখ্‌ দেখ্‌, নিজের মুখে বল্‌তে পারে না নিজেরা কি ! দূর্‌—তবে তোদের গান শোনাব না।

১ম। কেন ?

ছায়া। আমার গান যে বেসুরো হয়ে যাবে !

১ম। কেন? বেসুরো হবে কেন?

ছায়া। হবেনা? (হাসিয়া) ওহো হো হো! বলে কি দেখ? রূপ নিয়ে বেচা-কেনা করে, গান যে এখানে এসে প্রাণ হারিয়ে আসমানে হাহাকার করে তা বুঝি জানিসনি? তোদের এখানে গান—আর সোণার পিয়ালার বিষ—দুইই সমান।

১ম। (স্বগতঃ) তা বলেছে বড় মিথ্যে নয়। তুই সত্যি পাগল, না সাজা পাগল?

ছায়া। তাতো জানিনি। হাত ধ'ল্লে—ব'ল্লে জাত গেল। গায়ে ফোস্কা হয়নি, তবু লোকে ব'ল্লে দগ্‌দগে ঘা! বাপ তাড়িয়ে দিলে, মা চোখ মুছলে, দেশের লোক মুখ ফেরালে। যে হাত ধ'ল্লে, তাকে কিন্তু কেউ কিছু ব'ল্লে না। আমার জাতও গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভাতও গেল। পথে পথে ঘুরি, কেউ দেয় খাই, নইলে উপোস করি। তোদেরও তো জাত গেছে, তোরা জানিসনি? নইলে, অমন রূপ—চোখে মুখে কি কালী—ঘেন্না করে, ঘেন্না করে!

২য়। ঘেন্না করে তো মর্‌তে এখানে এসেছিলি কেন? যা—যা তোর আর গান শুনিয়ে কাজ নেই।

১ম। না না, ও পাগল, ওকে কিছু বলিসনি। পাগলি, তুই গান গা, তোকে খেতে দেব।

ছায়া। দেখ্ দেখ্, আপনি খেতে পায়না, আবার সেধে ডাকে! তোরা কি খাস্? মুটো মুটো ছাই? আমি ঢের খেয়েছি—ঢের খেয়েছি—পেট ভ'রে আছে, আর তো এখন খাবনা।

২য়। না খাস্‌তো এখান থেকে চলে যা, তোর আর গান শুনিয়ে কাজ নেই।

ছায়া। যাবনা? যাব বই কি! এখানকার বাতাস বড্ড ভারি, নিঃশ্বেস নিতে বুকে লাগে! তোরা হাসিস্ কি ক'রে? তোদের কান্না পায়না? বাঙ্গালায় তোরা, এখানেও তোরা! বাঙ্গালা জ্বল্ছে, এখানেও জ্বল্বে—ধূ ধূ জ্বল্বে। জ্বল্বে না? ঘরে ঘরে নারীর বুকে আগুন জ্বলেছে! দিল্লী গেলুম, সেখানেও বাদশার হারেমে এই আগুন! সব যাবে—সব যাবে!—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, দিল্লী, এই আগুনে পুড়্বে! আমি জ্বল্ছি—আমি জ্বল্ছি—মরদগুলো দাঁড়িয়ে হাসে! কেউ কাঁদেনা! কেউ কাঁদেনা। তোরা মেয়েমানুষ, তোদেরও তো চোখ শুক্‌নো। কিন্তু কাঁদ্‌তেই হবে, কাঁদ্‌তেই হবে, উপায় নেই, উপায় নেই! যাই—যাই—দেখি, যদি পাই—যদি পাই!

(গীত)

যাই যাই—দেখি যদি পাই।
আলোকে আঁধারে, নিশিদিন ধ'রে
অন্তরে বাহিরে খুঁজিয়া বেড়াই॥
যাই যাই—কত কত দেশ
শ্রান্ত চরণ, নাহি পথ শেষ ;
আলেয়ার আলো চলে সাথে সাথে,
এই ধরি, এই পুনঃ নাই!—
কভু দিশেহারা, বহে আঁখিধারা
উন্মাদিনী নারী অবিরাম ধাই॥

[প্রস্থান।

২য়। আমরি! তুই পাগল, তুই কাঁদ্‌গে, আমরা কেন কাঁদ্‌তে গেলুম?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[ফয়জাবাদ—সুসজ্জিত কক্ষ। দূরে সরযূ বহিয়া যাইতেছে—
তীরে ভগ্ন অযোধ্যা].

বউবেগম ও গুলনেয়ার

বউ। বোন্, কেন তুমি সঙ্কুচিতা হ'চ্ছ? এ তোমার নিজের বাড়ী ব'লেই জেনো। তোমার স্বামী, তোমার ছেলেরা, তারাতো নিজের বাড়ীতেই এসেছে। দিন কখনও সমান যায় না! আজ দুর্দ্দিন এসেছে, কাল সুদিন হবে; তখন আবার আমরা তোমার রাজধানীতে অতিথি হব।

গুল। সে ভরসা আমার আর নেই! সে কপাল যদি হবে, তা' হ'লে বাপ শক্র হবেন কেন? মন্ত্রী, আমলা, কর্ম্মচারী, যাদের আমার স্বামী সরলভাবে বিশ্বাস ক'রেছেন—তারা আততায়ীর ছুরী ধরবে কেন? সত্য ভগ্নি, খোদার কাছে আর আমার কোন প্রার্থনা নেই, তিনি যেন করেন, শীঘ্র এ হীন-জীবনের শেষ হয়! এখন ছেলে দু'টীকে আর নবাবকে রেখে যেতে পাল্লেই আমার মঙ্গল। সুখের মুখ কখনও দেখিনি, কিন্তু এ রকম দুঃখ পেতে হবে তা কখনও কল্পনায়ও ভাবিনি।

বউ। সবই খোদার মেহেরবাণী! এ দুঃখ যিনি দিয়েছেন, তিনিই তো আবার এ লাঘব করবার মালেক!

গুল। সত্য কথা বল্‌তে কি ভগ্নি, নবাবের মহিষী হ'য়ে সুখ যে কাকে বলে তা একদিনও ভোগ করিনি। বাঁদী আমি, নবাবের চরণসেবা, সে তো তপস্যারই মত আমার দুর্লভ ছিল। এখন এ দুরবস্থায়

প'ড়ে আমি যে স্বামীর সেবা করতে পাচ্ছি, এ ছেড়ে আমি সিংহাসনও চাইনা—কিন্তু স্বামী তো চান! নবাবের ছেলেদেরই বা কি হবে? ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে, একদিনও যে বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।

বউ। দিল্লীর বাদশাহের বড় ওমরাহ ছিলেন আমার ঠাকুরদাদা; আমিও ভাগ্যবশে অযোধ্যার উজীরের মহিষী। বাল্যকালের স্মৃতি, যৌবনের অভিজ্ঞতা, আমাকে এই শিখিয়েছে—সম্রাট্ বা নবাব মহিষীরা সুখদুঃখের অতীত; এদের সুখও নেই, দুঃখও নেই। এদের প্রাণ—না মরুভূমি, না শতদল-শোভিত তড়াগ! নিজের ব'লে কোন জিনিষ এদের নেই। স্বামী নিজের নয়, ছেলে নিজের নয়, আত্মীয়-স্বজন নিজের নয়, সত্য কথা বলে—এমন সখী কেউ নেই, সিংহাসন—চিরস্থায়ী নয়!—এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকবার একটী জিনিষ আছে বোন্,—সে ধর্ম্ম! তুমি স্বামীর সঙ্গে এসে তোমার ধর্ম্ম পালন করেছ—এর চেয়ে বড় আনন্দ সিংহাসনে নেই—কোটী কোহিনুর এর কিম্মতের সমান নয়! তবে নিরাশায় ভেঙ্গে পড়্ছ কেন?

গুল। নবাবের এ দুঃখ, এ যে কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছিনি।

বউ। আমরা কোথায় ব'সে কথা কচ্ছি জান?

গুল। কেন? ফয়জাবাদে, উজীরের খাসমহলে।

বউ। হাঁ—ফয়জাবাদ মুসলমানী নাম; হিন্দুদের এ অযোধ্যা। ঐ যে নদী বয়ে যাচ্ছে দেখছ, ওর এখনকার নাম ঘাগরা; কিন্তু ঐ হিন্দুর সরযূ; আর ঐ যে দূরে বনাচ্ছন্ন ভগ্নস্তূপ—ঐ হিন্দুর আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ।

গুল। এই সেই অযোধ্যা? হিন্দুর তীর্থ?

বউ। হাঁ, এই সেই অযোধ্যা—তীর্থ—শুধু হিন্দুর নয়; এ তীর্থ

হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টানের, মানুষের। ঐ সেই সরযূ—যার ক্ষীণ-প্রবাহের অন্তরালে এখনও একটা বিরাট জাতির স্বেচ্ছা-বিসর্জ্জিত জীবন. পুঞ্জিকৃত অশ্রুধারা আপনাকে মিশিয়ে দিয়ে, অনন্ত আক্ষেপে যুগ যুগ হ'তে, অসীমের পদপ্রান্তে ছুটে চলেছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা ডুবেছিল, তাই রামচন্দ্র রাজার আদর্শ। কিন্তু সেই আদর্শ রাজার মহিষী—হিন্দুর সীতা—জগতের সতী—মা জানকী চিরদিন নীরবে কেঁদে—শুধু রাজমহিষীকে নয়—সমস্ত জগতের নারীকে শিখিয়ে গেছেন তার কর্ত্তব্য কি! আমাদের কতটুকু দুঃখ বোন্? জীবন কি শুধু ভোগ করবার জন্য? তার কি আর কোন প্রয়োজন নেই?

গুল। তোমার ব্যবহারে তোমার উপর আমার অজ্ঞাতে একটা শ্রদ্ধার ভাব আপনিই জেগে উঠেছিল, আজ তোমার কথা শুনে সেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হ'ল।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। নবাব বাহাদুর সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উৎসুক।

বউ। বেশ, তাঁকে আসতে বল। বোন্, আমি নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেই তোমার মহলে যাচ্ছি।

গুল। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই; এখন আর আমি তোমার অতিথি নয়—তোমার ছোট বোন্।

[প্রস্থান।

বউ। তবু বুক কেঁপে ওঠে! খোদা, তোমার সৃষ্টি রহস্যময় ব'লেই কি এত সুন্দর!

(সুজার প্রবেশ)

সুজা। নবাব মীরকাসেমকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেম, আজ আর সমস্ত দিন দেখা করবার সময় পাইনি। শুনেছ বেগম, এদিকের সব বন্দোবস্ত ?

বউ। না।

সুজা। মীরকাসেম চান, আমি তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করি। তিনি মীরজাফরকে পরাস্ত ক'রে বাঙ্গালার সিংহাসন পুনরায় অধিকার করেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছি। বক্সারে গিয়ে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করব। সেখানে সৈন্য রসদ পাঠাবার সমস্ত বন্দোবস্তই হয়েছে।

বউ। আমি রমণী, অবশ্য রাজনীতি কি তা জানিনা—বুঝিনা। তবে সহসা এই বিপদজনক কার্য্যে হাত দেওয়া উচিত কি অনুচিত তা আপনিই বিবেচনা করুন। মীরকাসেম আশ্রয় চেয়েছেন, তাঁকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তাঁর হ'য়ে যুদ্ধ করা কি উচিত ? বিশেষতঃ শুনেছি মীরজাফরের পশ্চাতে এক প্রবল শক্তি ! এ যুদ্ধের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না।

সুজা। তুমি যা বলছ তা সত্য। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি ! আর এতে—যদিই আমরা যুদ্ধে জয়ী হই—আমার বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।

বউ। কিসে ?

সুজা। মীরকাসেমের সঙ্গে আমি এই সন্ধি করেছি যে, এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হ'লে সমস্ত বিহার আমার অধিকারে থাক্‌বে। তিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিলেন, এবার শুধু বাঙ্গালা আর উড়িষ্যার নবাবী নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বউ। তা হলে এ আর এক দুর্ভাবনা।

সুজা। কেন ?

বউ। আমার উত্তর আপনার ভাল লাগবে কিনা জানিনা, আমার মনে হয়, যদি আপনি শুধু মীরকাসেমের উপকারের জন্য, দুর্ব্বল অসহায়কে রক্ষা করবার জন্য, অস্ত্রধারণ করতেন, তা'হলে খোদার মেহেরবাণী আপনার উপর বর্ষিত হ'ত—সন্দেহ নাই ; কিন্তু লোভ বা স্বার্থের বশবর্ত্তী হ'য়ে যখন আপনি এই যুদ্ধে অগ্রসর, তখন খোদার দোয়া লাভে আপনি কি সমর্থ হবেন ?

সুজা। তুমি যা বলছ, এ ধর্ম্মসঙ্গত হ'তে পারে কিন্তু এ নবাব মহিষীর উপযুক্ত কথা নয়। দেশের অবস্থা দেখ। দিল্লীর বাদসাহী দিন দিন হীনবল হ'য়ে পড়ছে। আজ নাদের সা, কাল মহারাষ্ট্র দস্যু—এমনি শত্রুর পর শত্রুর আক্রমণে ভারতের বাদসাহী লুপ্তপ্রায়। আমার অযোধ্যা—এর আয়তন কতটুকু ? এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সময়ে যে একটু হিসেব ক'রে চলতে পারবে, সেই অনায়াসে তার রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নিতে পারবে। আমি যদি অযোধ্যার সঙ্গে বিহার আমার অধিকারভুক্ত করতে পারি, কে জানে কালে দিল্লীর পথও আমার পক্ষে সুগম হবে কি না ! এ অবস্থায় আমিতো ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে পারি না। বিশেষতঃ সামনে যখন একটা সুযোগ উপস্থিত !

বউ। এ যুদ্ধে কি আপনারা জয়ী হ'তে পারবেন মনে করেন ?

সুজা। না হবার তো কোন কারণ দেখি না, আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের রোহিলা-আফগানরা এ যুদ্ধে আমার সাহায্য করবে। আমারও সৈন্যসংখ্যা কম নয়। তার পর বাঙ্গালায়—অনেকেই গোপনে মীর-

কাসেমের পক্ষে। তারা যদি সংবাদ পায়—আমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তা হ'লে—তারাও সহজে সাহায্য করতে সম্মত হবে। তাদের সংবাদ দেবার জন্য গোপনে দূতও পাঠানো হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা ; তবে হঠাৎ যুদ্ধের আয়োজন। যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক তা এখন রাজকোষে নাই ; এখন শেষ রক্ষা তোমার হাতে।

বউ। আমি কি করতে পারি বলুন ?

সুজা। মীরকাসেম গোপনে যে সব মূল্যবান্ রত্ন এনেছেন, তার মূল্য প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা হবে। আনারও রাজকোষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা মজুত আছে। কিন্তু এ যুদ্ধে ব্যয় হবে, আমরা যা অনুমান ক'রেছি—প্রায় এক কোটি টাকা। বাকী চল্লিশ লক্ষ তুমি আমায় এখন ধার দাও—এই যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমি আগে তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

বউ। আমি কি অযোধ্যার নবাবের মহাজন ?

সুজা। তবে আমায় ভিক্ষা দাও।

বউ। সাধ্যের অতীত বস্তু ভিক্ষা দেব কি ক'রে ? আমারতো অত টাকা নেই !

সুজা। এ কথা বিশ্বাস করি কি ক'রে ? আমি জানি আমাদের বিবাহের সময় তুমি যৌতুকই পেয়েছিলে চার কোটী টাকা। তার উপর তোমার নিজের সম্পত্তি, সেও একটা রাজ্যেরই তুল্য। তুমি ইচ্ছা ক'রলে এ টাকা অনায়াসে এখন আমায় দিয়ে উপকার করতে পার। তবে দেওয়া না দেওয়া—সে তোমার ইচ্ছা।

বউ। দেখুন, এ ঘটনা আজ নতুন নয়। এর পূর্ব্বেও দুই চার বার এমন হয়েছে যে—আপনি আমার কাছে টাকা চেয়েছেন, আমি কখনও

দিয়েছি কখনও দিই নি; তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কলহ হ'য়েছে। এমনও হ'য়েছে যে, আপনি সময়ে সময়ে রাগের বশে আমার মুখদর্শনও করেন নি। এবারেও যদি আমি টাকা না দিই, আপনি হয়তো আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কি ক'রব? আমি জেনে শুনে এ অন্যায় যুদ্ধে প্রশ্রয় দেবার জন্য একটি আসরফিও দেব না। তবে আপনি যদি জোর ক'রে কেড়ে নেন, সে স্বতন্ত্র।

সুজা। সুজাউদ্দৌলা এখনও এমন বর্ব্বর হয়নি যে, সে জোর ক'রে তার স্ত্রীর অর্থ কেড়ে নেবে? আমি তোমার কাছে সহজ ও সরল ভাবেই চাইতে এসেছিলেম। চাইতে এসেছিলেম—তোমাদেরই জন্য। তুমি জান, আমার বহু স্ত্রী, তাদের বহু সন্তান। ক্ষুদ্র অযোধ্যার এমন আয় নয় যে, আমার অবর্ত্তমানে এই বহু পরিবারের স্বচ্ছন্দে নবাবী-মর্য্যাদায় চলতে পারে। এসময়ে যদি আমি রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা না করি, তাহ'লে আমার বীরত্বে ও পুরুষত্বে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রধানা মহিষী; তোমারই গর্ভজাত সন্তান এ রাজ্যের প্রধান উত্তরাধিকারী, তাই বড় আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছিলেম যে, তুমি অন্ততঃ তোমার পুত্রের মুখ চেয়েও আমার সাহায্য করবে।

বউ। তুমি যা বলছ, তা সত্য। কিন্তু তবুও আমি অনুরোধ কচ্ছি, তুমি এ যুদ্ধ হ'তে ক্ষান্ত হও। এ যুদ্ধ মীরকাসেমের পক্ষে হয়তো ন্যায় যুদ্ধ, কিন্তু তোমার পক্ষে এ মহা অন্যায়; যদি কেউ আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রত, তা হ'লে আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমায় দিয়ে সাহায্য করতেম। কিন্তু এ যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনে অধর্ম্মের সাহায্যে আমি কখনও অগ্রসর হব না, তুমি আমায় মাফ কর।

সুজা। মাফই কল্লেম। আমরা কল্যই যুদ্ধযাত্রা করব, ফিরি না

ফিরি খোদার ইচ্ছা! (স্বগতঃ) দেখছি, মীরকাসেমই ভাগ্যবান্; সে রাজ্যহারা হ'য়েও, হৃদয়ের অনুরূপ, ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী স্ত্রীকে সঙ্গিনী পেয়েছে। আর আমি—নবাব হ'য়েও হতভাগ্য! কেউ আমার আপনার নেই।

[প্রস্থান।

বউ। তুমি রাগ ক'রে চলে গেলে? যাও—কি করবো? বাল্যকাল থেকে এক ফকীরের কাছে শিখেছিলেম, রমণীর কর্ত্তব্য কি। সে শিক্ষা এখনও ভুলতে পারিনি। নবাব-মহিষীর জীবন লাঞ্ছনার জীবন! স্বামী ব্যভিচারী—বিলাসী; হৃদয় ব'লে কোন বস্তু তাঁর নেই। ধর্ম্ম—মুসলমান অনেক দিন ভুলেছে, তাই দিল্লীর সিংহাসন দিন দিন হীনবল, মীরকাসেম রাজ্যচ্যুত, অযোধ্যার পরিণাম কি হয় কে জানে? এইতো মেঘও দেখা দিয়েছে! এ সময়ে আমার কর্ত্তব্য কি? খোদা! বিলাসীর এই রঙ্গমহলে যেন কখনও তোমাকে না ভুলি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বেরিলি উদ্যান

সখিগণ।

(গীত)

কি হাসি আজি ফুটিল গগনে,
কি সুরে বাজিল বাঁশী মন-ভবনে।
পাখী কি গাহিল গান—
উধাও উধাও কিশোরী-প্রাণ,
কুসুমে উথলে মধু, কি মোহিনী পবনে।
আদরে সোহাগে বিভোর স্বপনে,
কি রাগিণী সই অলির গুঞ্জনে,
পিক কুজনে শিহরি পুলকে,
কি ঘুম আজি অলস নয়নে॥

১ম। ওলো দেখ্ দেখ্, একেবারে যুগলে ওখানে দাঁড়িয়ে!

২য়। যে যাকে চায় সে যদি তাকে পায়, তার চেয়ে আনন্দ যে কি তাতো জানিনি।

১ম। তুইও জানবি যখন মনের মতন পাবি।

(ফয়জুল্লা ও জিন্নতের প্রবেশ)

জিন্নৎ। আজ সখীদের সাম্‌নে যেতে আমার কেমন লজ্জা করছে!

ফয়। আমিতো সকল লজ্জা ভাসিয়ে দিয়েছি তোমার ঐ চারু চরণপ্রান্তে।

জিন্নৎ। ছি ছি ও কি কথা !

(গীত)

আমি তোমারি—আমি তোমারি।
জীবনে মরণে, ঘুম জাগরণে
শয়নে স্বপনে আমি তোমারি।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
জীবন যৌবন বঁধু লহ উপহার।
থেকো কাছে কাছে, দূরে যেওনা,
দিয়েছ যে ভালবাসা, ফিরে চেওনা,
তুমি আমারি—তুমি আমারি ॥

ফয়। যখন কান্দাহারে বন্দী ছিলেম, অহরহ কল্পনায় তোমার ঐ মোহিনী-মূর্ত্তি দেখতেম। কত আশা, কত নিরাশা, হর্ষবিষাদের বিচিত্র-ভাবে আত্মহারা আমি, কত বিনিদ্র যামিনী যাপন করেছি, অন্তর্যামী ভিন্ন কে তার সাক্ষী !

জিন্নৎ। তুমি গুছিয়ে বলতে পার, আমি পারি না ; তা ব'লে যেন মনে করোনা তোমার চেয়ে আমি কম ভাবতেম।

(গীত)

সখিগণ।

সরমে বাধে, কথা কইনি কি সাধে ?
মনের কথা ঠোঁটের পাশে,
আঁখি ওই লুকিয়ে হাসে,

হৃদয়-বীণায় সুর বেজেছে, বোঝাবুঝি চাঁদে চাঁদে।
এ ভাষা সে বুঝেছে, যে মজেছে,
যে বেঁধেছে প্রেমের ফাঁদে॥

জিন্নৎ। ঐ দাদী আসছে, আমি পালই।

[প্রস্থান।

ফয়। চোখের সাম্‌নে থেকে তো পালাবে, মন থেকে তো পালাতে পারবে না? [প্রস্থান।

১ম। পালাবে কোথায়? আমরা এখনি ধ'রে আনছি।

[সখিগণের প্রস্থান।

(হাফেজ রহমৎ ও তাঁহার পত্নীর প্রবেশ)

হা-পত্নী। কালই যেতে হবে?

হাফেজ। হাঁ, কালই প্রাতে।

হা-পত্নী। তা'হলে ফয়জুল্লার পরিবর্ত্তে আর কাউকে পাঠালে চলতো না?

হাফেজ। চলবে না কেন? কিন্তু আমার ইচ্ছা, এই সুযোগে ফয়জুল্লা কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে আসে। তবে ফয়জুল্লাকে আমি একবার জিজ্ঞাসা ক'রব; তার যদি কিছু আপত্তি থাকে তা'হলে আমি অন্য ব্যবস্থা ক'রব।

হা-পত্নী। বিবাহের সবই স্থির হয়েছে। আমি বলছিলেম দু'একদিন বিলম্ব ক'রে, এই বিবাহের পরে তাকে পাঠালে চ'লত না?

হাফেজ। তা'তে প্রয়োজন কি? বিবাহের সবইতো স্থির রইল, ফিরে এসে নিশ্চিন্ত মনে এই আনন্দের কার্য্য সম্পন্ন করব।

হা-পত্নী। দু'জনেই একটু মনোভঙ্গ হবে না?

হাফেজ। বেশতো, ফয়জুল্লাকে একবার বলেই দেখি না সে কি বলে। যদি তার সামান্য অনিচ্ছা দেখি, তা'হলে তার পরিবর্ত্তে অন্য কাউকে রোহিলার সেনাপতি ক'রে পাঠাব।—ফয়জুল্লা!

(ফয়জুল্লার পুনঃ প্রবেশ)

ফয়। আদেশ—পিতামহ!

হাফেজ। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হ'তে এইমাত্র দূত এসেছে। দু'বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন এই দেশ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন আমরা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে এক সন্ধি করি। তাতে এই সর্ত্ত ছিল যে, সুজাউদ্দৌলা আমাদের সাহায্য করবেন; বিনিময়ে আমরা তাঁকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দেব, আর ভবিষ্যতে তাঁর প্রয়োজনে আমরা তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য ক'রব—আর সেই সৈন্যের সেনাপতি হবেন রোহিলাদের রাজবংশীয় কোন যোগ্য ব্যক্তি। উপস্থিত, সুজাউদ্দৌলা মীরকাসেমের পক্ষ অবলম্বন ক'রে মীরজাফরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত; এই নিমিত্ত তিনি আমাদের নিকট হ'তে সৈন্য ও উপযুক্ত সেনাপতি চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?

ফয়। আপনি কি স্থির করেছেন?

হাফেজ। আমি এখনও সম্পূর্ণ কিছু স্থির করিনি। তবে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুন্দী খাঁর ইচ্ছা, সে স্বয়ং এ যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আমার ইচ্ছা তাকেই পাঠাই।

ফয়। না পিতামহ, এ আপনার ইচ্ছা নয়। তা যদি হ'ত তা'হলে আপনি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করতেন না। আপনার ইচ্ছা আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে এই যুদ্ধে যোগদান করি।

হাফেজ। তুমি দীর্ঘজীবী হও! আমার অভিমত এই বটে; কিন্তু তোমার দাদী বলছিলেন—

ফয়। দাদী যা বলছিলেন, তাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পিতামহ, আমার মিনতি, আপনি আর অন্য মত করবেন না। আমি রোহিলা সৈন্যের সেনাপতি হ'য়ে সুজাউদ্দৌল্লার সাহায্যে যাব। বরমাল্য সমরবিজয়ী বীরের গলায় যেমন মানায়, তেমন তো আর কোথাও মানায় না,—না দাদী?

হা-পত্নী। এ বীর আলি মহম্মদের পুত্রেরই উপযুক্ত কথা।

ফয়। আর পিতামহ আমার—হাফেজ রহমৎ!

হাফেজ। আর, বৃদ্ধ হয়েছি ভাই; এখন আমার বীরত্বের নিদর্শন তোরাই। নইলে সাম্‌নে তোদের বে, এ সময় রসভঙ্গ ক'রে তোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার এই প্রস্তাব্ কি করি? এখনও লড়ায়ের নাম শুনলে প্রাণ মেতে ওঠে! কি ক'রব? বুড়ো ব'লে সকলেই যে নিষেধ করে,—বলে, এখন মক্কা যাবার দিন, এখন এ হাতে কি তলওয়ার শোভা পায়? তাই তো তোমার দাদীকে বলছিলেম, বিবাহ—ওতো কাপুরুষেও করে, অপদার্থও করে, ওর আর বিশেষত্ব কি? সমরবিজয়ী বীরই তো শ্রেষ্ঠ বীর। নয় কি? কি বল ফয়জুল্লা?

ফয়। কবে যেতে হবে?

হাফেজ। কাল প্রাতে। আমি সৈন্যদের আজ্ঞা দিয়েছি; কেবল একজন সেনাপতির অপেক্ষা করছিলেম। যাক্, সে মীমাংসা হ'য়ে গেল। আমি দরবারে এই কথা বলিগে; তুমিও প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

হা-পত্নী। লড়াইয়ের নাম শুনলেই যেন উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে—এই

রোহিলারা। উনিতো ঢালা হুকুম দিয়ে গেলেন—বিয়ে বন্ধ থাক্, যুদ্ধ জয় ক'রে ফয়জুল্লা ফিরে আসুক, তার পরে দুই উৎসব এক সঙ্গে হবে। ছেলেও অমনি নেচে উঠল! ইনি তো বীর, দেখি আমার বীরাঙ্গনা আবার কি বলেন? বাছা আমার যে লাজুক, বলবে আর কি? লুকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে।

[প্রস্থান।

ফয়। রণোল্লাসে প্রণয় স্বপ্নকে কিছু দিনের জন্য ভাসিয়ে দিতে হবে। কঙ্কণ ঝঙ্কার নয়, উৎসব-মুখরিত বাসর নয়, রণক্ষেত্রে অসির ঝঙ্কারে আত্মহারা হব। কিন্তু জিন্নৎ, তোমার চিন্তাই হবে আমার সর্ব্ব অবসাদে উত্তেজনার অতৃপ্ত অমৃত!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ।

বউবেগম ও খোজা দোরাব আলি।

দোরাব। মা! এখন উপায়?

বউ। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি। মন্ত্রী আমীরবেগ কি বলেন?

দোরাব। তাঁর ব্যবহারও সন্দেহজনক। নবাব দূত পাঠিয়েছেন, বক্সারে তাঁদের পরাজয় হয়েছে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন ক'রে বক্সারের নিকটবর্ত্তী একটা পার্ব্বত্য বনে ছাউনি করে আছেন। যে রসদ ছিল তা ফুরিয়ে গেছে; অর্থাভাবে রসদ সংগ্রহ হচ্ছে না। সৈন্তেরা সব বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে; এমন কি, তারা ষড়যন্ত্র কচ্ছে, নবাবকে হত্যা ক'রে আর কাউকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাবে।

বউ। এ ষড়যন্ত্রের ভিতরে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা কে আছেন কিছু সন্ধান পেয়েছ?

দোরাব। না; সম্পূর্ণ সন্ধান পাইনি বটে, তবে গোপনে অনুসন্ধান ক'রে এই পর্য্যন্ত জানতে পেরেছি যে, আমীরবেগই এর প্রধান উদ্যোগী। মন্ত্রী মূর্ত্তাজা খাঁ, হায়দারবেগ, এঁরা নবাবের সঙ্গে আছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এঁরাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হিন্দু মন্ত্রী বেণীরাও অসুস্থ। তিনি উপস্থিত থাকলে বোধ হয় ষড়যন্ত্রকারীরা এতটা প্রবল হ'তে পারত না।

বউ। বক্সারে যে পরাজয় হ'বে এ আমি পূর্ব্বেই জানতেম। নবাবকে অনুরোধ করেছিলেম এ যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে; তিনি কিছুতেই

শুনলেন না। রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ মন্ত্রীরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত, এবং সকলেই সুযোগ অনুসন্ধান করছেন—কি ক'রে নবাবকে সিংহাসন চ্যুত ক'রে অযোধ্যা অধিকার করেন।

দোরাব। এই উদ্দেশ্যেই আমীরবেগ নবাবের অনুমতি পেয়েও তাঁকে অর্থ সাহায্য করছেন না। তিনি বলেন রাজকোষে অর্থ নাই।

বউ। অর্থ আছে কি নাই, কে তার হিসাব রাখে।

দোরাব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তা'তো বুঝতে পা'চ্ছিনি!

বউ। মীরকাসেম কোথা?

দোরাব। তিনি এখনও পর্য্যন্ত নবাবের সঙ্গেই আছেন। নবাব শুনলেম মীরকাসেমের উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; বলছেন, মীরকাসেমই তাঁর এই সর্ব্বনাশের কারণ।

বউ। হতভাগ্য মীরকাসেম! তাঁর অপরাধ কি? নবাব তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করা না করা সে তো নবাবেরই ইচ্ছাধীন ছিল?

দোরাব। সে তো যা হবার তা হ'য়ে গেছে; এখন যদি নবাব দু' একদিনের মধ্যে টাকা না পান, তা হ'লে বিদ্রোহী সৈন্যেরা তাঁর প্রাণ সংহার করতে পারে। তারা অনাহারে ক্ষেপে উঠেছে।

বউ। কিন্তু আমীর বেগকেও তো বিশ্বাস ক'রে টাকা দেওয়া যায় না। তিনি যদি নবাবকে না পাঠান?

দোরাব। তা হ'লে কি ক'রব?

বউ। তুমি আমীরবেগকে এখনি সংবাদ দাও, তিনি যেন অচিরে দরবারে উপস্থিত হন। সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ যেন সকলেই উপস্থিত থাকেন।

নবাবের অনুপস্থিতিতে এরূপ দরবার আহ্বান করবার অধিকার আমার। আমি দরবারে সকলের মনোভাব বুঝে, কি কর্ত্তব্য তা স্থির করব।

দোরাব। যথা আজ্ঞা

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বক্সারের সন্নিকটস্থ বন। মীরকাসেমের শিবির। (কাল—রাত্রি)

মীরকাসেম ও গফুর আলি।

মীর। ভাগ্য বক্সার যুদ্ধেও বিরূপ হ'ল। দেখছি, মীরজাফরের গ্রহই উচ্চ। কিন্তু এ পরাজয়ের জন্য দায়ি আমি নই। সুজা যদি আমার কথা শুনে বিপক্ষ সৈন্যকে আক্রমণ করবার অবসর না দিয়ে, অতর্কিত ভাবে আগে তাদের আক্রমণ ক'রত, তা'হলে এরূপ লাঞ্ছনার সঙ্গে পরাজয় কখনই হ'ত না। এখন কি করি? সুজা দেখছি ক্রমশঃ আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠছে। অর্থ তাকে যথেষ্ট দিয়েছি, কিন্তু এখনও সে অর্থ চায়। দেখতেও তো পাচ্ছি অর্থাভাবে তার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ ক্ষিপ্ত সৈন্যের দল তাকেও হত্যা করতে পারে, আমাকেও হত্যা করতে পারে।

গফুর। খোদাতালার মনে যে কি আছে, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি। হা রে নেমকহারাম মুসলমান! তোদের জন্যই তো আজ বাঙ্গলার নবাব মীরকাসেমের এ অবস্থা!

মীর। শুধু মুসলমান নেমকহারাম নয় গফুর! হিন্দুও আমার সঙ্গে কম নেমকহারামী করেনি। আক্ষেপ এই—বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে পাল্লেম না। ইচ্ছা ছিল, মুঙ্গের ত্যাগ করবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের নির্ম্মূল ক'রে যাব; ভবিষ্যতে যাতে আর কোন রাজাকে বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা প্রতারিত হ'তে না হয়। কিন্তু তা পারলাম কৈ? গাছ বেঁচে রইল—বাঙ্গালার মাটী উর্ব্বর, এ মাটীতে আবার বিশ্বাসঘাতক জন্মাবে। আবার রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভিন্ন আকারে বাঙ্গালায় দেখা দেবে! এরা দেশ চায়নি—স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিল, ভবিষ্যতেও এদের কেউ দেশ চাইবে না—চাইবে আত্মপ্রাধান্য।

গফুর। আর আমার জাতভায়েরা?

মীর। হিন্দুদ্বেষী, পরস্পরের সহিত ঈর্ষাযুক্ত, আত্মদ্রোহী! আত্ম-হত্যাই হবে তাদের ধর্ম্ম—আত্ম-উন্নতি নয়।

গফুর। বেগম, তাঁর দুই ছেলে—তাদের কি হবে? যুদ্ধে যা হবার তাতো হ'ল; পরের বাড়ী, পরের অধীন—বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব-মহিষী! এ মনে করতেও যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

মীর। তাদের নিয়ে পথে পথে ঘুরে ভিক্ষাই বা ক'রব কি ক'রে? চন্দ্র সূর্য্য যাদের মুখ দেখতে পেতে না, তাদের হাত ধরে পথে পথে ফিরব বাঙ্গালা-বিহার উড়িষ্যার নবাব আমি? গফুর! আর কখনও কোন নবাবের এমন অবস্থার কথা শুনেছ কি? যারা দীনবেশে আমার পদতলে উষ্ণীষ রেখে, একবিন্দু করুণা পাবার আশায়, করযোড়ে ভিক্ষুকের মত আমার সামনে দাঁড়াত—আজ তাদেরই ভয়ে—আমি সুজাউদ্দৌলার কাছে ভিখারীর মত, তার একবিন্দু করুণার আশায় দাঁড়িয়ে আছি;

আর আমারই স্ত্রী-পুত্র তার অনুগ্রহের অন্ন খেয়ে এখনও বেঁচে? আমি নিষেধ করেছিলেম, তারা শুনলে না। তার পিতা মীরজাফরের কুটীর চাইতে ভিক্ষার রুটীকে আদর ক'রে বরণ ক'রে নিলে।

গফুর। একটা আলো নেই, সমস্ত দিন আহার নেই, যাদের আশ্রয়ে আছি তারাতো একবার ডেকেও খোঁজ নেয় না! এখন তোমার প্রাণ রক্ষা করি কি করে?

মীর। বৃদ্ধ, নিজের প্রাণ বাঁচাও, আর আমার দিকে চেওনা; কারুর দিকে নয়। আমি ভাবছি, সকলে আমায় ত্যাগ ক'ল্লে, তুমি কেন এখনও আমার সঙ্গে?

গফুর। আমি তো নবাবের চাকর নই; নবাবের চাকরী নিয়ে আমিতো বাঙ্গলায় আসিনি? ছেলেবেলায় তুমি যখন দিল্লীতে থাকতে, সেই আট বছরের কাসেম আলি, আর আমি তখন জোয়ান—তখন যে আমি তোমার ভার নিয়েছিলেম। তারপর থেকেতো বরাবরই তোমার সঙ্গে আছি। তুমি বাদশার ফৌজে ঢুকলে, বাঙ্গলার নবাব সরকারে ওমরাহ হ'লে, মীরজাফর তোমার শ্বশুর হ'ল, মীরজাফরের দুর্ব্বল হাতের রাজদণ্ড তুমি হাত বাড়িয়ে নিলে—আমি গফুর বরাবরইতো তোমার পাশে। আজ আমি কোথায় যাব? যখন তুমি বাঙ্গলার সুবেদার, তখনও আমি গফুর আলি আর এখন তুমি ভিখারী—এখনও আমি সেই গফুর আলি—তোমার ভৃত্য।

মীর। না না, ভৃত্য নও! কে বলে তুমি ভৃত্য? দীন ভৃত্যের মূর্ত্তিতে তুমি পয়গম্বরের আশীর্ব্বাদ—ভৃত্য নও—আমার রক্ষক—প্রতিপালক—আমার পিতা!

(লছমীপ্রসাদের প্রবেশ)

লছমী। নবাব এখানে আছেন? নবাব!

মীর। কেও?

লছমী। আমায় চিনবেন না আমি একজন বিশ্বাসঘাতক।

মীর। উত্তম পরিচয়! কি চাও?

লছমী। চাইবার মত তোমার কাছে তো কিছু নেই, চাইব কি? শীঘ্র এখান থেকে পালাও!

মীর। পালাব কেন? কে তুমি?

লছমী। আমি একটা মাতাল, আমার গর্ব্বের পরিচয়—আমি সুজা-উদ্দৌলার মোসাহেব। রঙ্গমহলেও নবাবের সঙ্গে ফিরি, আবার লড়াইয়ে শিবিরে বসে মদও খাই। ক'দিন মদ বাড়ন্ত, খোঁয়ারির ঝোঁকে ঝিমুচ্ছি, কাণে গেল—"মীরকাসেমের কাছে এখনও অনেক লুকান মণি-মুক্তা আছে, ওকে হত্যা ক'রে কেড়ে নাও।" কথাগুলো কেমন বেসুরো বাজল। তোমার অবস্থা সবইতো শুনেছি, এইবার চাক্ষুষ দেখলুম। প্রাণটা কেমন কেঁদে উঠল—মাতালের প্রাণ কিনা—করুণাটা সহজেই হয়—থাকতে পাল্লুম না ছুটে এলুম। যদি বাঁচতে চাও—পালাও।

মীর। পালাব কেন? সত্যইতো আমার কাছে কিছু নাই! বাঙ্গলা থেকে যে সব রত্ন অলঙ্কার এনেছিলেম, সবইতো সুজাউদ্দৌলাকে দিয়েছি। আমার কি নেবে? কি আছে?

লছমী। বাবা, এতেইতো বলে ধন-অপবাদে ডাকাতে কাটে! এই জন্যইতো বড়লোক হইনি!

গফুর। সুজাউদ্দৌলা! সুজাউদ্দৌলা! বন্ধু ব'লে আশ্রয় দিয়ে তোর এই ব্যবহার?

মীর। কিছুই অন্যায় নয় বন্ধু, কিছু অন্যায় নয়। যে বিশ্বাস ক'রে আত্মসমর্পণ করে, তার বুকে আততায়ীর ছুরি সোজা সরলভাবে যেমন বসে, তেমন আর কারও বুকে নয়!—বাঙ্গলায় দেখেও তোমার জ্ঞান হয়নি, শিক্ষা হয়নি ?

গফুর। আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। সুজাউদ্দৌলা স্ব-ইচ্ছায় আশ্রয় দিয়ে এ দুর্ব্ব্যবহার করবে কেন ? তাকে আশ্রয় দিতেই বা কে ব'লেছিল, শত্রু হ'তেই বা কে ব'লেছিল ? দু'দিন আগে যে উপকারী বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করেছে, সেই আবার হত্যা করবার পরামর্শ করছে !

লছমী। মিঞা, দেখছি তোমার বয়েস হয়েছে, জ্ঞান হয়নি ! খেয়ালের ঝোঁকে যারা উপকার করে, আশা রেখে যারা উপকার করে, তারা কখন বন্ধু কখন শত্রু—এ বিধাতাপুরুষও বুঝে উঠতে পারে না। যাক্, আমি মাতাল, আমার অত কথায় কাজ নেই—অত কথার সময়ও নেই ; কাণে এল, বলে গেলুম। যদি বাঁচতে চাও তো পালাও। বিশ্বাস ঘাতক—বিশ্বাসঘাতক কি বলছ ? দেশ জুড়ে বিশ্বাসঘাতক! আমিও তো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সুজাউদ্দৌলার গুপ্ত পরামর্শ তোমায় ব'লে গেলুম। যদি এ যাত্রায় টিকে দেশে ফিরি, না হয় দু'গেলাস খেয়ে তার প্রাচিত্তির ক'রব। তুমি যদি বাঁচতে চাও তো পালাও।

[প্রস্থান।

মীর। আমি পালাব ? কোথায় যাব ? কতদূর যাব ? আমি পালাব না। তার চেয়ে—গফুর—তুমি এখনি এস্থান ত্যাগ কর। আমার কাছে আর কিছু নাই, আছে অঙ্গের এই সামান্য আভরণ—তাতো সুজাউদ্দৌলার সৈন্যের একবেলারও অন্নের সংস্থান হবে না। গফুর !

আমার শেষ সম্বল তোমায় দিচ্ছি, তুমি তা নিয়ে এই রাত্রের অন্ধকারে এখান থেকে পালিয়ে তোমার দেশে যাও। যদি আমি মরি, মনে রেখো—আমার অনাথিনী স্ত্রী, অসহায় দু'টী শিশুপুত্র—ঐ নরপিশাচ সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়েই রইল। যদি পার—তাদের আর নেমকহারামের রুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে দিও না। কোন উপায়ে এই নরক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার জীর্ণ কুটীরে তাদের স্থান দিও;—আর এই সামান্য অলঙ্কার বেচে তাদের একমুঠো অন্নের সংস্থান ক'রে দিও, যেন তাদের ভিক্ষা ক'রে খেতে না হয়।

গফুর। আর তুমি?

মীর। যদি বাঁচি, পুলবালে তোমার জীর্ণ কুটীরের একপ্রান্তে আমায় আশ্রয় দিও। আমি সেখানে ব'সে প্রভুভক্ত ভৃত্যের স্বর্গতুল্য হৃদয়রাজ্যে নবাবী ক'রব।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সুজাউদ্দৌলার শিবির।

সুজা, মুর্ত্তাজা খাঁ ও হায়দার বেগ

সুজা। তিন দিন হ'য়ে গেল, আমীর বেগ অর্থতো পাঠালেই না কোন সংবাদও দিলে না।

মুর্ত্তাজা। বিদ্রোহী সৈন্যদের আর রাখা যায় না। তারা তো চীৎকার ক'রেই ব'লছে—'হয় আমাদের খেতে দাও—না হয় আমরা

নবাবের মাংস কেটে খাই। আমরা তো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেম, নবাবের জন্যই তো আমাদের এই দুরবস্থা!'

সুজা। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখছি! আমার এখনও বিশ্বাস, মীরকাসেমের কাছে গুপ্ত ধনরত্ন আছে। তাকে সাহায্য করতে গিয়েই আমার এই সর্ব্বনাশ! আর কোন মমতা নেই—শিষ্টতা ভদ্রতা, ধর্ম্ম—এ সকলের দিকে লক্ষ্য করবার আর অবসর নেই! মূর্ত্তাজা খাঁ! হায়দার বেগ! তোমরা যাও—সৈন্যদের বুঝিয়ে বল, তারা আজ রাত্রিটা স্থির হ'য়ে থাকুক, আমি কাল সকালেই তাদের বেতন ও খোরাকের ব্যবস্থা ক'রব।

মূর্ত্তাজা। যথা আজ্ঞা।

[মূর্ত্তাজা ও হায়দারের প্রস্থান।

সুজা। বুঝতে পাচ্ছি না আমীরবেগ কেন টাকা পাঠাচ্ছে না। মনে হ'চ্চে যেন একটা ঘোর ষড়যন্ত্র ভিতরে চ'লছে। হায়দার বেগ ও মূর্ত্তাজা খাঁর ধরণ ধারণও সন্দেহজনক। খোদা যদি দিন দেন—অযোধ্যায় ফিরতে পারি—তা'হলে এর প্রায়শ্চিত্ত ক'রবই। এক দেখছি রোহিলা আফগান সৈন্যেরাই উত্তেজিত হয়নি। বোধ হয় ফয়জুল্লাকে বিশ্বাস করতে পারি; সেইজন্য মূর্ত্তাজা খাঁ ও হায়দার বেগকে সরিয়ে দিলেম। দেখি, ফয়জুল্লার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না।—ফয়জুল্লা।

ফয়জুল্লার প্রবেশ।

ফয়। নবাব!

সুজা। তোমার বয়স অল্প হ'লেও এ যুদ্ধে তুমি যে বীরত্ব ও সাহস

দেখিয়েছ, তা প্রশংসার যোগ্য ; ততোধিক প্রশংসার যোগ্য তোমার ব্যবহার ! আমার সৈন্যেরা সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে ! কিন্তু তোমার অধীনস্থ রোহিলা-সৈন্যেরা এখনও তোমার আজ্ঞা অমান্য করেনি ; আমার নিজের সৈন্য, মন্ত্রী বা সেনাপতিদের উপর আমার আর সে বিশ্বাস নাই। কিন্তু বোধ হয় তোমাকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি।

ফয়। নবাব ! রোহিলা আফগানেরা অতি অল্পদিন ভারতবর্ষে এসেছে ; এখানকার বাতাসে তারা এখনও ততদূর অভ্যস্ত হয়নি যতদূর অভ্যস্ত হয়েছে এখানকার পুরাতন মুসলমান অধিবাসীরা। বিশ্বাস-ঘাতকতা কি, তা রোহিলারা আজও জানেনা।

সুজা। তোমার স্পষ্টবাদিতায় পরম প্রীত হলেম। আমার অবস্থা দেখছ ? যদি আজ রাত্রির মধ্যে অর্থ সংগ্রহ ক'রে সৈন্যদের বেতন আর আহার্য্য দিতে না পারি, তাহ'লে আমার জীবন সংশয়।

ফয়। তাতো দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছি নবাব, আপনার মন্ত্রীরা যেন এতে মনে মনে আনন্দিত ভিন্ন বিশেষ চিন্তিত নন।

সুজা। তুমি বিচক্ষণ ; বোধ হয় তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমারও সেই সন্দেহ। কিন্তু এখনও আমার রক্ষার উপায় আছে।

ফয়। কি বলুন ?

সুজা। আমার বিশ্বাস, মীরকাসেম এখনও নিঃসম্বল নন। আমি তাঁর কাছে অর্থ চেয়েছিলেম, তিনি দেননি। কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে, তাঁরই জন্য আমার এই বিপদ। মীরকাসেম স্বেচ্ছায় দিলেন না ; আমার ইচ্ছা, বলপূর্ব্বক তাঁর গুপ্ত রত্নাদি লুণ্ঠন করি। তুমি বিশ্বাসী,

তোমাকেই আমি এই ভার দিতে চাই ; তুমি তোমার কয়েকজন অনুরক্ত অনুচর নিয়ে এখনি মীরকাসেমের শিবির আক্রমণ কর।

ফয়। নবাব, আপনিই না মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ?

সুজা। হাঁ, আশ্রয় দিয়েছিলেম ; এখন দেখছি, মহা ভুল করেছিলেম।

ফয়। আপনি একবার আশ্রয় দিয়ে আবার তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে চান ?

সুজা। কি ক'রব ? নইলে উপস্থিত আত্মরক্ষার তো কোন উপায় দেখি না।

ফয়। এই রকম ক'রে আত্মরক্ষা করতে চান ? নিরাশ্রয় হ'য়ে, আপনার মুখ চেয়ে, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে, যে হতভাগ্য নিজের স্ত্রী-পুত্রের সম্মান পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে, আপনার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেছিল—আর আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে যে আশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন—আত্মরক্ষার জন্য সেই ভিক্ষুকের যদি কিছু লুকানো ভিক্ষাবশিষ্ট থাকে, তা কেড়ে নেবেন মনে করেছেন ? আর সেই ভার দিচ্ছেন আমাকে ? আমি রোহিলা-আফগান ! তরবারি মাত্র সহায়ে, খোদার আশীর্ব্বাদ মাত্র সম্বল নিয়ে, যার পূর্ব্বপুরুষ সুদূর আফগানিস্থান হ'তে এই হিন্দুস্থানে এসে, এক বিশাল রাজ্যের স্থাপনা করেছে, তারই বংশধরকে ? নবাব ! এ আপনার আত্মরক্ষা—না— আত্মহত্যা ?

সুজা। আমি তোমার কাছে ধর্ম্ম উপদেশ শুনতে চাইনা। আমি মাত্র জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত কি না ?

ফয়। এখন মনে হচ্ছে, এই হীন কথা শোনবার আগে আমি এ স্থান ত্যাগ করিনি কেন? আমার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়নি কেন? আপনার মনে মনে এ দুরভিসন্ধি আছে জানলে, আমি কখনও এ পাপ-যুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে আসতেম না! মীরকাসেমকে লুণ্ঠন ক'রব আমি? নবাব! নবাবী চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী, ধর্ম্ম চিরস্থায়ী। যখন দুর্ব্বলকে একবার আশ্রয় দিয়েছেন— দোহাই নবাব—সে আশ্রয় থেকে আর তাকে বঞ্চিত করবেন না।

সুজা। দেখছি তুমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছ; তুমি বালক! থাক্, তোমাকে আর একাজ করতে হবে না, আমার মন্ত্রীদের উপরেই ভার দিচ্ছি।

ফয়। আমি জানবার পূর্ব্বে হ'লে হয়তো আপনার মন্ত্রীরা এ দস্যু-বৃত্তিতে কৃতকার্য্য হ'ত;—কিন্তু নবাব, আমি যখন জানতে পেরেছি, তখন কিছুতেই আপনাকে এই নীতিবিরুদ্ধ পাপ কার্য্য করতে দেবনা। আমি রোহিলা আফগানের আদর্শ রহমৎ খাঁ হাফেজের পৌত্র, তাঁর শিষ্য, তাঁর ভৃত্য। তাঁর শিক্ষা, প্রাণ দিয়েও দুর্ব্বলকে রক্ষা করবে। বক্সারের যুদ্ধে, এক অতি লোভী, মুসলমান কুলের কলঙ্ক, বিশ্বাসঘাতককে সাহায্য করতে এসে সে মহতী শিক্ষার অমর্য্যাদা আমি কখনই ক'রব না। মীরকাসেম যদি পৃথিবীর সর্ব্ব আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়—তবু সে জানবে যে রোহিলা আফগানরা এখনও তাকে আশ্রয় দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। নবাব! আমি আমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে মীরকাসেমকে আশ্রয় দিতে চল্লেম—আপনার সাধ্য থাকে তার প্রতি অত্যাচার করুন। [প্রস্থান।

সুজা। তাইতো, এ যে আর একটা গুরুতর বিপদকে ডেকে

আনলেম! এখন কি করি? কাকে বিশ্বাস করি? আত্মরক্ষার যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল, তাওতো গেল!

(নেপথ্যে সৈন্যের কোলাহল)

নেপথ্যে সৈন্যগণ। শুধু কথায় পেটের ক্ষিদে যায় না, হয় আমাদের খেতে দাও, না হয় আমরা নবাবকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলব!

সুজা। ঐ উন্মত্ত সৈন্যদের কোলাহল! হায়দার বেগ ও মুর্ত্তাজা খাঁ কি তবে তাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি? এ রাত্রে অর্থ-ই বা কোথায় পাই? ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যদের রসদই বা কোথা থেকে মেলে? এই সময়ে ফয়জুল্লা তার রোহিলা সৈন্য নিয়ে চলে গেল। তাদের ভয়ে সৈন্যেরা প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করেনি। নিজের বুদ্ধির দোষে সে সাহায্য হতেও বঞ্চিত হলেম!

(মুর্ত্তাজা খাঁর প্রবেশ)

মুর্ত্তাজা। নবাব! হঠাৎ ফয়জুল্লা খাঁ তাঁর সৈন্য নিয়ে শিবির ত্যাগ করছে কেন? তারাও কি বিদ্রোহী হ'ল?

সুজা। বিদ্রোহী—বিদ্রোহী! আজ সবাই বিদ্রোহী! আত্মীয় নেই পর নেই, শত্রু নেই মিত্র নেই, চারিদিকে বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকের দল! মীরকাসেম! মীরকাসেম! কেউ তার ছিন্ন মুণ্ড এনে আমায় দিতে পার? তার জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা!

নেপথ্যে সৈন্যগণ। আমরা আর কারও কথা শুনব না; চল চল, নবাবের শিবির আক্রমণ করি।

সুজা। মুর্ত্তাজা খাঁ! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ? যাও—যাও, শুনতে পাচ্ছনা সৈন্যদের চীৎকার? তারা শিবির আক্রমণ করতে

আসছে, এখনি আমাকে হত্যা করবে। যাও—তাদের বলগে, একটা রাত্রি·তারা চুপ ক'রে থাকুক। বলগে—তাদের নবাব তাদের পায়ে ধরে ভিক্ষা চাচ্ছে, একটী রাত্রির জন্য তারা সকল কষ্ট সহ্য করুক। তুমি যাও যাও—আর দাঁড়িও না।

মূর্ত্তাজা। (স্বগতঃ) গৃহস্থকে বলছি সজাগ থাকতে, আবার চোরকে উস্‌কে দিচ্ছি। যাই, যত শীঘ্র হ'ক, নবাবকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পাল্লেই আমাদের পথ খোলসা হয়। ধরি মাছ না ছুঁই পানি! যাই—দেখি, হায়দার বেগ কতদূর কাজ এগিয়ে রেখেছে।

সুজা। তুমি কি ভাবছ? এখনও যে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

মূর্ত্তাজা। বড়ই কঠিন সমস্যা! ওরা কি কথায় নিরস্ত হবে? যাই দেখি।

[প্রস্থান।

সুজা। যদি কোন রকমে আজকের দিনটা রক্ষা পাই! সন্দেহ কচ্ছি, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণওতো পাচ্ছি না। আর এখন প্রমাণ পেলেই বা কি ক'রব? আত্মরক্ষা করি কি ক'রে? কোন উপায়ই নেই—কোন আশা নেই!

নেপথ্যে মূর্ত্তাজা। নবাব! সাবধান! উন্মত্ত সৈন্যেরা আমার কথা কাণেও তুলছে না!

সুজা। তবে? তবে? সামান্য সৈনিকের তরবারির নীচে অধম পশুর মত এই রাজমুণ্ড বলি দেব? তার চেয়ে—তার চেয়ে—যে তরবারি চিরদিন আমার অঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অলঙ্কারের কাজ করেছে—যার তীব্র জিহ্বা শত শত অরাতির উষ্ণ শোণিত সানন্দে পান ক'রে তৃপ্ত হয়েছে—সেই তরবারি আমার শোণিতে তার শেষ ক্ষুধা

মেটাক। বক্সার রণক্ষেত্র—অযোধ্যার নবাবের শেষ সমাধি-স্তূপে পরিণত হ'ক।

(তরবারি উন্মোচন করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ—বান্দাবেশে বউ বেগম ও পরিচারকবেশে দোরাব আলির প্রবেশ)

বউ। নবাব! বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে যে পাপ সঞ্চয় করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত, আত্মবর্জ্জনে নয়,—মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে। উঠুন নবাব! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, যে বাঁদী প্রভূত অর্থ ও রসদ সংগ্রহ ক'রে সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সুজা। এ কে! আমেতু? তুমি? এই বান্দাবেশে! আর সঙ্গে কে ও? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

বউ। না নবাব, স্বপ্ন নয়। আমি আপনারই বাঁদী আমেতু, আর সঙ্গে আমার চিরবিশ্বস্ত পুত্র খোজা দোরাব আলি।

সুজা। এ কি? তোমরা এ সময়ে এখানে কি ক'রে এলে?

বউ। সে কথা পরে শুনবেন। আপনি আমীর বেগের নিকট অর্থ ও রসদ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমি গোপনে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছিলেম যে তারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, অর্থাভাবে আর আপনি অযোধ্যায় না ফেরেন। তাই আমি বিশ্বাস করবার আর কাউকে না পেয়ে, গোপনে এই দোরাব আলির সঙ্গে বান্দাবেশে প্রভূত অর্থ নিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করি; রসদ পথেই সংগ্রহ করেছি।

সুজা। আমেতু! তুমি কি সেই আমেতু, যে অযোধ্যায় আমাকে একটী আশরফীও ভিক্ষা দিতে সম্মত হওনি?

বউ। হাঁ নাথ, আমি সেই আমেতু। তখন অর্থ দিইনি, কেননা

অন্যায় যুদ্ধে স্বামীকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার অধর্ম্ম ; আর এখন, সেই অর্থ নিয়ে, বান্দাবেশে, তোমায় বিপন্ন জেনে ছুটে এসেছি—কেননা, যে কোন অবস্থায়ই হ'ক, স্বামীকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম ? চলুন নবাব, সৈন্যদের নিবৃত্ত করবেন চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

প্রান্তর

মীরকাসেম

মীর। শিবিরে থাকতে সাহস হ'ল না—কি জানি, যদি গুপ্তঘাতকে হত্যা করে ? যখন মুর্শিদাবাদে ছিলেম, নবাবী গ্রহণ করবার পূর্ব্বে ভাগ্যবশে এক ফকীরের সাক্ষাৎ পাই। সংসার-পরিত্যক্ত সাধু একটা পাতার মুকুট আর একটা ফকীরের আংরাখা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মীরকাসেম ! কি চাও ? নবাবী, না ফকিরী" ? সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে পাতার মুকুট মাথায় নিয়ে বলেছিলেম—"নবাবী।" ফকীর হেসে বলেছিলেন, "ফকীরি নিলেই ভাল হ'ত !" তখন বুঝতে পারিনি—এখন বুঝতে পাচ্ছি, ফকীরি নিলেই ভাল হ'ত। কোথায় রইল সেই বাঙ্গলার মসনদ, কোথায় সেই বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী, কোথায় পুত্র পরিজন ! ফকীরি—ফকীরি ! তখন নিইনি—আর এখন ?

এখনও যেন এই অন্ধকারে চক্ষের সমক্ষে দেখতে পাচ্ছি—একদিকে সেই কণ্টকলতার শুষ্ক মুকুট, আর একদিকে ফকীরের আংরাখা! নবাবী—না ফকীরি? ফকীরি—না নবাবী? কোন্‌টা নিই?

সুজাউদ্দৌলার দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ। তাঁবুতে তো কাউকে দেখতে পেলেম না।

২য় সৈ। এই যে, এইখানে পায়চারী করছে। ঐ তো, মীর কাসেম।

১ম সৈ। নবাবী গেল, এখনও গায়ে অত মণি-মুক্তো কেন? পোষাকটা দেখেছিস? জ্বল জ্বল করছে! ওরই জন্য আমাদের এই সর্ব্বনাশ। তাঁবু লুটে কিছু পেলেম না, নে, এগুলো কেড়ে নে।

২য় সৈ। তাই চ, ঐগুলো বেচে তবু যা হ'ক তো কিছু হবে।

১ম সৈ। অন্ধকারে কোথায় লুকোবে চাঁদ! দে, তোর মাথার পাগড়ী আর গায়ের জামা।

মীর। কেরে দস্যু! (তরবারিতে হস্তক্ষেপ)

১ম সৈ। (বন্দুক দেখাইয়া) তলওয়ারে হাত দিয়েছ কি গুলি করেছি। কিন্তু তুই মুসলমান, তোকে মারব না; ভালয় ভালয় বলছি তোর জামা পাগড়ী খুলে দে।

মীর। ফকীরি—না নবাবী? মীরকাসেম! ইচ্ছা ক'রে যে নবাবী উষ্ণীষ মাথায় পরেছিলে, আজ বক্সারের রণক্ষেত্রে প্রাণভয়ে সেই পাগড়ী এক হীন গোলামকে স্বহস্তে খুলে দেবে? এখনও বল, কি চাও? নবাবী,—না ফকীরি? না না—নিজের হাতে বাঙ্গলার শেষ নবাবের এই গর্ব্বের নিদর্শন খুলে দিতে পারব না। কেড়ে নে,

দস্যু ! বাঙ্গলার শেষ নবাবীর চিহ্ন তার এক বিশ্বাসঘাতক স্বজাতির হাতে এই অন্ধকারে লুপ্ত হ'ক্ ।

২য় সৈ । ভাল কথা, তবে আমিই কেড়ে নিই । তুই বন্দুকটা বাগিয়ে ধর্ । দেখিস যেন তলওয়ারে হাত না দেয় ।

১ম সৈ । নে নে আর দেরী করিসনি, কেড়ে নে ।

(যে সিপাহী পাগড়ী কাড়িতে গিয়াছিল, ফয়জুল্লা তাহাকে গুলি করিল)

ফয়জুল্লা ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ ।

ফয় । তা হয় না নরাধম ! পৃথিবী শয়তানের রাজ্য নয়—এর মালেক খোদা !

১ম সৈ । এঁ্যা এ কি হ'ল !

মীর । কে তুমি অজ্ঞাত বন্ধু, এই লাঞ্ছনা থেকে অধম মীরকাসেমকে রক্ষা কল্লে ?

ফয় । সে পরিচয় পরে দেব । শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর, আমার সঙ্গে এস । এখনি তোমাকে হত্যা করবার জন্য সুজাউদ্দৌলার সৈন্তেরা ছুটে 'আসছে ।

মীর । তবে ফকীরি নয় ? এখনও আশা ? এখনও নবাবীর মোহ ? চল বন্ধু, অন্ধকারে তোমায় ভাল দেখতে পাচ্ছিনা—তোমায় সেলাম ! সেলাম ! তুমি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করেছ, চল, তোমার সঙ্গেই যাই । —সুজাউদ্দৌলা ! সুজাউদ্দৌলা ! অকপটে তোমায় বিশ্বাস করেছিলেম, তুমি মুসলমান ব'লে বিশ্বাস করেছিলেম, আমার স্বজাতি ব'লে বিশ্বাস করেছিলেম, সে বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রতিদান তুমি দিয়েছ । তোমায়ও সেলাম ! বহুৎ বহুৎ সেলাম ! (সুজার সৈনিকের প্রতি)

শয়তানের গোলাম! উষ্ণীষ কেড়ে নিতে এসেছিলি, বড় আশায় নিরাশ হয়েছিস্! উষ্ণীষ নয়—বাঙ্গলার শেষ নবাবের পরিত্যক্ত এই পাদুকা নিয়ে তোর প্রভুকে বলিস—তার মত বেইমানের নবাবীর মূল্য পাঁচ জুতি! (ফয়জুল্লার প্রতি) এস বন্ধু, হাত ধর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেরিলী—মন্ত্রণাকক্ষ

হাফেজ রহমত খাঁ, দুন্দী খাঁ, নিয়াতম খাঁ, সরদার খাঁ ও ফয়জুল্লা।

হাফেজ। দূত মুখে সুজাউদ্দৌলার অভিপ্রায় কি, তা আপনারা শুনলেন। এখন কি কর্ত্তব্য, স্থির করুন।

নিয়া। পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে সুজাউদ্দৌলা যে চল্লিশ লক্ষ টাকার দাবী করেছেন, তা পেলেই কি তিনি নিবৃত্ত হবেন?

দুন্দী। না, সুজাউদ্দৌলার দু'টী সর্ত্ত। টাকাও দিতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মীরকাসেমকে আমরা কুতুহার সীমান্তের মধ্যে স্থান দেব না, এরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হ'তে হবে।

নিয়া। সমস্যা বড়ই কঠিন! ক্ষুদ্র রোহিলা রাজ্য—সুজাউদ্দৌলা প্রবল! আমি যতদূর বুঝছি, সুজাউদ্দৌলার ক্রোধের প্রধান কারণ, মীরকাসেম্। টাকার দাবী তো অনেক দিনই করে আসছে, কিন্তু তার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে তো সাহস করেনি। মীরকাসেমকে যদি আমরা আমাদের রাজ্যের সীমানামধ্যে স্থান না দিই, আর পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে সুজাউদ্দৌলার প্রাপ্য টাকার যদি একটা বন্দোবস্ত করা যায়, তা হ'লে বোধ হয় সুজাউদ্দৌলা এ যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে পারে?

দুন্দী। তা সম্ভব।

নিয়া। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলিমহম্মদের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই কেটেছে। উপস্থিত, দেশে শান্তি বিরাজ করেছে। প্রজারা সুখেই আছে বল্‌তে হবে। তাদের কোন অভাব নেই, বিশেষ কোন অভিযোগও নেই। তার পর, আর এক কথা—মহম্মদ আলীর ছয়টী পুত্রের মধ্যে চারটী এখনও নাবালক। কেবল ফয়জুল্লা এবং আবদুল্লা—এই দুই জনেই বয়ঃপ্রাপ্ত। আমরা নাবালক পুত্রগণের অভিভাবক স্বরূপ এ রাজ্য পরিচালন কচ্ছি মাত্র। আমাদের উচিত হয় না,—একজন বাইরের লোককে আশ্রয় দিয়ে সুজাউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

সর। আমারও এই অভিমত।

হাফেজ। দুন্দী খাঁ, তোমার অভিপ্রায় কি ?

দুন্দী। নিয়ত যুদ্ধ, কি প্রজার পক্ষে, কি রাজার পক্ষে মহা অকল্যাণকর। এতে রাজার শক্তি নষ্ট হয়, প্রজার শান্তি নষ্ট হয়। আমার মতে, বৃথা লোকক্ষয় না ক'রে, সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনই উচিত। যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা এ দেশ আক্রমণ ক'রব ব'লে ভয় দেখায়, তখন সুজাউদ্দৌলা আমাদের সাহায্য ক'রেছিল। সে নিমিত্ত আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে সুজাউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমাদের পক্ষে কি ন্যায়সঙ্গত ব'লে বিবেচিত হবে ? কাজেই আমার মনে হয়, মীরকাসেমকে আমাদের রাজ্যে স্থান না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ফয়। কিন্তু ঠাকুরদা, আমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছি ?

নিয়া। তুমি বালকোচিত কাজ করেছ, রাজনীতিজ্ঞের মত কাজ করনি। সুজাউদ্দৌলা মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছিল।

সুজাউদ্দৌলা তার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, তার জন্য সেই দায়ী। আমরা মাঝ থেকে কেন বাইরের শত্রুকে ঘরে আশ্রয় দিই ?

ফয়। যে অবস্থায় আমি মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছিলেম, আমার বিশ্বাস—আপনি যদি সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে আপনিও তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হতেন। কেন না, মানুষ কখনও সে অবস্থায় আশ্রয় না দিয়ে থাকতে পারে না।

নিয়া। বেশ, এখন তা হ'লে তার ফলভোগ কর।

হাফেজ। আপনাদের সকলের অভিপ্রায় কি, তা শুনলেম। আপ নারা যা ব'লছেন, তা এতটুকুও অযৌক্তিক নয়! কিন্তু আমি দেখছি, ফয়জুল্লাও তো কিছু অন্যায় করেনি। রাজনীতির দিক দিয়ে আপনারা যা ব'লছেন তা ঠিক। কিন্তু রাজনীতির অপেক্ষাও আর একটা মহত্তর নীতি আছে; সে দিক দিয়ে দেখলে, ফয়জুল্লার কার্য্য তো এতটুকু অসঙ্গত হয়নি। তাই ভাবছি—

নিয়া। আপনি যাই ভাবুন, আমরা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে প্রস্তুত নই।

সর। সত্যই তো; আমরা কেন উপায় থাকতে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব ?

দুন্দী। আমারও এই মত।

হাফেজ। সকলেরই যখন এই মত, তা হলে—ফয়জুল্লা, তুমি কি উচিত বিবেচনা কর ?

ফয়। সত্য ব'লব ?

দুন্দী। হাঁ, সত্যই বলবে বইকি।

ফয়। আপনারা আমার নাবালক ভায়েদের অভিভাবক। তাদের

জন্য আপনারা এই সমগ্র রোহিলাখণ্ড বিভাগ ক'রে, প্রত্যেককেই এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য দিয়েছেন। আমার অংশে পড়েছে, আউলা দুর্গ। আমি আর এখন নাবালক নই। আমি আজই মীরকাসেমকে নিয়ে আমার দুর্গে যাচ্ছি, আপনারা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি করুন, রোহিলারাজ্যের শান্তি রক্ষিত হ'ক,। যদি সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধ করেন, একা আমি প্রতিবাদী হব, আপনারা দর্শকস্বরূপ শুধু ব'সে দেখবেন, আর সুজাউদ্দৌলাকে ব'লবেন, আমি বিদ্রোহী! আপনাদের আজ্ঞা অমান্য ক'রে মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছি, তা হ'লে আপনাদের উপর তার আর কোন আক্রোশ থাকবে না।

নিয়া। শুধু হৃদয় আর বাক্য নিয়ে একটা রাজ্য রক্ষা করা যায় না। তোমার কথা শুনতে বেশ, কিন্তু এর পরিণাম কি ভাবছ ?

ফয়। আপনারা বৃদ্ধ হ'য়েছেন, আপনারা পরিণাম ভাবুন। আমার পিতামহ দাউদ খাঁ সামান্য সৈনিক হ'য়ে বাদশাহী ফৌজে প্রবেশ করেন। তিনি যদি আপনাদের মত পরিণাম ভাবতেন, তা হ'লে পাঁচ শত পাঠান অনুচর নিয়ে, চারিদিকের বাধা উপেক্ষা ক'রে, এই বিশাল রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন ক'রতে পারতেন না। আর আমার পিতাও যদি আপনাদের মত পরিণাম ভাবতেন, তা হ'লে আজ আপনারা এই রোহিলা রাজ্যের অভিভাবক হ'য়ে পরিণাম ভাববার অবসরও পেতেন না। আমি পরিণাম ভাবতে চাই না। আমি চাই—যখন কথা দিয়েছি তখন তা আর প্রত্যাহার ক'রব না। যদি সমস্ত ভারতবর্ষ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—যতক্ষণ জীবিত থাকব, মীরকাসেম আমার দুর্গে স্থান পাবে।

নিয়া। তা হ'লে তুমি আমাদের সঙ্গেও শত্রুতা করতে চাও ?

ফয়। এতে আপনারা শত্রু হন, আমি সে শত্রুতাকেও সাগ্রহে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

মীরকাসেমের প্রবেশ।

মীর। কিন্তু আমি তাতে প্রস্তুত নই বীর!—সাধু যুবক! আমি আসতে আসতে তোমার কথা শুনেছি। শুনে মুগ্ধ হইনি, বিস্মিত হ'য়েছি! বাঙ্গলায় যদি তোমার মত একজন হৃদয়বান, ধর্ম্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ মুসলমান পেতেম, তা হ'লে বোধ হয় বাঙ্গলার ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ ক'রত! আমি অনেক সহ্য ক'রেছি। এখনও হয়তো অনেক সহ্য ক'রতে হবে! নিজের ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, আমি পরাজয়ের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমার এ বয়সে, আমার এ অধম ভাগ্যকে আর কারও ভাগ্যের সঙ্গে মেশাবার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নিয়েছিলেম। সুজাউদ্দৌলাকে আমার জন্য অনেক সহ্য ক'রতে হ'য়েছে! আমার প্রতি তার ক্রোধ অন্যায় নয়। আমি তোমাদের আশ্রয় নিয়ে তোমাদের আর বিব্রত ক'রতে চাই না। তুমি বক্সার রণক্ষেত্রে আমার ইজ্জত রক্ষা ক'রেছ; সেই আমার যথেষ্ট। আমি স্বেচ্ছায় বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে, রোহিলা রাজ্য ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। রাজ্যের মন্ত্রীরা বিজ্ঞ; তাঁরা ঠিকই বলেছেন। আমায় বিদায় দাও বন্ধু, আমি আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হই!

দুন্দী। বেশ! তা হ'লে ফয়জুল্লা, তোমার তো বলবার আর কিছু নেই?

হাফেজ। কিন্তু আমার আছে।

নিয়া। কি বলুন?

হাফেজ। আমি এই রাজ্যের প্রধান অভিভাবক স্বরূপ তোমাকে আদেশ করছি ফয়জুল্লা! তুমি এখনি এই উন্মত্ত যুবককে আউল দুর্গে বন্দী ক'রে রাখ। সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যত দিন আমাদের যুদ্ধের নিষ্পত্তি না হয়, তত দিন একে দুর্গের বাইরে যেতে দিও না। যদি সুজাউদ্দৌলা দূত পাঠাবার পূর্ব্বে মীরকাসেম, তুমি আমাদের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে, আমাদের কোন আপত্তিই ছিল না। কিন্তু এখন সুজাউদ্দৌলা যখন চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে, তখন কোন অবস্থাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না। এতে যদি রোহিলা রাজ্য ধ্বংস হয়, রোহিলার চিহ্ন পর্য্যন্ত না থাকে, তাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত নই। চল ফয়জুল্লা! তোমার সঙ্গে আমি তোমার আউল দুর্গেই যাই। মন্ত্রীরা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি ক'রে, এক আউল দুর্গ ভিন্ন আর সমস্ত রোহিলা রাজ্য রক্ষা করুন।

ফয়। (মীরকাসেমের প্রতি) মীরকাসেম! আমাদের সঙ্গে আউল দুর্গে আসুন। যতদিন না সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়, ততদিন আপনি আমাদের বন্দী।

হাফেজ। দৌবারিক! সুজাউদ্দৌলার দূতকে এখানে আসতে বল।

দুন্দী। দাদা! এখনও বিবেচনা করুন।

হাফেজ। আর বিবেচনার সময় নেই।

দূতের প্রবেশ।

দূত। সুজাউদ্দৌলাকে এই সংবাদ দাওগে, হাফেজ রহমত মীরকাসেমকে আউল দুর্গে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি যেন আউল দুর্গ আক্রমণ ক'রে, মীরকাসেমকে সে আশ্রয়চ্যুত করেন। অন্যান্য রোহিলা

ওমরাহরা তাঁর মিত্র ; তিনি যেন তাদের রক্ষিত রাজ্য আক্রমণ না করেন। ফয়জুল্লা আউল দুর্গের রাজা, আর আমি তার সেনাপতি। রণক্ষেত্রে তাঁর তরবারি যেন আমাদের উপর পতিত হয়।

দূত। বেশ! আমি তাই ব'লব। আমি তবে এখন আসি।

দুন্দী। না, দাঁড়াও! রোহিলারা মত-বিরোধ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কলহ করে। কিন্তু রণক্ষেত্রে তার স্বজাতির প্রতি যখন বাইরের কেউ অস্ত্র তোলে, সে অস্ত্র বুক পেতে নেবার জন্য, সকল গৃহ-বিবাদ ভুলে, এক হ'য়ে দাঁড়ায়,—সমস্ত রোহিলার কি বালক, কি বৃদ্ধ। মীরকাসেমের আশ্রয়স্থল শুধু আউল দুর্গ নয়, সমস্ত রোহিলাখণ্ড! কি বলেন ওমরাহগণ ?

নিয়ামত প্রভৃতি সকলে। হাঁ! যখন হাফেজ রহমতকে নেতা ব'লে গ্রহণ ক'রেছি, তখন তাঁর পক্ষ অবলম্বন করতে আমরা বাধ্য, তা সে ন্যায়ই হ'ক আর অন্যায়ই হ'ক। যাও দূত, সুজাউদ্দৌলাকে বলবে, দোয়াব রণক্ষেত্রে যেন তাঁর সাক্ষৎ পাই।

দূত। উত্তম, তাই হবে।

[দূতের প্রস্থান।

নিয়া। তাহ'লে সর্দ্দার ঘোষণা করুন, ষোল বৎসরের বালক থেকে ষাট বৎসরের সমস্ত রোহিলা যেন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়।

হাফেজ। হাঁ, ঘোষণা করব! তবে তোমাদের সকলের কাছে আমার একটী ভিক্ষা, তোমাদের এই ঘোষণার একটু ব্যতিক্রম করতে হবে।

নিয়া। কি বলুন ?

হাফেজ। সকলের পক্ষে এই নিয়ম হ'ক, কিন্তু একজন অশীতিপর

বৃদ্ধ যেন এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার অনুমতি পায়। অনেক দিন এ কম্পিত হস্তে অস্ত্র ধরিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে—সম্মুখে ঐ অস্তগামী রবি, পদতলে উষ্ণ রক্তের ঢেউ, উন্মত্ত রণকোলাহলের মধ্যে, মুসলমানের ইমান, মুসলমানের ধর্ম্ম, আশ্রিত রক্ষণ মহা যজ্ঞে, যেন এ জীবন উৎসর্গ করবার অবসর পাই—দোয়াবের রণক্ষেত্রে, শত্রুর দেহ-প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদে যেন আমার শেষ নেমাজ পাঠ করতে পারি—আর আমি তোমাদের কাছে কোন ভিক্ষা চাই না।

ফয়। ঠাকুরদা! আপনি এই যুদ্ধে সেনাপতি, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

সকলে। আমাদের সকলের ঐ মত।

মীর। মহানুভব বৃদ্ধ, তাহ'লে আমি কি করব অনুমতি করুন।

হাফেজ। ফয়জুল্লা তোমাকে ভাই বলে আশ্রয় দিয়েছে; তুমি যখন ফয়জুল্লার ভাই, তখন তুমি আমারও ভাই। তুমি আজ রোহিলার আদরের অতিথি। তোমাকে নিয়েই যুদ্ধ, তুমি রোহিলার গৌরব প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। প্রবল শত্রুর ভয়ে তোমাকে ত্যাগ করা, প্রকৃত মুসলমান যে, তার ধর্ম্মবিরুদ্ধ; এ জন্যই আমি সুজাউদ্দৌলার রক্ত চক্ষু আর আমার প্রাণপ্রতিম এই অমাত্যগণের যুক্তি, কিছুই গ্রাহ্য করিনি। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি সাক্ষী স্বরূপ রোহিলার কীর্ত্তি দেখো। আর তোমরা আমার বুকের রক্তের চেয়েও যে প্রিয় রোহিলার মুখপাত্রগণ! তোমাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করছি ব'লে, এই ব'লে আমায় মার্জ্জনা ক'রো, যে এ পৃথিবীতে ধন, ঐশ্বর্য্য যা কিছু পার্থিব সম্পদ্—হারালে আবার পাওয়া যায়, কিন্তু ইমান একবার হারালে আর ফেরেনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফয়জাবাদ—কক্ষ

[গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমন নিদ্রা যাইতেছে। কাল—রাত্রি]

গুল। ঘুমুচ্ছে। নিজের অবস্থা কিছুই বোঝে না! হেসে খেলে বেড়ায়, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? নবাবের মেয়ে, নবাবের স্ত্রী, এমন কি আর কোন দেশে জন্মেছিল? মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি, মরণও তো হয় না! চারিদিকে প্রহরী—পালাবারও কোন উপায় নেই। সত্যই কি মরব? তা হ'লে তাঁর জিনিস তাঁকে তো ফিরে দেওয়া হবে না! কিন্তু, এ পাপ পুরীতে বাঁচতেও ত আর ইচ্ছা হয় না! খোদা! খোদা! কোটী নরনারীর মধ্যে আমার জন্য এই শাস্তি বেছে রেখেছিলে?

বউ বেগমের প্রবেশ।

বউ। বোন্! তিন দিন হ'য়ে গেল; আর ক'দিন না খেয়ে থাকবে? একটা মুহূর্ত্ত যাচ্ছে, আর দুশ্চিন্তার পাষাণ ভারে আমি ভেঙ্গে পড়ছি। আমায় এ মহাপাপ থেকে মুক্তি দাও, কিছু খাও।

গুল। আমি তোমায় বার বার বলছি যে এ পুরীতে আমি একবিন্দু জলও খাব না। তুমি কেন বার বার আমায় অনুরোধ কর। তুমি মানবী নও, দেবী! তোমার উপর আমার এতটুকুও রাগ নাই। কিন্তু তোমার স্বামী তাঁকে আশ্রয় দিয়ে যে তাঁর শত্রু হয়েছেন,

রোহিলারা তাঁকে স্থান দিয়েছে সেই রাগে তিনি তাদের সর্ব্বনাশ ক'রতে ছুটেছেন! যিনি বিনা কারণে আমার স্বামীর এমন শত্রু, তাঁর গৃহে আমি জ্ঞানে এক ফোঁটা জলও তো খেতে পারব না! যদি তুমি আমার যথার্থ ই উপকার করতে চাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এ পাপপুরীর বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

বউ। রোজই সেই এক কথা। তোমাকে এখানে ধরে রাখাও পাপ, ছেড়ে দেওয়াও পাপ! কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনা, কোন্‌টা বেশী। কোথায় যাবে? রাজার মহিষী হ'য়ে অবোধ দু'টি ছেলের হাত ধ'রে শত আবর্জ্জনাপূর্ণ পথের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে তুমি, আমি অট্টালিকায় ব'সে সে দৃশ্য দেখব, আর আমার স্বামীই তার কারণ? আমি বুঝতে পাচ্ছিনা অভাগা কে! আমি না তুমি? আত্মহত্যার অধিকারিণী কে? তুমি না আমি? অথচ এর জন্য আমি একটুও দায়ী নই।

গুল। না, তুমি কেন দায়ী হবে বোন্, দায়ী আমার অদৃষ্ট।

বউ। তোমারও, আমারও। আমি কেন এ কুৎসিত ঘটনার মাঝখানে এসে পড়লেম? কেন আমি নবাব মহিষী? কেন আমি নারী হ'য়ে জন্মেছিলেম? কি মহাপাপে আমার এই শাস্তি? কেন আমি গরীব হ'য়ে জন্মাইনি? কেন আমি চিরকুমারী থাকিনি?

গুল। তোমায় কোন আক্ষেপ করতে হবে না বোন! তুমি আমায় রাস্তায় বার করে দাও। আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! তুমি করুণাময়ী, আমায় শান্তিতে মরতে দাও। আমি ছেলেদু'টীর হাত ধরে তাদের বাপের শত্রুর গৃহের বাইরে গিয়ে ছেড়ে দিই, মা হ'য়ে মার কাজ করি।

বউ। তোমার যা ইচ্ছা কর, আর আমি তোমায় বাধা দেব না।

তুমি রাজ্যহারা হ'য়েও রাজমহিষী! আর আমি প্রাসাদে বাস ক'রেও ভিখারিণী অপেক্ষা দীনা! তোমার মহত্ত্বের কাছে আমি নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করছি। জগতের সমস্ত পাশব বল যদি একসঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তোমার এ অপূর্ব্ব হৃদয়বলের কাছে অবনত মস্তকে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বোন্! এ গৃহে না হ'ক্, এ গৃহের বাইরেও কি আমার কোন সাহায্য নেবে না?

গুল। যে সাহায্য নিচ্ছি, এর তো মূল্য নেই! তুমি আমায় মুক্তি দিচ্ছ! এ সাহায্য ভিন্ন তোমার কাছে আর কিছু নেবার তো আমি অধিকারিণী নই। এ গৃহ তোমার স্বামীর। এ গৃহের বাহিরে, তোমার স্বামীর রাজ্যের সীমানা মধ্যে কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়াও আমার পক্ষে মহাপাপ! তবে কি সাহায্য নেব?

বউ। কিন্তু রমণী! তোমার ঐ বিশাল হৃদয়ের এক প্রান্তে, রমণীর সহজাত করুণার একবিন্দুও কি লুকান নেই? অনাথিনী তুমি! পূর্ণ গৌরবে পথে পথে তোমার অতুলনীয় মহিমার লাজাঞ্জলি বর্ষণ ক'রে নরক তুল্য ধরণীকে কল্যাণময়ী ক'রে তুলবে! আর নবাব মহিষী আমি, এই রঙ্গমহলে, বিলাস আবাসে, শত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, হীনতার ভস্ম স্তূপে ব'সে, শুষ্ক মুখে, খোদার একবিন্দু করুণা পাবার আশায়, নিষ্ফল প্রার্থনায় জীবন অতিবাহিত ক'রব?

গুল। নিষ্ফল প্রার্থনা কেন বোন? প্রার্থনার পূর্ব্বেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমায় সর্ব্ব পাপ থেকে মুক্ত ক'রেছে। তুমি মূর্ত্তিমতী করুণা! তোমার আদর্শে যেন জগতের রমণীগণ তাদের জীবনকে ধন্য ক'রে তোলে। তাহ'লে আমায় বিদায় দাও বোন?

বউ। আমি আমার স্বামীর অজ্ঞাতে তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি,

তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যাও। এ প্রাসাদের প্রহরীরা তোমায় আর বাধা দেবে না, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

গুল। অকাতরে ঘুমুচ্ছে! ঘুম ভাঙ্গিয়ে, মা হ'য়ে হাত ধ'রে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব। খোদা! তুমি না করুণাময়?—বাহার! বাহার! বাবা!

বাহার। কেন মা?

গুল। আরতো আমরা এখানে থাকব না, এখান থেকে এখনি যে যেতে হবে বাপ!

বাহার। কোথায় যাব? বাবার কাছে?

গুল। হাঁ—তাই বইকি।

বাহার। তবে ভাইকে ডাকি? ভাই, ভাই, আজিমন! ওঠ।

আজি। কি দাদা! মা কই?

বাহার। এই যে মা! ওঠ, আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি।

আজি। বাবার কাছে? হাঁ মা সত্যি বাবার কাছে? এখনও যে রাত্তির রয়েছে? কোথায় বাবা?

গুল। চল বাপ।

আজি। কোথায় বাবা?

গুল। অনেক দূরে!

আজি। তাহ'লে শীগ্‌গীর চল। কিসে যাব? তাঞ্জামে মা হাতীতে?

গুল। আর সেদিন গিয়েছে! এখন তাঞ্জাম নয়, হাতী নয়, হেঁটেই যেতে হবে।

বাহার। ভাই কি হাঁটতে পারবে? না পারে আমি কাঁধে ক'রে নেব। কি বল মা?

গুল। (স্বগতঃ) যতদিন ছোট থাকে, ভাই ভাইকে বুকে করে, কাঁধে করে; বড় হ'লে পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না—এই সংসার! (প্রকাশ্যে) হাঁ বাবা! তাই হবে। চল।

আজি। দাদা! আমি তোমার আগে আগে যাব।

গুল। না, তোমরা দু'জনে আমার হাত ধর। ঈশ্বর! এ নারকীর রাজ্য পার হ'য়ে যাবার শক্তি থেকে যেন বঞ্চিত কোরোনা।

[সকলের প্রস্থান।

(বউ বেগমের পুনঃ প্রবেশ)

বউ। চলে গেল! আমারই আজ্ঞায় প্রহরীরা যেতে দেবে। আমি—আমি—অযোধ্যার বেগম, আর ও বাঙ্গালার পরিত্যক্ত মসনদের পূর্ব্ব অধীশ্বরী।—দোরাব খাঁ! দোরাব খাঁ!

দোরাবের প্রবেশ।

দোরাব। কেন মা?

বউ। এই রাত্রে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কেন তোমায় তুলে এনেছি জান?

দোরাব। কি আদেশ কর?

বউ। ঐ যে দু'টী ছোট ছেলের হাত ধ'রে শুভ্র বস্ত্রের অবগুণ্ঠনে, ততোধিক শুভ্রতার যশোরশ্মিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে, ঐ যে

অযোধ্যার প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে, ও কে জান ?

দোরাব। না মা, কে উনি ?

বউ। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী! করুণায় এই প্রাসাদ তলে আশ্রয় নিতে এসেছিল ; আর আমাদেরই ব্যবহারে, আমার সমস্ত অনুরোধ আগ্রহকে পদাঘাত ক'রে চ'লে গেল! দোরাব খাঁ! তুমি এখনই ঐ দেবীর অনুসরণ কর। রমণী তিন দিন খায়নি! তার স্বামীর শত্রুগৃহ ব'লে একবিন্দু জলও তার পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে দেয় নি! ঐ রাজ-পথের বাইরে যেতে যেতে এখনি হয়তো রমণী ধরণীর কোলে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়বে, আর জাগবে না। তুমি যাও। দেখ, যদি কোনরকমে ওকে বাঁচাতে পার, স্ত্রীহত্যার পাতক থেকে আমায় রক্ষা কর!

দোরাব। আমি এখনি যাচ্ছি!

বউ। তুমি গোপনে অনুসরণ কোরো। তোমার পরিচয় ওকে জানতে দিও না। জানলে তোমার ছায়া দেখলে ও আতঙ্কে শিউরে উঠবে। অভাগিনীকে তাঁর স্বামীর কাছে কোন রকমে পৌঁছে দিও। এতে নবাব রুষ্ট হন, আমি তার জন্য দায়ী। সঙ্গে পানীয় নাও—আহার নাও ; অভাগিনী তিনদিন খায় নি! আমিও তিনদিন অনাহারে। যদি ঐ রমণী অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়ে, জেনো—সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রভু-পত্নীরও মৃত্যু নিশ্চিত। এ দুঃসহ তাপ নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি যন্ত্রণা, এ পুরীতে তুমি ভিন্ন তা কেউ বুঝবে না। যখন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স, পুত্র জ্ঞানে আমি তোমায় আশ্রয় দিই ; তুমি হিন্দু ছিলে—অজ্ঞানে তোমাকে ইসলাম ধর্ম্মে

দীক্ষিত করে সেই থেকে পুত্রের ন্যায় তোমায় পালন ক'রে এসেছি। পুত্রের কাজ কর—ঐ রমণীকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও !

দোরাব। যথা আজ্ঞা জননী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

হাফেজ ও ফয়জুল্লা

হাফেজ। কে এ বিশ্বাসঘাতকতা করলে ? আমাদের পৌঁছবার পূর্ব্বেই উজীরের সৈন্যেরা গঙ্গা পার হ'ল কি ক'রে ? নিশ্চয়ই আমাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনে রাত্রেই ওদের পার হ'তে বলেছে। যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় নির্ভর করে স্থান নির্ব্বাচনে। যদি গুপ্তচরের মুখে সংবাদ না পেয়ে সুজাউদ্দৌলা রাত্রে গঙ্গাপার হ'য়ে এইখানে ছাউনি করে থাকে, তাহ'লে বুঝব সে আমাপেক্ষাও রণ-নীতিতে পারদর্শী। আর যদি কেউ বেইমানি ক'রে খবর দিয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝব খোদা নারাজ।

ফয়। আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন ? আমাদের জয়ের আশাই সম্পূর্ণ। শত্রুরা কামানের মুখ ফিরিয়ে বামদিকের আক্রমণের বেগ রোধ করতে না করতে, আমার ফৌজ নিয়ে আমি তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ ক'রব। দুই সৈন্যের মাঝখানে পড়ে ওরা কতকক্ষণ টিকবে ?

হাফেজ। প্রাণ উপেক্ষা ক'রে তো যুদ্ধ ক'রব, তার পর ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করছি, ইমানের জন্য যুদ্ধ করছি, খোদা কি আমাদের সহায় হবেন না?

ফয়। নিশ্চয় খোদা আমাদের সহায় হবেন। পয়গম্বর বলেছেন "সর্ব্বস্বের বিনিময়ে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবে।" মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়ে, আমরা সেই পয়গম্বরেরই আদেশ পালন করছি; তবে আমাদের পরাজয় হবে কেন?

হাফেজ। কোরাণ সরিফে লেখে, আল্লার মর্জ্জী বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। মীরকাসেমকে কি আউল দুর্গে পাঠিয়ে দিলে?

ফয়। না সে গেল না, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে এইখানেই থাক্‌বে বল্লে। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল সে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়।

হাফেজ। দুর্ভাগা নবাব! তার স্ত্রীপুত্র রইল তারই পরম শত্রু সুজাউদ্দৌলার গৃহে। শুনলেম সুজাউদ্দৌলা ঘোষণা করেছে, যে মীর-কাসেমকে বন্দী ক'রে তার নিকট পাঠাতে পারবে, সে দশ লক্ষ টাকা পাবে।

ফয়। মীরকাসেমের উপর ক্রোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই-ই ইচ্ছা ক'রে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই-ই তার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ করেছিল।

হাফেজ। অব্যবস্থিতচিত্তের শত্রুতাও যেমন ভীষণ, মিত্রতাও তেমনই ভয়াবহ। তারপর, শুনেছি সুজাউদ্দৌলাও নাকি মীরজাফরের সঙ্গে এক সন্ধি করেছিল। এখন মীরজাফরকে হাতে রাখতে সে মীরকাসেমের সঙ্গে শত্রুতা ক'রবে এর আর আশ্চর্য্য কি?

ফয়। তা'হলে ঠাকুরদা, আপনাকে অভিবাদন করে আমি যুদ্ধে অগ্রসর হই ?

হাফেজ। খোদাকে স্মরণ ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হও ; কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমার একটী কথা শুনে রাখ। এই নবাব সুজাউদ্দৌলা অতি নৃশংস। যদি তুমি বোঝ এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা, যদি দেখ শত্রুর অসিতে আমার মৃত্যু হয়—তুমি রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বাগ্রে নগরে যাবে। অন্তঃপুরচারিণীদের, শত্রু নগরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আউল দুর্গে পাঠিয়ে দেবে। দেখো, তারা যেন উজীরের হাতে বন্দী না হয়।

ফয়। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে হ'তে চলে যাব ?

হাফেজ। হাঁ। পাঠান পুরমহিলা—চন্দ্র সূর্য্য কখনও যাদের মুখ দেখেনি—তারা মীরকাসেমের পত্নীর ন্যায় অযোধ্যার নবাবের রঙ্গমহলে বন্দিনী হয়ে থাকবে, তার চেয়ে রণক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়ার কলঙ্ক কি অধিক ? তুমি যাও, যত সত্বর পার, তোমার সৈন্য নিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ো।

সুবেদারের প্রবেশ

সুবে। অশ্ব প্রস্তুত।

হাফেজ। চল, আমরাও প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সুজাউদ্দৌলার শিবির—দূরে রণক্ষেত্র

সুজা ও লিতাফত আলি

সুজা। লিতাফত আলি, খুব শুভ মুহূর্ত্তে আমরা গঙ্গা পার হয়েছি। যদি আমাদের এপারে আসবার পূর্ব্বে রোহিলারা এইস্থান অধিকার ক'রত, তাহ'লে আজকের যুদ্ধে আমাদের পরাজয়েরই সম্ভাবনা ছিল।

লিতা। আমরা তো রাত্রে গঙ্গা পার হ'তে ইতস্ততঃ করছিলেম; গুপ্তচর হাফেজের হিন্দু দেওয়ানের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এল যে রোহিলারা রাত্রেই গঙ্গার এপারে সৈন্য আনবে বলে স্থির করেছে।

সুজা। তা ঠিক; যদি এ যুদ্ধে আমাদের জয় হয়, হাফেজের হিন্দু দেওয়ানই তার কারণ। আমি পূর্ব্ব হ'তেই অর্থ দিয়ে তাকে বশীভূত ক'রে রেখেছিলেম। নানা কারণে সে হাফেজের উপর বিরক্তও ছিল। যুদ্ধে জয় হ'লে তাকে একটা বড় ইনাম দেব, এ লোভও তাকে দেখিয়ে রেখেছি।

লিতা। রোহিলারা আমাদের সৈন্যের বামদিক আক্রমণ করবে ব'লে অগ্রসর হচ্ছিল; আমি সৈন্যদের অবস্থান পরিবর্ত্তনের আদেশ দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

জনৈক মুসলমান ফকীরকে লইয়া সিপাহীর প্রবেশ।

সি। হুজুর, এই লোকটা ফকীরের বেশ ধ'রে নবাবের শিবিরের

দিকে আসছিল। একে দেখে আমাদের সন্দেহ হয়; আসতে নিষেধ করি, শোনেনি, বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছি; কি হুকুম হয়?

সুজা। কে এ ব্যক্তি?

লিতা। তুমি কে? এই শিবির থেকে এক ক্রোশ মাত্র দূরে যুদ্ধ হচ্ছে, এ সময়ে তুমি এখানে এসেছিলে কেন?

ফকীর। আজ্ঞে, আপনাদেরই সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

সুজা। কি প্রয়োজন?

ফকীর। আমার প্রয়োজন গুরুতর, কিন্তু সে কথা সকলের সামনে বলবার নয়। (লিতাফতের প্রতি) আপনি সেনাপতি, আপনি থাকতে পারেন; কিন্তু হুজুর, সিপাইকে এখান থেকে যেতে অনুমতি করুন।

লিতা। তোমার অভিসন্ধি কি? তুমি যে শত্রুর চর নও, বুঝব কি ক'রে?

ফকীর। আমি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দেব যে আমি শত্রুর চর নই। আর যদিই চর হই, এই ক্ষুদ্র সিপাই এখানে থেকে বিশেষ কি ক'রবে? আমি একা, নিরস্ত্র; আমার কথা শুনে যদি আপনাদের মনে হয় আমি শত্রুর চর, তা'হলে অনায়াসে আমাকে বন্দী করতে পারবেন—আমি নিরস্ত্র।

লিতা। (সুজার প্রতি) কি আদেশ?

সুজা। (সিপাহীর প্রতি) তুমি তোমার কার্য্যে যাও।

[সিপাহীর প্রস্থান।

লিতা। তোমার কি বক্তব্য ?

ফকীর। আমি যে শত্রুচর নই, অগ্রে তার পরিচয় গ্রহণ করুন। এই দেখুন।

(সেনাপতির হস্তে একটী অঙ্গুরী প্রদান, তিনি সুজাকে তাহা দেখাইলেন)

সুজা। এ কি! এ যে আমারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরী! এ তুমি কোথায় পেলে ?

ফকীর। আপনারই গুপ্তচরের কাছে। যে গুপ্তচরকে দিয়ে রাত্রে গঙ্গা পার হবার সংবাদ দিই, আপনার অঙ্গুরী ও পত্র তার নিকট থেকেই পাই। আমিই হাফেজ রহমতের দেওয়ান।

সুজা। তুমি ? সেতো হিন্দু!

ফকীর। আজ্ঞে আমিও হিন্দু, এই দেখুন। (কৃত্রিম দাড়ী খুলিয়া ফেলিল) এ আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়বার ভয়ে এই বেশে এসেছি, এই বেশেই আবার আমায় নগরে ফিরে যেতে হবে। একটা বিশেষ জরুরি সংবাদ আছে, শুনুন। এখান থেকে দেড়ক্রোশ দূরে একটা পাহাড়ের জঙ্গলে ফয়জুল্লা তিন হাজার পাঠান সৈন্য লুকিয়ে রেখেছে। বামদিকে হাফেজ রহমৎ যখন আপনাদের আক্রমণ করবে, সেই সময় অতর্কিত ভাবে দক্ষিণ দিক থেকে ফয়জুল্লা সেই গুপ্ত সৈন্য নিয়ে আপনাদের সৈন্যদের পূর্ব্বে দেশ আক্রমণ করবে। আমি গোপনে রোহিলাদের যুদ্ধের নক্সা যতটা জানতে পেরেছি, আপনাদের বলে গেলেম এখন আপনারা কর্ত্তব্য স্থির করুন।

সুজা। তোমাকে পূর্ব্বে দেখিনি, তবে পত্রে ও চরমুখে তোমার পরিচয় পেয়েছি। তুমি অতি বুদ্ধিমান। তোমার কল্যকার সংবাদ মূল্যবান, অদ্যকার সংবাদও অমূল্য। সেনাপতি! যে চর সংবাদ নিয়ে রায়

সাহেবের কাছে গিয়েছিল, শিবিরের অন্য কক্ষে সে আছে, তাকে ডাকাও।

লিতা। কে আছ?—হুবুরমল।

সুজা। তুমি কি এখন ফিরে যাবে, না, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এইখানে থাকবে?

ফকীর। না, আমি ফিরে যাব, আমার অনেক কাজ।

গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্ত। হুকুম, জনাব!

সুজা। একে চেন?

গুপ্ত। আজ্ঞে হাঁ, হুজুর! ইনি বিয়াস রায়, হাফেজ রহমতের দেওয়ান।—সেলাম রায় সাহেব!

ফকীর। সেলাম।

সুজা। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। [গুপ্তচরের প্রস্থান।

ফকীর। নবাব বাহাদুর অনুমতি করুন, তাহ'লে এখন আমি যাই? চারিদিকে গোলাগুলি, ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছিতে পাল্লে হয়! আমারই হাতে রহমত খাঁর ভাণ্ডারের চাবি, ধনাগারের গুপ্তপথের অন্ধি সন্ধি সব আমিই জানি। যখন নবাব বাড়ী লুট ক'রবেন, আগে আমাকেই ডাকতে হবে। আমি না হ'লে রহমতের একদিনও চ'লত না, এর পরে দেখবেন আমি না হ'লে আপনাদেরও চলবে না; হিসেব কাগজ-পত্র দপ্তর সব আমার হাতে। তবে হুজুর, বড় আশায় রহমতের ঘরের খবর আপনার কাছে বেচে গেলেম, শেষটা আমায় ভুলবেন না।

সুজা। না, তোমায় ভুলব না; তোমার বন্ধুত্ব আমার চিরদিনই মনে থাকবে।

ফকীর। হুজুরে আমার আর কিছু আরজী নেই, এই কুতুহার রাজ্যটা আমায় ইজারা দেবেন, আমি হুজুরকে সালিয়ানা দু'ক্রোর টাকা খাজনা দেব। আপনারই সব থাকবে, আমি কেবল কাগজপত্র নাড়াচাড়া ক'রব মাত্র।

সুজা। আচ্ছা, তাই হবে।

ফকীর। নবাববাড়ী লুটবেন, ধন দৌলত তো সব ফয়জাবাদের খাজাঞ্চীখানায় উঠবে। আর রহমতের এক সুন্দরী নাত্নী আছে; যদি সব বন্দী ক'রে নিয়ে যান, একটা সৎ পাত্র দেখে দিয়ে দেবেন। এখন তবে আমি আসি, সেলাম! (লিতাফতের প্রতি) খাঁ সাহেব কিছু মনে করবেন না, দাড়ীটা আবার এইখান থেকেই পরে যাই, কি জানি যদি পথে কেউ চিনে ফেলে,—কি বলেন? [প্রস্থান।

সুজা। লিতাফত আলি, খোদা সহায়! এ যুদ্ধে আর আমাদের পরাজয় নেই কিন্তু এ লোকটা কি? নিজের প্রভুর তো সর্ব্বনাশ কচ্ছেই, নিজের জাতটা পর্য্যন্ত অনায়াসে ব'দলে মুসলমানী দাড়ী পোষাক পর্য্যন্ত নিয়েছে।

লিতা। আজ্ঞে হিঁদুদের কথা ছেড়ে দিন, বড় বড় রাজপুত বীরেরা শুধু পয়সার খাতিরে আমাদেরই তো মেয়ে দিলে—বোন দিলে; এ সামান্য দাড়ী আর পোষাক নিয়েছে।

সুজা। তা ঠিক। তুমি যাও, সৈন্যের ব্যূহ মুখ ফিরিয়ে দাও; আমি ফয়জুল্লাকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হই।

সিপাহীর প্রবেশ।

সি। সৈন্যেরা প্রস্তুত, আদেশের অপেক্ষা করছে।

সুজা। চল যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বেরিলি দেওয়ানের বাটী

গুজারী

গুজারী। কোন্ পোড়ারমুখো শাস্তর করেছিল সোয়ামী না খেলে পরিবারের খেতে নেই? বেলা তিন পহর হ'ল এখনও কর্ত্তার খোঁজ নেই! আর আমি মরি খিদেয়! রাত থাকতে উঠে চ'লে গেল আমি তখন ঘুমুচ্ছি! সহরের বাইরে লড়াই, এখান পর্য্যন্ত কামানের আওয়াজ আসছে, সহরময় রব "কি হয়" "কি হয়"—সকাল সকাল বাড়ী আয়, খাওয়া দাওয়া সেরে দরজা বন্ধ ক'রে থাকি—তা নয়! দেওয়ানী চাকরী নিয়ে নাট্টু ঘুরছে। যাদের রাজ্যি, তাদের চেয়ে ওর ভাবনা বেশী।

দাইমেয়ের-প্রবেশ।

দাই। মা মা, শীগির লুকোও, শীগির লুকোও, বাড়ীতে মোছলমান এয়েছে!

গুজারী। মোছলমান ঢুকেছে কি!

দাই। ঢুকেছে বলে ঢুকেছে, একবারে ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে ঢুকেছে!

গুজারী। সে কি সর্ব্বনেশে কথারে!

দাই। কথা নয় মা কথা নয়, একেবারে কাজে। রান্নাঘরে না ঢুকে, মহারাজজীর গালে একটা চড় না মেরে, হাত থেকে হাতটা কেড়ে

না নিয়ে—একবারে ডালের হাঁড়ীতে ঘটর ঘটর। ছিষ্টি নয়-নেত্তর ক'ল্লেমা, ছিষ্টি নয়-নেত্তর ক'ল্লে !

গুজারী। বলি, বলিস কিরে ? দেউড়ীতে দরওয়ান লোকজন সব কোথায় গেল ?

দাই। আজ যে লড়াই, সহরে তো জোয়ান বেটাছেলে কেউ নেই ; হিঁদু মোসলমান রাজপুত, সবই তো লড়ায়ে মেতেছে।

গুজারী। তাওতো বটে ! হতচ্ছাড়া মিন্‌সের কি একটু আক্কেল আছে ? এই ডামাডোলের সময়, বাড়ী এখন রক্ষণাবেক্ষণ করে কে ?

দাই। রক্ষণা করবে যম, আর ব্যাক্ষণা করবে—যে মুখপোড়া এসেছে মা—সেই !

গুজারী। মোছলমান, তুই ঠিক দেখেছিস ?

দাই। নয়তো কি আর মিছে বলছি ? এই এত বড় দাড়ী, প্যাঁজ রশুনের খোসবো ছড়াতে ছড়াতে আসছে।

গুজারী। বাড়ীর ভিতর ঢুকল, তুই কিছু বল্লিনি ?

দাই। যা বলবার, তুমি বোলো মা, ঐ আসছে।

মুসলমান বেশে দেওয়ানের প্রবেশ।

দেও। গিন্নি গিন্নি !

দাই। ও বাবা ! এ যে জট্ ধরে কথা কয় ; এসেই একবারে "গিন্নি" !

গুজারী। ওমা তাইতো, মোছলমানই তো ! তুই কেরে মুখপোড়া ? বলা নেই কওয়া নেই; ভদ্রলোকের অন্দর মহলে ঢুকে 'গিন্নি' 'গিন্নি' ক'রে হামলাচ্ছিস ? মুখপোড়া মাতাল নাকি ?

দেও। আরে মোলো এদের হ'ল কি ? মহারাজটা আমায় দেখে রান্নাঘর থেকে পালাল, দাইমাগী চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল, গিন্নী মাতাল বলছে ! গিন্নি, পাগলের মত কি বলছ ? কোথায় এলুম তেতে পুড়ে জল দেবে, বাতাস করবে, স্নানাহারের ব্যবস্থা করবে—তা নয়, আবোল তাবোল কি বল্‌ছ ?

গুজারী। বল্‌ছি তোমার মুণ্ডু ! দাঁড়াতো হতচ্ছাড়া মিনসে, বাড়ীতে কেউ পুরুষ মানুষ নেই বলে মনে করেছিস কি অরাজক ?

দাই। তাই বটে গো। (স্বগত) গিন্নির ঝাঁড়ুর বহর তো জানেন না ! অমন বেহ্মদত্যির মতন দেওয়ানই টিট হয়ে গেল, এতো মামদো !

দেও। আরে গিন্নি, অমন কচ্ছ কেন ? তোমাদের কি ভুতে পেলে না কি ?

গুজারী। কাকে ভুতে পেয়েছে, দেখাচ্ছি। দাই, দাই, নিয়ে আয়তো বঁটিটা, মিনসের নাক কেটে ছেড়ে দিই ।

দেও। বটে ? এতবড় আস্পর্দ্ধা ! ঝি চাকরের সামনে এই রকম ক'রে অপমান ? রাত্রের অন্ধকারে কি কোথায় হ'ল না হ'ল, কেউ দেখতেও আসে না শুনতেও আসে না ; দিন দুপুরে নাক কাটবে ? এখনি চুলের মুঠি ধ'রে পিঠে দেব গড়াম্ গড়াম্ ক'রে কিল বসিয়ে ! একে আমার মাথায় আগুন জ্বলছে—

গুজারী। তোর আগুন জ্বলার হয়েছে কি, দাঁড়াতো—দাই, দেখিস যেন মিনসে পালায় না ; নিয়ে আসি একবার ভোজালি খানা।

দাই। ষণ্ডা ষাঁড় মরদ, আমি একা ওকে সামলাতে পারব কেন ? দু'জন হ'লেও না হয় দেখা যেত, আমি একা পারবনি।

গুজারী। পারবিনি কি? তুই ধর ওর লম্বা দাড়ী দু'হাত দিয়ে টেনে, আমি এই এলুম বলে।—খবরদার! এখান থেকে যেওনা বলছি এখনি সব মেরে গুঁড়ো করে ফেলব!

দেও। আগে দিই বসিয়ে দাই মাগীকে এক চড়!

দাই। চড়াবি বৈকি! মা শীগির ভোজালিটা নিয়ে এসতো, আমি ধরি এই বাগিয়ে মিন্সের দাড়ী। (দাড়ী ধারণ) ওমা, এ যে ছিঁড়ে এলগো!

গুজারী। তাইতো, দাড়ী ছিঁড়ে এল কি বল্? ওমা, একে! তুমি?

দেও। হাঁ আমি, এতক্ষণে বুঝি ঠাওর হ'ল।

দাই। ওমা! কি লজ্জা গো! এ যে আমাদের কর্ত্তা গো! এক পহরের মধ্যে এত বড় দাড়ী গজাল কি ক'রে গো!

দেও। (স্বগতঃ) উঃ ভাবতে ভাবতে কিছুই মাথার ঠিক ছিল না থিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকিছি ঠিক, কিন্তু দাড়ী খুলতে ভুলে গিয়েছি। দাই মাগীর সামনে ধরা পড়ে গেলুম! (প্রকাশ্যে) তুই যা, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি?

দাই। দুপুর বেলায় কি পাপ! দাড়ী ছুঁয়েছি, পাতকো-তলায় দু'ঘড়া জল মাথায় ঢালিগে।

[প্রস্থান।

গুজারী। তোমার রকম কি বল তো?

দেও। গিন্নি, যে চাল চেলেছি—যদি দাবা ঠেক খায়, এক ব'ড়ের কিস্তিতেই মাৎ! মুসলমান সেজে উজীরের তাঁবুতে গিয়েছিলাম। গিয়েছি ঠিক, ফিরেওছি ঠিক; কিন্তু বাড়ী এসে দাড়ী খুলতে ভুলে গেছি! কেমন সেজেছিলেম বল? তোমরা পর্য্যন্ত চিনতে পারনি!

গুজারী। তা দাড়ী প’রেছিলে কেন ?

দেও। কেন তাতে দোষ কি ? তাতে খাতির কত ! খাতির কত !

গুজারী। পোড়া কপাল তোমার খাতিরের ! “বাপ পিতামোর নাম গেল, হীরে জোলার নাতি !” তোমার পয়সা খাবে কে ? বংশেতো একটা ছেলে নেই—আঁটকুড়ো !

দেও। দেওয়ান আছি, যখন রাজা হ’য়ে বসব, তখন ছেলে আপনি গজাবে, আপনি গজাবে ! টাকায় না হয় কি ? চল চল, চারটী খেয়ে এখনি আমায় ছুটতে হবে নবাব বাড়ী। দাই মাগীকে বারণ করে দিও, দাড়ীর কথা যেন কাউকে বলে না। দাড়ীটা কুড়িয়ে রাখ।

গুজারী। আমি বাপু ও ছুঁতে পারব না, মড়ার চুলে না কিসে তৈরী ছুঁয়ে শেষকালে নেয়ে মরি ! তোমার গরজ থাকে তুমি তুলে রাখ।

[গুজারীর প্রস্থান।

দেও। তুলেই রাখি ; যাকে রাখ, সেই রাখে। রাজার জাত—মান্য কত ! মান্য কত ! পাগল—এ ছুঁলে নাকি আবার নাইতে হয় !

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেরিলি প্রাসাদের দরদালান

রোহিলা মহিলাগণ

(গীত)

[প্রস্থান।

নহে কুসুম ভূষণ আর নহে প্রিয়মুখ চুম্বন।
নহে অলস বিলাসে মাতোয়ারা চিত,
নহে প্রেম স্বপন॥
ঘনঘোর কার্ম্মুক টঙ্কার,
লাখে লাখে বীর খেলে তলওয়ার,
বাজে দামামা তুরী ভেরী শিহরে শমন।
রণরঙ্গে মাতি প্রমত্ত কেশরী,
চলে অরাতি কীর্ত্তি করিতে হরণ॥

[প্রস্থান।

(হাফেজ-পত্নীর প্রবেশ)

হা-পত্নী। কিছুতেই মন স্থির করতে পাচ্ছিনি। কে জানে এ সর্ব্বনেশে যুদ্ধে কি হয়? সকলে স্বামী পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। দেখছি আফগান রমণীর প্রাণ এরা ভারতের মৃদু বাতাসে এখনও হারিয়ে ফেলেনি!

(জিন্নৎউন্নিসার প্রবেশ)

জিন্নৎ। হ্যাঁ দাদি, সন্ধ্যা হ'য়ে এল এখনও কেউ লড়াই থেকে ফিরল না কেন? আমরা সব মালা গেঁথে রেখেছি; যারা সব যুদ্ধ জয় ক'রে আসছে, তাদের গলায় পরিয়ে দেব।

হা-পত্নী। তাই হ'ক ভাই, বুদ্ধ জয় ক'রে সব ফিরুক!

জিন্নৎ। দাদুর জন্য একছড়া বড় মালা গেঁথেছি! পাকা দাড়ীর পাশে শাদা ফুলের মালা কেমন দেখাবে দাদি?

হা-পত্নী। ফয়জুল্লার পাশে না ব'সে তুই যদি তোর দাদুর পাশে বসিস্, তাহ'লে যেমন বেমানান দেখায় তেমনি দেখাবে!

জিন্নৎ। দূর্, দাদীর এক কথা! দাদুর পাশে আমায় মানায় না বুঝি? দাদুর শাদা চুলের পাশে আমার এই কাল চুল যেমন মানায়, তেমন আর কিছুতে নয়!

হা-পত্নী। হাঁ, যেমন গঙ্গা যমুনায় ঢেউ খেলে!

জিন্নৎ। কৈ, দাদু এখনও আসছে না কেন? যত দেরী হচ্ছে তত আমার মন কেমন কচ্ছে!

হা-পত্নী। কার জন্যে লো? দাদুর জন্যে, না আর কারু জন্যে?

জিন্নৎ। সব্বার জন্যে। আচ্ছা দাদি, মানুষ লড়াই করে কেন? একজন একজনের বুকে তরওয়াল বসিয়ে দেয়, অথচ দু'জনেই তো মানুষ? তরওয়াল বসালে দু'জনেরই তো সমান লাগে? এটা মানুষ কিছুতেই বন্ধ ক'রতে পারে না? আর বলে মানুষের খুব বুদ্ধি।

হা-পত্নী। তুই বাঙ্গালী মেয়েদের মত কথা শিখলি কোত্থেকে? যুদ্ধ ক'রবে না? তবে পুরুষ কিসের? পুরুষ দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রবে, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ ক'রবে, তার মা মেয়ে বোনেদের ইজ্জৎ রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ ক'রবে, তবেই না সে পুরুষ? নইলে মেয়েতে আর পুরুষেতে তফাৎ কি?

জিন্নৎ। তোমার কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। রাত্রে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে, সকাল বেলা উঠে, হাসিমুখে, তরওয়াল হাতে ক'রে;

মরতে ছুটল! এর কোন দরকার হ'ত না যদি একজন আর একজনের দেশ কাড়তে না যেত, একজনের ধর্ম্মে বাধা না দিত, পরের মা মেয়ে বোন্‌কে যদি নিজের মা মেয়ে বোনের মত দেখত। মানুষ সব পারে, কেবল এইটে বুঝি পারে না? দূর! তবে মানুষ, না ছাই! বাঘ, ভাল্লুক, বেরাল এরাও তো আপনা আপনির মধ্যে ঝগড়া করে, এ ওকে কামড়ায়, ও একে কামড়ায়—তাহ'লে জানোয়ারে আর মানুষে তফাৎটা কি?

হা-পত্নী। তফাৎ? আগে আমাদের মতন বয়েস হ'ক্, তখন বুঝবি মানুষের জিভ, পশুর নখ আর দাঁতের চেয়েও তীক্ষ্ণ।

জিন্নৎ। আমি যাই, মালাছড়াটা নিয়ে আসি, এখনি তো সব আসবে। দাদি! আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

হা-পত্নী। ফুলের মত প্রাণ, আনন্দে ঘর আলো ক'চ্ছে, কে জানে মেয়েটার অদৃষ্টে কি আছে! বে হয় হয়—হ'ল না। এইজন্যই বলে শুভকাজে দেরী করতে নেই। এ সর্ব্বনেশে যুদ্ধে কি হ'বে কে জানে!

[নেপথ্যে রমণীগণের ক্রন্দন]

নেপথ্যে। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

হা-পত্নী। একি! সবাই কেঁদে উঠল কেন?

নেপথ্যে। পালাও পালাও, যে যেদিকে পার পালাও, নবাবের সৈন্যেরা নগর লুটতে আসেছে!

হা-পত্নী! কে সংবাদ নিয়ে এল?

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। মা মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে।

হা-পত্নী। পরাজয় হয়েছে ?

ফয়। হাঁ মা !

হা-পত্নী। তুমি ভিন্ন, এ সংবাদ দেবার জন্য আর কেউ কি বেঁচে ছিল না ?

ফয়। ছিল— আছে, তারা এখনও রণক্ষেত্রে ! এখনও তারা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে, শত্রু যাতে রাত্রে নগরে প্রবেশ করতে না পারে।

হা-পত্নী। তোমার পিতামহ ? তিনি কি রণক্ষেত্রে ?

ফয় ! হাঁ মা, রণক্ষেত্রে—তবে—তবে—

হা-পত্নী। কি ? বলতে জিহ্বা জড়িত কেন কাপুরুষ ? তিনি কি সমর-ক্ষেত্রে শত্রুর শোণিতাক্ত শবের উপর বীরের বাঞ্ছিত শয্যায় শুয়েছেন ?

ফয়। হাঁ মা, তাই। দ্বাদশ সূর্য্যের মত তেজোদ্দীপ্ত আমার দাদু অসংখ্য শত্রু সৈন্যকে বিনাশ ক'রে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে যখন নেমাজ পড়ছিলেন, সেই সময়ে একটা গুলি এসে তাঁর বক্ষ ভেদ করে।

হা-পত্নী। আর তুমি তাঁর পৌত্র হয়ে, তাঁর সেই পবিত্র দেহকে শৃগাল কুকুরের আহারের জন্য ফেলে রেখে এখানে পালিয়ে এসেছ নিজের প্রাণ বাঁচাবে ব'লে কাপুরুষ !

ফয়। তিরস্কার কোরোনা মা, দাদুরই আদেশে আমি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলে চলে এসেছি। শৈশবে মাতৃহারা, তোমারই স্তনদুগ্ধে আমার এই দেহ—এর প্রতি মমতায় কাপুরুষের মত রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা যে তোমারই অপমান মা ! আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য অমি পালাইনি, আমি এসেছি তোমাদের ইজ্জৎ, রোহিলা রমণীগণের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য।

চল মা, শত্রু নগরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে তোমাদের নিরাপদস্থানে রেখে আসি ; তারপর, আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি ক'রব।

হা-পত্নী ।। এতদিন যিনি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করবার মালেক ছিলেন, তিনি দোয়াবের সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত—এখন যিনি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করবার মালেক তিনি ঐ উপরে—আকাশের পারে চির জাগর্ত্ত !—ফয়জুল্লা ! আমার ইজ্জৎ রক্ষা করবার জন্য তোমায় চিন্তিত হ'তে হবে না। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র মমতা থাকে,—এখনি যাও—যে কোন উপায়ে পার—আমার স্বামীর দেবদেহকে বহন ক'রে এখানে নিয়ে এস। যত দিন না রাজোচিত সম্মানে তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয়, তত দিন আমি এ প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যাব না। অন্যান্য রোহিলা রমণীগণকে নিরাপদ স্থানে ল'য়ে যাবার ভার, আর কারো উপর দাও।

ফয়। তাই হ'ক মা, তোমার আদেশ মাথায় ক'রে আমি আমার পিতামহের বীর দেহ বহন ক'রে আনতে চল্লেম।

নেপথ্যে স্ত্রীলোকগণ। উজীরের সিপাইরা মহলে ঢুকেছে, পালাও—পালাও। আওরাৎ সব সাবধান !

ফয়। তা হ'লে আমাদের সৈন্যেরা শত্রুদের বাধা দিতে পারেনি। কি হবে মা, কি হবে ; এখন তোমাদের রক্ষা করি কি প্রকারে ? আর আমি এখানে থাকব না।

নেপথ্যে সুজার সৈন্যগণ। জয় নবাব বাহাদুরের জয় ! আল্লা আল্লাহো ! এই ঘরে ; এই ঘরে !

ফয়। সাবধান কুকুরের দল ! মনে করিস নি যে এ পুরী অরক্ষিত, এখনও একজন প্রহরী বেঁচে আছে—সে জীবিত থাকতে কারও সাধ্য নেই যে রোহিলার অন্তঃপুরের ইজ্জৎ নষ্ট করে। [প্রস্থান।

হা-পত্নী। তাইতো! কি কল্লে, খোদা! কি কল্লে?

নেপথ্যে ফয়। মা! মা! পালাও পালাও! দলে দলে সিপাই বাড়ীতে ঢুকেছে, মরতে পারব, কিন্তু তোমাদের রক্ষা করতে পারব না।

হা-পত্নী। খোদা! তবে এই কি তোমার ইচ্ছা? আমার মহানুভব স্বামীর পবিত্র দেহ রণক্ষেত্রে অনাবৃত ধরণী-বক্ষে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হবে?

মীরকাসেমের প্রবেশ

মীর। তাও কি কখনও হয় মা?. যে বীর পরের প্রাণ রক্ষা করতে, হাসি মুখে একটা জাতির জীবন শত্রুর তরবারি মুখে তুলে দেয় —তার দেব-দেহ ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধিস্তূপের অন্তরালে চিরদিনই মানুষের পূজা পেয়ে থাকে। মা! আমি তোমার স্বামীর দেহ বহন ক'রে এনেছি।

হা পত্নী। এনেছ? কে তুমি বীর আজ আমার পুত্রের কাজ কল্লে?

মীর। বীর নই—কাপুরুষ—হতভাগ্য—অধম। আমাকে আশ্রয় দিয়েই তোমাদের এই সর্ব্বনাশ!

হা-পত্নী। কে তুমি? বাঙ্গালার নবাব মীরকাসেম?

মীর। নবাব নই মা! গোলামের গোলাম—ভাগ্য-তাড়িত—রাস্তার কুকুর অপেক্ষাও হীন—আমি তোমার পুত্র কাসেম আলি। রোটাস দুর্গে বাঙ্গালার নবাবকে সমাধিস্থ ক'রে এখানে পালিয়ে এসেছিলেম? আমারই জন্য আজ রোহিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুটমণি—নরদেহে পয়গম্বর—হাফেজ রহমত চিরনিদ্রিত! এ যুদ্ধে তরবারি

ধরতে চেয়েছিলেম' তোমার স্বামী আমাকে সে অধিকার দেননি। তাঁর বীরত্বে, মহত্বে, মনুষ্যত্বে মুগ্ধ হ'য়ে এ গোলাম কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করতে পারেনি। সামান্য ভৃত্যবেশে গোপনে তোমার স্বামীর অনুসরণ করেছিলেম,—তাই, বাঙ্গালার নবাবী ক'রে যে গর্ব্ব অনুভব করিনি—তোমার স্বামীর মৃতদেহ বহন ক'রে আজ তার চেয়ে গর্ব্ব অনুভব করবার অবসর পেয়েছি। শত্রু পুরী আক্রমণ করেছে—মা! শীঘ্র এস—দেখিয়ে দাও—বল কোথায় এঁকে সমাধিস্থ করি?

হা-পত্নী। চল পুত্র দেখিয়ে দিচ্ছি— তারপর বন্দী হই, কোন আক্ষেপ নেই!

[মীরকাসেম ও হা-পত্নীর প্রস্থান।

রক্তাক্ত দেহে ফয়জুল্লার প্রবেশ

ফয়। অসম্ভব! পঙ্গপালের ন্যায় শত্রু, একা বাধা দেওয়া অসম্ভব! কিন্তু তবু—তবু—পাঠান অন্তঃপুরের মর্য্যাদা! অসি! তুমি এ অবসন্ন হস্ত পরিত্যাগ ক'রোনা—শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তুমি আমার অবলম্বন! কোথায় জিন্নৎ? জিন্নৎ! জিন্নৎ! মরবার আগে একবার দেখা হ'ল না। দেখা হ'লে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাকে মুক্তি দিয়ে যেতেম। কৈ, দাদীও তো এখানে নাই—মৃত্যুর পূর্ব্বে কারও সঙ্গে দেখা হ'ল না!

[প্রস্থান।

জিন্নৎউন্নিসার প্রবেশ

জিন্নৎ। ফয়জু! ফয়জু! এই যে আমায় ডাকলে? কোথায় ফয়জু?—ঐ যে উন্মত্তের মত একা শত শত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে!

ধন্য ফয়জু! ধন্য তুমি! ধন্য আমি! সার্থক এ মালা তোমার জন্য গেঁথেছিলেম!

নেপথ্যে ফয়। জিন্নৎ! জিন্নৎ! যদি এই রণ-কোলাহল ভেদ ক'রে আমার কথা শুনতে পাও—যেখানেই থাক—শোনো—আত্মহত্যা ক'রো—তবু বন্দিনী হ'য়োনা।

সুজার সৈন্যগণের প্রবেশ

১ম সৈ। এই যে এখানে আর একটা মেয়ে।

২য় সৈ। ধর্ ধর্—না পালায়।

৩য় সৈ। এই যে, একেবারে মালা হাতে। এস বিবি, তাঞ্জাম প্রস্তুত; সাদীর সময় ব'য়ে যায়।

জিন্নৎ। আমাকে মেরে ফেল, আমার গায়ে হাত দিও না।

১ম সৈ। ধরা পড়বার সময় সবাই ঐ কথা বলে। হাত কি আর সাধে ধরি? নরম ব'লেই তো ধরি। (হস্ত ধারণ)

জিন্নৎ। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পিশাচ!

১ম সৈ। একেবারে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব, ভয় কি এস, চলে এস।

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। বর্ব্বর! এ আমার কলঙ্ক! সাবধান, কেউ স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার ক'রো না।—সুন্দরি, ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে এস।

লিতাফত আলি ও দেওয়ানের প্রবেশ

লিতা। জনাব, ফয়জুল্লা বন্দী হয়েছে।

জিন্নৎ। ফয়জু! ফয়জু! (মূর্চ্ছা)

দেও। আহা মূর্চ্ছা গেছে—মূর্চ্ছা গেছে। তা এমন বয়স দোষে

যায়, ও মূর্চ্ছা এখনি ভাঙ্গবে—হাফেজের আদরের নাতনী! বিয়ের সবই বন্দোবস্ত হয়েছিল, এই লড়াইয়ে সব উল্টে পালটে গেল। উজীর সাহেব দয়ালু, একটা ভাল দেখে সাদী দিয়ে দেবেন।

সুজা। বালক ও স্ত্রীলোকদের কেউ হত্যা কোরো না। ফয়জুল্লাকে বন্দী অবস্থায় ফয়জাবাদে নিয়ে যাও। অদ্ভুত বীর! একা অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আমি তার বীরত্বে মুগ্ধ, তার শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত কর। হাফেজের অন্যান্য পুরাঙ্গনাদের সঙ্গে একে নিয়ে এস।

লিতা। যথা আজ্ঞা।

[সুজার প্রস্থান।

দেও। আহা বড় লোকের ছেলে—বড় কষ্ট হ'ল! বড় কষ্ট হ'ল! তবে মালখানার চাবী আমাকে দিতেই হবে—হুজুরের হুকুম। আমি হুকুমের চাকর—মনিবের আদেশ মানতেই হবে, মানতেই হবে। যতদিন হাফেজ রহমত ছিলেন, ততদিন তাঁর আদেশই মেনে এসেছি; এখন উজীর মালেক—চাবী আমাকে দিতেই হবে, দিতেই হবে।

লিতা। তোমার জন্যই আমরা এই যুদ্ধে জয় লাভ কল্লেম।

দেও। আমি কে? আমি কে? আমি চাকর বইতো নয়। ভগবান যা করেন—আহা বাঞ্ছাকল্পতরু!

লিতা। চল বন্ধু, মালখানার চাবী দেবে চল।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃক্ষতল

গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমন।

গুল। উঃ কি দুর্যোগ! যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি! পথ হেঁটে, অনাহারে অনিদ্রায়, ছোট ছেলেটাতো জ্বরে বেহুঁস! কোথাও আশ্রয় নেই, এই গাছতলায় সারারাত কাটাতে হ'ল।

বাহার। মা! ভাই যে আমার ঘুমিয়ে প'ড়ল। অন্ধকারে, এই জল বৃষ্টি, গাছতলায় আর কতক্ষণ থাকব মা?

গুল। ভয় কি বাবা, এখনি বৃষ্টি থামবে।

বাহার। মা, কদিন তো ভুট্টা আর চানা খেয়ে আছি, ক্ষিধেয় আমার মাথা ঘুরছে; আমি কিন্তু কিছু না খেলে আর এক পাও হাঁটতে পারব না। হাঁ মা, তুমি কি ক'রে উপোস ক'রে থাক? আমরা তো তোমার মতন পারিনি।

আজি। মা, বাবা এসেছেন?

গুল। না বাবা।

আজি। বড় তেষ্টা পাচ্ছে মা!

গুল। এখনি সকাল হবে। সকাল হ'লেই গ্রামের ভিতর গিয়ে তোমায় খেতে দেব।

বাহার। সব গ্রামের লোকতো খেতে দেয় না মা! খাবার চাইলে কেউ বা মারতে আসে, কেউ বা দয়া ক'রে দেয়। হাঁ মা, আমার বাবাতো নবাব ছিলেন, আমাদের এমন দশা হ'ল কেন? ভিক্ষে ক'ল্লেও কেউ দেয় না!

আজি। মা, আমি বড় হ'য়ে নবাব হব, না দাদা?

বাহার। না ভাই, নবাব হ'লে শেষকালে তো আবার ভিক্ষে ক'রতে হবে? তার চেয়ে আমরা গরীবই থাকব, বড় হ'য়ে খেটে খাব—না মা?

গুল। (স্বগতঃ) ছেলে দু'টীকে এই রকম পথে পথেই হারাতে হবে দেখচি! এই কষ্ট সহ্য ক'রে এত দিন যে বেঁচে আছে, এই আশ্চর্য্য! আমারই জন্য বেঁচে আছে!

আজি। মা, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে, আমি আর থাকতে পাচ্ছিনি।

গুল। একটু চুপ কর বাবা, সকাল হ'ল ব'লে। খোদা! এ দুর্য্যোগ কি আর থামবে না!

গীত গাহিতে গাহিতে ছায়ার প্রবেশ

পানিয়া বরখে, বরখে অাঁখিয়ারে।
ঘন ঘন গরজে ঘন, নয়ন আবরে অাঁধিয়ারে॥
দামিনী দমকে চিত চমকে,
পাগল পবন ছুটে মাতিয়ারে ;—
চলে মরণ পাথারে একেলা রাহী,
জীবন তরণী বাহিয়ারে॥

গুল। এই যে, লোকে পথ চ'লতে আরম্ভ ক'রেছে, তা হ'লে বোধ হয় সকাল হ'য়ে এল। কে তুমি? কোন্ দিকে যাবে? আমরাও রাহী,—একটু দাঁড়িয়ে যাওনা, তোমার সঙ্গে যাই।

ছায়া। সঙ্গে যাবি? তুই কে? এই দুর্য্যোগে শেয়াল কুকুর বেরোয় না, তুই কে?

গুল। আমি—আমি? (স্বগতঃ) কি ব'লব? (প্রকাশ্যে) আমি রাহী।

ছায়া। রাহী? কোথায় যাবি?

গুল। তাতো জানিনি; যে দিকে লোকালয় সেই দিকে যাব।

ছায়া। হো হো! তা হ'লে তুইও আমার মতন? নইলে এই রাত্রে গাছতলায় বসিস্? তোরও জাত গিয়েছে বুঝি? তোরও বুঝি হাত ধ'রেছিল? তার পর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে? কৈ, দেখি? দেখি? ওঃ! অন্ধকারেও যে দেখা যাচ্ছে! তোরও খুব রূপ, তাই তোর এমন দশা? আ আমার কপাল।—তোর সঙ্গে ও দু'টী কে?

গুল। কি ব'লব মা, বাছারা এই অভাগিনীর ছেলে।

ছায়া। তোর ছেলে? বাঃ দিব্যি ছেলে তো? তবে তুই গাছতলায় কেন? তা'হলে তো আমার মতন তোর জাত যায়নি!

গুল। মা, আমি ভিখারিণী।

বাহার। না না, ভিখারিণী কেন? আমার বাবাতো নবাব!

ছায়া। নবাব? নবাব? তোর স্বামী নবাব? আর তুই গাছতলায়? ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! নবাবের অনেক বেগম—কেউ গাছতলায় কেউ অট্টালিকায়। কেউ পথে পথে ভিক্ষে করে, কেউ ছুরি ধরে। কেউ হাসে—কেউ কাঁদে! প্রাণ নিয়ে খেলা—জাত নিয়ে খেলা—এড়িয়ে যাবার যো নেই—এড়িয়ে যাবার যো নেই!

গুল। (স্বগতঃ) কে এ? পাগল? (প্রকাশ্যে) কে তুমি মা?

ছায়া। কে আমি? কে আমি? তাতো জানিনি, কে আমি।

কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভিখিরী, কিন্তু সবাই বলে আমার জাত নেই। আমার হাত ধ'রেছিল যে, আর কি জাত থাকে? সেই যে একদিন—না রাত্তির না দিন—বাড়ীতে কেউ ছিল না—মা ঘাটে গিয়েছিলেন—বাবা কোথায় তখন, মনে নেই—সেই একা—শীকার ক'রতে এসে জল চাইলে—ব'ল্লে বড্ড তেষ্টা—আমি জল দিলুম—আমার হাত ধ'ল্লে—তার পর—তার পর—সে কোন্ দেশে বল দেখি?

গুল। তা আমি কেমন ক'রে জানব?

ছায়া। জানিস্ নি? সেও তো নবাব! তোর স্বামী নবাব বল্লি না? তুই আর জানিস্ নি? বাপ তাড়িয়ে দিলে, মা চোখ মুছলে, দেশের লোক ব'ল্লে জাত গেছে। সেই থেকে তো ঘুরে ঘুরে বেড়াই—তাকে খুঁজি—তাকে খুঁজি, যদি দেখতে পাই—যদি দেখতে পাই, কত দেশে—কত দেশে!

আজি। মা, বড্ড তেষ্টা, বড্ড ক্ষিদে।

বাহার। মা, ভাই কি খাবে, আমি কি খাব?

গুল। চল বাবা, সকাল হয়েছে, গাঁয়ে গিয়ে দেখি যদি কিছু ভিক্ষে পাই।

বাহার। আমি যে কিছু না খেলে হাঁটতে পার্চ্ছিনি। আমি এইখানে মরি, আর উঠব না।

গুল। (স্বগতঃ) এই পাগলীর মত যদি জ্ঞান হারাতাম, তা'হলে বোধ হয় এ কষ্ট সহ্য ক'রতে হ'ত না! (প্রকাশ্যে) বাবা! না উঠলে, এখানে কোথায় কি পাব? কি খেতে দেব?

ছায়া। ছেলেদের খেতে দিবি? তাই বল্? খাবার ভাবনা

কি ? ভিক্ষে ক'ল্লে ভাত মেলে, জাত মেলে না—এই নে খেতে দে ! আমায় কত লোকে দেয়। দে দে, তোর ছেলেদের খেতে দে।

বাহার। মা, অনেক খাবার ! অনেক দিন এমন খাবার খাইনি। তুমিও কিছু খাও মা, তুমিও কতক্ষণ খাওনি।

আজি। আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, আমি জল না খেলে কিছুই খেতে পারব না।

ছায়া। জল খাবি ? জল খাবি ? আমি এনে দিচ্ছি, আমি এনে দিচ্ছি। তোদের লোটা আছে ? দেনা, আমি এনে দিচ্ছি।

গুল। লোটা কোথায় পাব মা ?

ছায়া। তোরা বুঝি হাতে জল খাস ? ও হো হো হো ! ঠিক আমার মতন—ঠিক আমার মতন। দাঁড়া, আমি আঁচল ভিজিয়ে নিয়ে আসি—এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

গুল। আহা ! এ পাগলেরও দয়া আছে, মায়া আছে—নেই কি কেবল, খোদা তোমার ? নইলে এখনও আমি বেঁচে কেন ?

দুইজন সিপাহীর প্রবেশ

১ম সি। খোঁজ খোঁজ রব প'ড়েছে। রোহিলাদের আণ্ডাবাচ্ছা পর্য্যন্ত কেটে ফায়ার ক'রে দিলে, হাফেজের যে যেখানে ছিল সব বন্দী ক'ল্লে, এখনও বলে খুঁজে দেখ কোথাও কেউ পালিয়েছে কি না।

২য় সি। তাঞ্জাম, পালকী, সিপাই, রেসেলা, সব চল্ল ফয়জাবাদের দিকে ; আমরা আর কোথায় খুঁজব বল্ ? চল্ এই দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে মিশি।

আজি। মা, জল আনতে গেল, এখনও আসছে না কেন ?

১ম সি। ওরে! এখানে কে কথা কয়রে!

২য় সি। আরে বা! বা! কেয়া খাপসুরৎ! বাচ্ছা, বদন—দুইই!

১ম সি। আরে! এ রোহিলাদের কেউ পালিয়ে এখানে আছে।

২য় সি। চল্ চল্, ধরে নিয়ে যাই, বহুত ইনাম পাওয়া যাবে। ইয়া খোদা মরজী মোবারক!

১ম সি। আরে বিবি, সঙ্গে আসেন, আর গাছতলায় কেন? তাঞ্জামে চড়বেন আসেন! (হাত ধরিতে অগ্রসর)

গুল। খবরদার কুত্তা, তফাৎ রহো! খবরদার! বেইজ্জৎ করিস্‌নি।

২য় সি। ও বাবা ঝাঁজ দেখ! তুই ছেলে দু'টোকে ধর্, আমি এটার হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

ছায়ার পুনঃ প্রবেশ

ছায়া। (ছুরী বাহির করিয়া) খবরদার! এখনি কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব!

১ম সি। ওরে, আর একটা!—ও ছুরীতে কি আমরা ভয় করি বিবি, আমরা সেপাই, আমাদের তলওয়ার আছে।

বাহার। মা, মা, তুমি পালাও—এরা আমাদের ধরে নিয়ে যাক, তুমি পালাও।

১ম সি। কাউকে পালাতে হবে না, সবাইকে যেতে হবে, আমরা নবাবের লোক।

ছায়া। যদি তোর নবাবই আসে, তার বুকে এই ছুরী বসিয়ে দেব!

এখনও বলছি, সরে যা!—খুন ক'ল্লে! খুন ক'ল্লে! সিপাই আওরাৎ মানে না—খুন ক'ল্লে—খুন ক'ল্লে!

গফুরের প্রবেশ

গফুর। আওরাতের উপর অত্যাচার করে—কেরে ডাকাত?

১ম সি। তোর বাবা!

গফুর। আমার বাপ আওরাতের উপর অত্যাচার করে না—সে মরদ্। যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে—সে পশু! এই রকম ক'রে তার কোরবানি ক'রতে হয়। (১ম সিপাহীকে বধ করিল)

২য় সি। ও বাবা এ জোয়ান বটে! (পলায়ন)

গুল। কে তুমি বীর আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা ক'ল্লে?

আজি। মা মা, আমায় তোল মা!

গফুর। কার কথা শুনলেম? কে এ? আমার ভাই? ভাই? আর, তুমি আমার মা?

গুল। এ কি! গফুর?

বাহার। গফুর? গফুর? তুমি? তবে আমাদের বাবা কোথায়?

গফুর। তোমাদেরই খুঁজতে ফয়জাবাদে গিয়েছিলেম। সেখানে শুনলেম তোমরা নেই, সেখান থেকে পালিয়েছ। এখান সেখান খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছি। রাত্রের জল ঝড়ে কাছেই এক গাছতলায় ছিলেম, তার পর চীৎকার শুনে এখানে এসেছি।

ছায়া। এই যে! এ তোদের লোক বুঝি? তোদের লোক, না? নবাবের অত্যাচার দেখলি? দেখলি? এদের রাজ্য কি থাকে? এরা আওরাৎ মানে না, ছেলে মানে না, বুড়ো মানে না, মেয়েমানুষ নিয়ে খেলা করে! এ একটা নবাব, তার হাজার হাজার বেগম!

নবাবী তক্তের নীচে বারুদ, উপরে বারুদ—মহলে মহলে বারুদের স্তূপ! কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না—ধূ ধূ জ্বলবে—ধূ ধূ জ্বলবে! যেমন আমি জ্বলছি—যেমন আমি জ্বলছি! যাই—যাই—খুঁজে দেখি—কোথায় পাই—কোথায় পাই। [প্রস্থান।

গফুর। কে এ? পাগল বুঝি?

গুল। ঠিক বুঝতে পাল্লেম না।

গফুর। চল মা! খোদার মেহেরবাণীতে যখন তোমাদের পেয়েছি, তখন আমার নবাবকে খুঁজে বার করবই ক'রব। এ রোহিলা রাজ্যের শেষ; চল দিল্লীর পথে আমার বাড়ীতে তোমাদের রেখে আসি, তার পর দেখি আমার নবাব কোথায়।

আজি। মা, আমি তো আর হেঁটে যেতে পারব না।

গফুর। আর দাদা তোমায় হাঁটতে হবে না, তোমাদের দুই ভাইকে ব'য়ে নিয়ে যাবার শক্তি, বুড়ো হ'লেও, আমার যথেষ্ট আছে। মা এস, আগে গিয়ে সোয়ারীর খোঁজ করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফয়জাবাদ—প্রাসাদ-কক্ষ।

বউবেগম ও দোরাব খাঁ।

বউ। দোরাব আলি! তোমাকে আমি পুত্র বলি, তুমি আমাকে জননীর চক্ষে দেখে থাক, আমায় বিষ এনে দিতে পার? এ যন্ত্রণা নিয়ে আর আমার বেঁচে থাকা বৃথা!

দোরাব। নবাবও ফিরে এসে আগেই মীরকাসেমের ছেলেদের আর তার স্ত্রীর খোঁজ ক'রেছিলেন। মূর্ত্তাজাখাঁই তাঁকে ব'লেছেন যে আপনিই তাদের মহলের বার ক'রে দিয়েছেন। শুনলেম নবাব নাকি তাতে বড়ই রুষ্ট হ'য়েছেন।

বউ। অভাগিনী মীরকাসেম-পত্নী—কে জানে এতদিন কি সে বেঁচে আছে! যদি ম'রে থাকে, আমরাই তার মৃত্যুর কারণ! কি তার অভিমান!

দোরাব। দু'দিন তারা বুঝতে পারেনি যে আমি গোপনে তাদের সাহায্য ক'রতেম। তৃতীয় দিনে একটা বুনো মোষ তাদের তাড়া করে, কাজেই আমাকে বেরুতে হয়। ছেলে দু'টো আমায় চিনে ফেল্লে। তারপর—বেগম! মা! এখনও আমি সে দৃশ্য ভুলতে পাচ্ছিনি। অভিমানে গর্ব্বে, অহঙ্কারে, যখন আমার দিকে চেয়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন, "তোমাদের সঙ্গে আমি কি শত্রুতা ক'রেছি যে এই রকম ক'রে আমার অপমান কর? যদি আমায় বাঁচতে দেবার ইচ্ছা থাকে, তোমাদের দয়া থেকে আমায় অব্যাহতি দাও!" তখন মনে হ'ল যেন

অধীশ্বরী আমায় আদেশ ক'ল্লেন ! মা, আমি বেগমের মনোভাব বুঝে, খোদার উপর তাঁদের রক্ষার ভার দিয়ে মর্ম্মাহত হ'য়ে ফিরে এলেম।

বউ। আবার রোহিলাদেরও তো সর্ব্বনাশ হ'ল ! শুনছি তাদের স্ত্রী-কন্যাকেও বন্দী ক'রে আনা হচ্ছে।

দোরাব। হাঁ, জেনানা সওয়ারি পাল্কীতে তাঞ্জামে আসছেন। ফয়জুল্লাকে বন্দী ক'রে নবাব সঙ্গেই এনেছেন ; লালকুঠীতে তাঁকে রাখা হ'য়েছে।

বউ। তাই নগরে উৎসবের আদেশ হ'য়েছে ! ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, তোরণে তোরণে নহবৎ বাজবে, মসজিদে মসজিদে নেমাজ প'ড়বে। উঃ ! এর চেয়ে নৃশংসতা কি মানুষ কল্পনা ক'রতে পারে ?

দোরাব। আর মা, এই নিয়েইতো নবাবী।

বউ। তুমি যাও, দাসদাসীদের আদেশ দাও, আমার মহলে কেউ যেন না রোশনাই করে।

দোরাব। নবাব আমারও প্রতি বোধ হয় রুষ্ট হয়েছেন ; মূর্ত্তাজা খাঁই আমায় সে কথা ব'ল্লেন।

বউ। সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। জেনো, যত দিন আমি জীবিত থাকব, কেউ তোমার অনিষ্ট ক'রতে পারবে না।

দোরাব। তোমার মায়াতেই তো আমি এই পুরীতে আছি, নইলে, এত দিন ভিক্ষা ক'রে খেতেম, তবু এখানে থাকতেম না।

[প্রস্থান।

বউ। কতটুকু মানুষের জীবন ? কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনে কত বড় তার পাপ ! এক দিনের এক মুহূর্ত্তের অন্যায়—শত বর্ষেও তার প্রতিবিধান হয় না !

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। বেগম! নগরে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই শুনলেম তুমি নাকি মীরকাসেমের পত্নী ও তার পুত্রদের ছেড়ে দিয়েছ?

বউ। হাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ।

সুজা। আমার বিনা অনুমতিতে, আমার অনুপস্থিতিতে তাদের ছেড়ে দেওয়া তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে। বিশেষ, তুমি জান— কতকটা মীরকাসেমের জন্যই এই যুদ্ধ। এ সব রাজনীতির ব্যাপারে তোমার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল ছিল।

বউ। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আমাকে শাস্তি দাও। কিন্তু আমার এক নিবেদন, কঠোর রাজনীতির ধূলিময় পথে চ'লতে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমরা হৃদয়ের দিকে চাইতে ভুলে যেওনা। মনে রেখো, শত্রুই হ'ক আর মিত্রই হ'ক, সে তোমারই মত মানুষ। কারো প্রতি কঠোর ব্যবহার করবার পূর্ব্বে নিজেকে একবার উৎপীড়িতের আসনে বসিয়ে বিচার ক'রে দেখো তোমার প্রাণ কি চায়।

সুজা। আমি তোমার কাছে উপদেশ শুনতে আসিনি আমার কি কর্ত্তব্য, তা বোধ হয় স্ত্রীলোকের চেয়ে আমার বোঝবার ক্ষমতা বেশী আছে। আমি দেখ্‌ছি, বক্সার রণক্ষেত্রে অর্থ সাহায্যের পর তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। মনে ক'রেছ অর্থ দিয়ে নবাবকে ক্রয় ক'রেছি, আর কি! ভুলে গেছ যে তোমার কর্ত্তব্যের সীমা এই অন্তঃপুরের প্রাচীরের ভিতরেই আবদ্ধ, বাইরের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই।

বউ। এ যদি তুমি মনে ক'রে থাক, তুমি ভুল বুঝেচ। কর্ত্তব্য কখনও কারও আদেশের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে না। আমি তোমার স্ত্রী

সহধর্ম্মিণী; আমার কর্ত্তব্য এ নয়, তুমি কিছু অন্যায় ক'ল্লে আমি এই অন্তঃপুরের প্রাচীরের মধ্যে জড়ের মত ব'সে কেবল দেখব, আর নীরবে অশ্রুজল ফেলে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেব! আমি যখনি দেখব তুমি কিছু অন্যায় ক'চ্ছ, আমি যখনি দেখব তুমি এই নবাবীর কুটিলতার আবর্ত্তে প'ড়ে মনুষ্যত্বের পথ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছ, আমি যখনি দেখব তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অধর্ম্মের আশ্রয় নিচ্ছ, তখনি আমি শতমুখে তার প্রতিবাদ ক'রব; আমার যতটুকু সাধ্য, সে অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার চেষ্টা ক'রব; এতে তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও, রাগ কর—জানব সে আমার দুরদৃষ্ট!

সুজা। তা'হলে কি বুঝব, এখন থেকে এই রাজান্তঃপুরে তুমি আমার বিদ্রোহিণী?

বউ। এখন থেকে নয়;—স্মরণ ক'রে দেখ, চিরদিনই আমি কখনও তোমার কোন অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করিনি। আর, এও তুমি জেনে রেখো—যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব তোমার প্রত্যেক পাপকার্য্য থেকে তোমায় নিবৃত্ত করবার জন্য। এ নিমিত্ত যদি আমাকে তোমার বিরাগভাজন হ'তে হয়, সে বিরাগ আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতই মাথায় পেতে নেব, তবু আমি স্ত্রীর কর্ত্তব্যপথ থেকে কখনও বিচলিত হব না।

সুজা। তা'হলে দেখছি তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে হয়। তুমি আমার প্রধানা বেগম, এই নিমিত্ত অনেক সময় তোমার কথা আমি শুনি, কিন্তু তোমার এরূপ ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

বউ। বলেছি তো, যদি আমার কোন অপরাধ অমার্জ্জনীয় বোঝেন—আমায় শাস্তি দেবেন, আমি তা সাদরে গ্রহণ ক'রব—কেন না আমি

আপনার স্ত্রী, আপনার দাসী। কিন্তু তাই ব'লে অপরের প্রতি আপনাকে নিষ্ঠুর হ'তে দেব না, এতে আমার ভাগ্যে যাই থাক।

[প্রস্থান।

সুজা। দেখছি কোনদিকেই শান্তি নাই! বাইরে, সিংহাসনের পাশে ষড়যন্ত্রকারী মিত্রবেশী শত্রুর দল—আর ভিতরে, আমার বহু মহিষী, বহু প্রণয়িণী, কিন্তু কেউ আমার হৃদয়ের অনুরূপ নয়! আমেতুর গর্ব্ব যেরূপ দিন দিন বেড়ে উঠছে, একে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। হাফেজ রহমতের পৌত্রীকে দেখলেম; সুন্দরী—সরলা। আমেতুর এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ। তাকে বন্দিনী ক'রে আনছে। সাধারণ কারাগারে নয়, তাকে রঙ্গমহলেই স্থান দেব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যচটী।—(সায়াহ্ন)

জিন্নৎউন্নিসা।

জিন্নৎ। দাদী কোথায় গেল? ফয়জুল্লাই বা কোথায় রইল? আমাকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কেন? সেইখানেই তো মেরে ফেলতে পারত! কারও সঙ্গে দেখা ক'রতে দেয় না। তাঞ্জামে ক'রে সমস্ত দিন নিয়ে যায়, রাত্রে এই রকম এক একটা চটীতে থাকতে হয়। একা—কি এ যন্ত্রণা! কত লোক ছিল, সব এক দিনের লড়াইয়ে ম'রে গেল! আমি ম'লেম না কেন? ফয়জুকেও তো আমার মতন বন্দী ক'রে

নিয়ে চ'লেছে ; কাছেই কোথায় আছে কি ? চেঁচালে শুনতে পাবে কি ? শুনলেই বা কি ক'রবে ? সেতো আসতে পারবে না !

ছায়ার প্রবেশ

গীত

কেনলো তুই কেঁদে সারা।
কে আর আছে ব্যথার ব্যথী, মুছাবে তোর আঁখিধারা ॥
চিতের আগুন বুকে জ্বালা,
পায়ে ঠেলা, জাতে ঠেলা,
আছি নেই, সমান কথা, ঘুরে বেড়াই দিশেহারা ॥

ছায়া। তোকেও নিয়ে যাচ্ছে বুঝি ? কত—কত নিয়ে চ'লেছে। কেউ তাঁবুতে, কেউ কুঁড়েয়, কেউ গাছতলায়। তোর মত ফুটফুটে মেয়ে কিন্তু আর একটাও নেই ! দেখছিস ? দেখছিস ? এই নবাবী আমল ! এদের অত্যাচারে বাঙ্গালা সমভূমি হয়েছে, দিল্লী শ্মশান,—এও যাবে। যাবে না ? তোদের চোখের জল কি বিফল হয় ? সাপ নিয়ে খেলা করে, মনে করে খুব বাহাদুরী—কিন্তু জানে না যে সাপের মুখে বিষ ! আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জিন্নৎ। তুমি কে ? কাকে খুঁজছ ?

ছায়া। সেও একজন রাজপুত্তুর না নবাব। বড়লোক—বড়লোক ! হাত ধ'রে, জাত গেল—কিন্তু প্রাণ গেল না ! তাইতো গুমরে গুমরে ম'রছি, এদেশ ওদেশ ছুটে বেড়াচ্ছি, দেখছি যদি পাই, যদি পাই ; মনে ক'রেছে, গরীব—রমণী—কি আর ক'রবে ? হাঃ হাঃ ! জানে না, এই গরীব এই রমণী কি না করতে পারে !

জিন্নৎ। (স্বগতঃ) পাগল! ক'দিন মুখ বুজে আছি, এর সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) তুমি যাকে খুঁজছ, তার নাম কি? সে কোথায় থাকে?

ছায়া। তাতো জানিনি, তাকে দেখলে চিনতে পারি, তার নাম জানিনি। সেই একবার দেখেছিলুম, না সন্ধ্যে—না দিন—অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলুম, কখন চ'লে গেল বুঝতে পাল্লুম না, তবে মনে আছে, হাত ধ'রেছিল—এই এমনি ক'রে—সেই মুখ—সেই মুখ—ভয়ে শিউরে উঠলুম। কেউ এল না—কেউ না—তার পর আর তো জ্ঞান ছিল না। চেয়ে দেখি, মা কাঁদছে, বাপ তাড়িয়ে দিলে, দেশের লোক মাথা হেঁট করে রইল, কেউ কিছু ব'ল্লে না। সব ভেড়ার দল—সব ভেড়ার দল! কেবল কাঁদতে জানে, চেঁচাতে জানে, ভিক্ষে ক'রতে জানে, কেবল কেউ যদি তাদের মেয়ের কি বোনের হাত ধ'রে তাকে কিছু বলতে পারে না, তাকে জাতে ঠেলে, পায়ে ঠেলে, বাড়ীর ছাঁচতলায় গেলে দূর দূর করে!

জিন্নৎ। তোমার দেশ ছিল কোথায়?

ছায়া। ছিল কেন? আছে এই তো দেশ। এই মাটী—কি বাঙ্গালায় কি অযোধ্যায়, কি আগ্রায়—এইতো দেশ—হিন্দুদের—হিন্দুদের, বুঝলি? উড়ে এসে জুড়ে বসেনি, চিরকেলে দেশ, জন্মভূমি—আর দেশ কোথায়?

জিন্নৎ। তুমি হিঁদু, না মুসলমান?

ছায়া। না-হিঁদু না-মুসলমান! আমার তো জাত নেই! নইলে এমনি ক'রে পথে পথে বেড়াই? আমি ঘর থাকতে রাস্তায়, দেশ থাকতে শ্মশানে—আপনার জন থাকতে বিদেশে বিভুঁয়ে! কেউ কাউকে দেখে না, আপনার হ'লেই হ'ল। তাইতো খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুই কোথায় যাবি? তোরও আপনার জন বুঝি কেউ নেই?

জিন্নৎ। ছিল—আপনার জন ছিল—সব লড়াইয়ে ম'রে গেছে! আমি এখন নবাব সুজাউদ্দৌলার বন্দিনী।

ছায়া। কি বল্লি? নবাব তোকে বন্দী ক'রেছে? তোর আপনার জন সব ম'রে গেছে? কেউ নেই? কেউ নেই?

জিন্নৎ। যারা আছে, তারাও আমার মত বন্দী।

ছায়া। আহা, তবে তো তোর বড় কষ্ট! তোর কেউ থেকেও নেই? তুই কি নবাবের অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারবি? তোর এমন চেহারা! না না—পারবিনি পারবিনি; তুই পালা—তুই পালা!

জিন্নৎ। আমি পালাব? হা পাগল! পালাব কি ক'রে? আমায় এরা যেতে দেবে কেন?

ছায়া। ইস্! কে কাকে আটকায়—কে কাকে আটকায়? এই তো আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই পালা পালা, নইলে তোর কি হবে কে জানে? তুই সহ্য ক'রতে পারবিনি—তুই সহ্য ক'রতে পারবিনি।

জিন্নৎ। তুমি পাগল, তাই তোমায় কেউ কিছু বলে না; কিন্তু আমায় যেতে দেবে কেন বোন্?

ছায়া। তুই আমায় বোন্ বল্লি? তবে আর কি? তুইও আমার মতন পাগল হ—এখান থেকে চ'লে যা—চ'লে যা। এরা মানুষ নয়, জানোয়ার। এদের অত্যাচার তুই সইতে পারবিনি। যা, অন্ধকারে বনে বাঘ ভাল্লুকের মুখে মর্, সেও ভাল। তবু—তবু—ওহো হো! মনে ক'রতেও বুক কেঁপে ওঠে! এই দেখ্ নিঃশ্বাসে আগুনের হল্কা, রুক্ষ চুল বেয়ে আগুনের প্রবাহ মাটীতে প'ড়ছে।—পা রাখতে পাচ্ছিনি। তুই যা পালা—এই আমার কাপড় নে—পর্—তোর কাপড় আমায় দে। আমি একবার তাঞ্জামে চ'ড়ে দেখি—তাঞ্জামে চ'ড়ে দেখি।

জিন্নৎ। তোমার উপর যদি অত্যাচার করে ?

ছায়া। সে ভয় করিসনি, সে ভয় করিসনি ; একবার অজ্ঞান হ'য়েছিলুম—আর হব না। তুই আয় আয়—দেরী করিসনি। আমার কাপড় পর, পাগলীর মতন গান গাইতে গাইতে চ'লে যা—কেউ কিচ্ছু ব'লবে না। পারিস্, আত্মহত্যা করিস্ সেও ভাল ; তবু এ জ্বালায় জ্ব'লতে হবে না—এ জ্বালায় জ্ব'লতে হবে না। দে দে' তোর পোষাক আমায় দে ! আমি—আমি এখন বন্দিনী, আর তুই পাগলী—হাঃ হাঃ কি মজা ! কি মজা !

জিন্নৎ। কিন্তু বোন' কখনও তো পথে বেরুইনি।

ছায়া। তাতে কি ? সব স'য়ে যাবে—সব সব—যেমন আমার স'য়েছে। তুই আয়—আর দেরী করিস নি।

[উভয়ের গৃহমধ্যে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ফয়জাবাদ—কারাগার

শৃঙ্খলাবদ্ধ ফয়জুল্লা

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। ফয়জুল্লা ! বক্সার রণক্ষেত্রে তুমি আমায় যে অপমান ক'রেছিলে, রোহিলাযুদ্ধে আমি তার শোধ নিয়েছি। উদ্ধত, গর্ব্বী, আত্মাভিমানী রহমৎ খাঁ আর ইহলোকে নাই ; তার স্ত্রীও শুনলেম তার স্বামীর দেহ সমাধিস্থ ক'রে আত্মহত্যা ক'রেছে। রহমতের পৌত্রী

এবং অন্যান্য পৌরজনেরা এখন আমার বন্দী, তুমিও রাজবন্দী। ইচ্ছা ক'ল্লে তোমাকে এখনি হত্যা ক'রতে পারি, কিন্তু ততদূর প্রয়োজন নাই। এখন, শত্রুতার পরিবর্ত্তে তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা স্থাপনের ইচ্ছা করি, আর সেইজন্যই এখানে এসেছি। তুমি কি চাও? সুজাউদ্দৌলার শত্রুতা, না আত্মীয়তা?

ফয়। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনি। আপনি আমার দেশের শত্রু, জাতির শত্রু; আপনি রোহিলার স্বাধীনতা ধ্বংস ক'রেছেন; আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা, এতো আমার বিদ্রূপ ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

সুজা। না, বিদ্রূপ নয়। যোগ্যে যোগ্যে শত্রুতা হয়,—তুমি বালক—তোমার সঙ্গে আর কি শত্রুতা ক'রব?

ফয়। বেশ, আপনার কি প্রস্তাব, শুনি?

সুজা। তুমি রোহিলার ভূতপূর্ব্ব নবাব আলি মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র; তুমিই এখন রোহিলা সিংহাসনের অধিকারী। আমি তোমাকে আমার করদ নবাব স্বরূপ রোহিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পৌরজনদেরও মুক্তিদান ক'রতে পারি, যদি তুমি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে প্রস্তুত থাক। অথচ, আমি যা প্রস্তাব ক'রব, তোমার পক্ষে তা কঠিন কিছুই নয়। আমি তোমার বিনা সুম্মতিতে তা পারি, কিন্তু তা ইচ্ছা করি না।

ফয়। কি, বলুন?

সুজা। আমি হাফেজ রহমতের পৌত্রী, তোমার ভগ্নী জিন্নৎউন্নিসার পাণিগ্রহণ ক'রতে অভিলাষ করি; বাঁদী নয়—আমার মহিষী! বল পূর্ব্বক নয়—তোমাদের সম্মতিক্রমে। আর এও আমি প্রতিজ্ঞা ক'রতে

প্রস্তুত, জিন্নৎউন্নিসার গর্ভে যে পুত্র হবে, সেই ভবিষ্যতে অযোধ্যার সিংহাসনের অধীকারী হবে। দেখ, এরূপ সন্ধিতে তুমি প্রস্তুত আছ ?

ফয়। নবাব! আপনি জিন্নৎউন্নিসাকে দেখেছেন ?

সুজা। হাঁ, বন্দিনী অবস্থায় নয়, রোহিলার রাজপ্রাসাদে তাকে দেখেছি। এখানে তাকে এখনও দেখিনি—দেখবার ইচ্ছাও নাই। সে রাজমহিষীর যোগ্যা, তাকে রাজমহিষীর বেশেই দেখতে চাই; আর এই চাই, যে তার আত্মীয় স্ব-ইচ্ছায় আমার করে তাকে অর্পণ ক'রেছে; নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফেজ রহমতের আত্মীয়গণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি।

ফয়। নবাব! আপনি বিজেতা, আমি বন্দী; আপনি বলবান্, আমি দুর্ব্বল। কিন্তু তা ব'লে এ কখনও সম্ভব হবে না' যে হাফেজ-রহমতের পৌত্র, আলি মহম্মদের পুত্র, স্ব ইচ্ছায় তার ভগ্নীকে তার পিতৃ রাজ্যাপহারীর হস্তে অর্পণ ক'রবে। তবে জিন্নৎউন্নিসা যদি স্ব-ইচ্ছায় আপনাকে বরণ করে, সে কথা স্বতন্ত্র।

সুজা। তাহ'লে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত নয় ?

ফয়। কিছুতেই নয়।

সুজা। তুমি বালক, ভাল ক'রে বুঝে দেখ। রোহিলার সিংহাসন, আমার বন্ধুত্ব, তোমার মুক্তি—এর কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়!

ফয়। আমার পক্ষে এর কোনটারই মূল্য নাই; এখন আমি তোমার বন্দী! যখন এ দান তোমার অনুগ্রহের দান, আর সে দানের বিনিময় আমার ভগ্নীর দেহ! শত্রুতাও যেমন যোগ্যে যোগ্যে হয়, আত্মীয়তার সম্বন্ধও তেমনই যোগ্যে যোগ্যেই হ'য়ে থাকে। অযোগ্য বন্দীর কাছে এ হীন প্রস্তাবের চেয়ে অপমান আর কিছুই নাই! বন্দী

হ'লেও আমি রাজপুত্র। রোহিলার করদসিংহাসন অপেক্ষা তোমার এই কারাগারে মৃত্যুই আমার গৌরব।

সুজা। তা হ'লে উদ্ধত যুবক! এই কারাগারে ব'সে তুমি মৃত্যুরই অপেক্ষা কর; কিন্তু এর পরে যেন কেউ দোষ না দেয়, যে সুজাউদ্দৌলা নিষ্ঠুর, সুজাউদ্দৌলা অত্যাচারী, সুজাউদ্দৌলা মনুষ্যত্বহীন বর্ব্বর! আমি তাকে দেখেছি, দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। তুমি তার ভাই; স্নেহপরবশ হ'য়েই, বন্দী হ'লেও আমি তোমার কাছে এই প্রস্তাব ক'রতে এসেছিলেম। আমি তাকে বাঁদী ক'রতে চাইনি, তাকে মহিষী ক'রতে চাই। আমি তাকেও একবার জিজ্ঞাসা ক'রব—সে যদি সম্মত হয়। বন্দী হ'লেও তুমি রাজোচিত সম্মানেই এখানে থাকবে, কেন না তুমি তার ভাই। আর সে যদি সম্মত না হয়, অযোধ্যার এ সিংহাসন বুঝি আর আমায় তৃপ্তি দিতে পারবে না। [প্রস্থান।

ফয়। এ কি যন্ত্রণা! জিন্নৎউন্নিসার ভাগ্যে কি আছে কে জানে! যদি নরাধম বলপূর্ব্বক তার পাণিগ্রহণ করে,—অভাগিনী বন্দিনী—কে তার ইজ্জৎ রক্ষা ক'রবে! আর সে যদি সম্মত হয়, লৌহশৃঙ্খল! কি কঠিন তোমার বন্ধন? দাদী যদি সম্মত হ'ত, পৌরজনদের নিয়ে যদি আউল দুর্গে একবার পৌঁছতে পারতেম—তা হ'লে দেখতেম, হীন সুজাউদ্দৌলা কেমন ক'রে এই ঘৃণিত প্রস্তাব ক'রতে সমর্থ হ'ত!—কে এ! কে এ! স্বর্গের শুভ্র জ্যোতিতে এই অন্ধকার কারাগার আলোকিত ক'রে, মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে কে এ দেবী অকস্মাৎ উদিত হলেন!—কে তুমি মা?

বউবেগম ও দোরাব আলীর প্রবেশ

বউ। দোরাব আলি! চাবী খোল—লৌহশৃঙ্খল মুক্ত ক'রে

দাও। যাও বীর—পালাও—আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়িও না। এই কারাগারের গুপ্তপথ এই অনুচর তোমায় দেখিয়ে দেবে। পিতৃরাজ্যে ফিরে যাও। বীরের ভাগ্য নির্ভর করে তার তরবারির উপর। এই নাও তরবারি। যদি প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার কোরো—যাও, আর দাঁড়িও না।

ফয়। এ কি প্রহেলিকা! কে তুমি মা?

বউ। সে পরিচয় শুনে তোমার কোন লাভ নাই। নবাব এইমাত্র এই স্থান ত্যাগ ক'রেছেন, তিনি আবার আসতে পারেন, আর কেউ দেখতে পারে, তুমি আর অপেক্ষা কোরো না—চ'লে যাও।

ফয়। কিন্তু আমার ভগ্নী যে এখানে বন্দিনী রইল?

বউ। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার ক'রেছিলেন অস্ত্রের সাহায্যে—ভিক্ষায় নয়; তুমিও যদি পার, ঐ সাহায্যে তাকে উদ্ধার কোরো। নবাব তাকে খাসমহলে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন; সেখানে সতর্ক প্রহরী। আমি এখনও তার উদ্ধারের কোন উপায় ক'রতে পারিনি, পারব কি না জানিনি; কিন্তু তুমি পালাও। দোরাব আলি! পথ দেখাও।

ফয়। অপরিচিতা! অযাচিত করুণাময়ি! মাতৃস্নেহের অনাবিল ধারায় সন্তানকে অভিষিক্ত ক'রে কোন্ অপরাধে তাকে পরিচয় দিলে না? তুমি কে তা না জানলে তো আমি এ স্থান ত্যাগ ক'রব না।

দোরাব। ইনিই অযোধ্যার বেগম!

ফয়। বেগম নয়, দেবী! বহু পুণ্যে বন্দী হ'য়েছিলেম, তাই এই কারাগারে দেবী দর্শন হ'ল। সেলাম মা, সেলাম! যদি বাঁচি—জেনো—এ প্রাণ তোমারই করুণার দান!

পঞ্চম দৃশ্য

রঙ্গমহাল—সুসজ্জিত কক্ষ

বাঁদীগণ

গীত

ওলো আস্‌বে নাগর।
আয় মনের মত সাজাই বাসর।
নূতন পাখি ধরা প'ড়েছে,
মন কেড়েছে, প্রাণ গ'লেছে; বুঝি ভালবেসেছে,
ভালবাসার রঙ্গিন পাখা উড়িয়ে দিয়েছে;
সোহাগে শেখাবে বুলি—প্রাণের টানে ক'রবে আদর।

১ম বাঁদী। হাঁলা, সত্যি সত্যি বে হবে?

২য়। সত্যি নয়তো কি মিছে? বড় বেগমের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই তো নবাব বে ক'রতে যাচ্ছে। সেই জন্যেই তো খোর্দ্দমহলে রাখলে না—তাকে একেবারে খাস রঙ্গমহলে।

১ম। ছুঁড়ী যদি বে ক'রতে রাজী না হয়?

২য়। রাজী আর গররাজী, দুই সমান, ভাগ্যি ভাল, তাই নবাব বে ক'রতে চাচ্ছে।

৩য়। ছুঁড়ীটা কিন্তু কি রকম কি রকম; কারও সঙ্গে কথাও কয় না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, গুন গুন ক'রে গান গায়।

২য়। পোষ মানাবার আগে ও রকম হয় দু'দিন পরে দেখ্‌বি

আমাদেরই আবার হুকুম ক'রবে। নবাব বলেছেন, ঐ তো বড় বেগম হবে। ঐ দেখ্ আসছে।

৩য়। নবাবের হুকুম জানিস তো? কেউ যেন ওর সঙ্গে না কথা কয়। নবাব আজ নিজে এসে ওর মান ভাঙ্গবেন।

১ম। তাহ'লে চল্ আমরা সরে পড়ি।

৩য়। তাই চল্। আহা ঐ তো রূপ, উনি আবার বেগম হবেন! একেই বলে বরাত!

[সকলের প্রস্থান।

ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। কবে এসেছি—কবে—কখন্ এখান থেকে যাব? এত আলো, এত ফুল, এত গান—কিন্তু সব যেন বিষে ভরা!

সুজাউদ্দৌলার প্রবেশ

সুজা। দোষ কি? যখন বেগম ব'লেই বিবাহ ক'রব, তখন এখানে আসতে দোষ কি? আমি শান্তি চাই—শান্তি। জীবনে কখনও তার মুখ দেখিনি। শান্তি কি পাব না? কে জানে?—সুন্দরি! আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি ব'লে মনে কোরোনা আমি তোমার অমর্য্যাদা ক'রতে এসেছি। আমি তোমায় বিবাহ ক'রতে চাই।

ছায়া। কে এ? কে এ? এঁ্যা! সেই তো—সেই তো! সেই মুখ—সেই মুখ—ঠিক মনে আছে—ঠিক মনে আছে—একটুও ভুলিনি। কতদিন পরে—কতদিন পরে!

সুজা। সুন্দরি, কি ব'লছ? তুমি আর কখনও কি আমায় দেখেছ? আমি তোমায় বিবাহ ক'রতে চাই। রাজ্যে তৃপ্তি নেই, ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তি নেই

—আমি একটা হৃদয় চাই—যে সর্ব্বতোভাবে আমার হবে। আমায় নিরাশ কোরো না, আমি বড় আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছি।

ছায়া। চিনতে পারছ না? চিনতে পারছ না? সেই শীকারীর বেশ, সেই তুমি, সেই আমি—মাঝের ক'টা দিন কোথায় লুকিয়েছে কে জানে! তুমিই না আমার হাত ধ'রেছিলে? তার পর—উঃ—এতদিন পরে তোমায় সামনে পেয়েছি!

সুজা। কে এ? এতো জিন্নৎউন্নিসা নয়! কি ব'লছে?—কে তুমি? এখানে তোমাকে কে নিয়ে এল?

ছায়া। কুঁড়ে ঘরে হাত ধ'রেছিলে, আজ তাঞ্জামে চ'ড়ে এসেছি তার শোধ নেব ব'লে! আহত ভুজঙ্গী ফণা লুকিয়ে এতদিন সারা দেশটা ঘুরে বেড়িয়েছি, তোমায় খুঁজে। আজ তোমায় পেয়েছি। কে আমি, কোথায় আমার বাড়ী! সব মনে প'ড়ছে—সব মনে প'ড়ছে। গরীবের মেয়ে—তুমি বড় লোক, কেউ সাহস ক'রে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু এখন?

সুজা। তুমি কি বিঠ্‌ঠল দাসের মেয়ে?

ছায়া। চিনেছ? চিনেছ? সে কি ভোলা যায়? কার সাধ্য ভুলবে; আমি পাগল হ'য়েও ভুলতে পারিনি।

সুজা। তোমাকে এখানে কে নিয়ে এল? জিন্নৎউন্নিসা কোথায়?

ছায়া। বড় আশায় নিরাশ হ'লে? আর একজন অবলার সর্ব্বনাশ ক'রতে পাল্লে না—না? আগুনের মধ্যে থাক, মনে ক'রেছ গায়ে আঁচ লাগবে না? সাপ নিয়ে খেলা কর, মনে ক'রেছ সে নির্ব্বিষ? তাও কি কখন হয়? হাঃ হাঃ! লম্পট! কাপুরুষ! বড়লোক ব'লে এড়িয়ে

যাবে মনে করেছ? তার যো কি—তার যো কি?—ওঠ নারী! জাগ! অসহায় অনাথিনী জেনে যে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিল—আজ তা'রই শোণিতে তার কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত কর! এই ছুরী—এত দিন অতি যত্নে এই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম—আজ যোগ্যস্থানে বিশ্রাম করুক! (নবাবের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

সুজা। (ছায়ার হাত ধরিয়া) তবে রে দুশ্চারিণি!—কে আছ? খুন ক'ল্লে—খুন ক'ল্লে!

ছায়া। আবার হাত ধ'রেছে—হাঃ হাঃ—কিন্তু সে শক্তি আর নেই।

বাঁদীগণের প্রবেশ

সকলে। হায় হায় কি হল! কি হল!

সুজা। মন্ত্রীদের সংবাদ দাও, প্রহরীদের সংবাদ দাও।

১ম বাঁদী। আঘাত কি গুরুতর হ'য়েছে?

২য়। আমি যাই, সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

সুজা। বুঝতে পাচ্ছিনি।

মূর্ত্তাজা খাঁ ও প্রহরিগণের প্রবেশ

মূর্ত্তাজা। কি সর্ব্বনাশ! কে এ কাজ ক'ল্লে?

সুজা। ঐ পাপিষ্ঠা। ওকে বন্দী কর।

মূর্ত্তাজা। (ছুরী তুলিয়া লইয়া) সামান্য আঘাত লেগেছে, চিন্তার কারণ নাই।

ছায়া। বিষ মাখানো ছুরী—বিষ মাখানো ছুরী—রক্তের সঙ্গে মিশেছে—অত্যাচারীর রক্ত—পৃথিবীর কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে

না। এই তো চেয়েছিলুম—এই তো চেয়েছিলুম! খুঁজে খুঁজে আজ পেয়েছি—কতদিন পরে—হাঃ হাঃ !!

সুজা। ঐ উন্মাদিনীকে এখান থেকে নিয়ে যাও—কাল চকে সমস্ত নগরবাসীর সমক্ষে এই ছুরী দিয়ে ওকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটবে। যাও—নিয়ে যাও।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। ফয়জুল্লা পালিয়েছে!

মূর্ত্তাজা। সে কি!

সুজা। চারিদিকে শত্রুতা—চারিদিকে শত্রুতা! কোথায় পালাল, এখনই প্রহরীরা তার অনুসন্ধান করুক। তার ভগ্নী জিন্নৎউন্নিসাও পালিয়েছে। এ আমার কর্ম্মচারীদের অমনোযোগিতা, না বিশ্বাস-ঘাতকতা! মন্ত্রি! ঘোষণা কর—যে এদের ধ'রে দিতে পারবে, লক্ষ টাকা তার পুরস্কার!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মীরকাসেম

মীর। গফুরের বাড়ী গেলেম, তারও কোন সন্ধান পেলেম না। ছদ্মবেশে বনে বনে পথে পথে আর কতদিন ঘুরব। ঘুরে লাভই বা কি? স্ত্রী-পুত্র সুজাউদ্দৌলার গৃহে। নবাবীর নেশায় উন্মত্ত হ'য়ে তাদের কি ক'রলেম? আমার শত্রু-গৃহে আমার স্ত্রী-পুত্র আর আমি, আমার এ মুণ্ডের দাম লক্ষ মুদ্রা! নবাবী মুণ্ড! কদর কত! কদর কত! নগরে যাবার উপায় নাই। লোকালয়ে যাবার উপায় নাই—যদি কেউ চিনে ফেলে! ধূমকেতুর মত, যেখানে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—মহামারি, হাহাকার, শ্মশান ধূমে আচ্ছন্ন, দুর্ভেদ্য অন্ধকার!—মীরকাসেম! কাসেম আলি! এখনও বাঁচতে সাধ? দুনিয়ার কোন্ সীমান্তে, কোন্ পর্ব্বত-প্রাচীরে ঘেরা, বেইমানের অপবিত্র স্পর্শ হ'তে দূরে, দেবদূত-রক্ষিত দুর্গে, তোমার নবাবী সিংহাসন পাতা আছে—দেখতে চাও? চল—চল—রুধির-কর্দ্দম-সিক্ত এই পাপস্থান পরিত্যাগ ক'রে তা'র সন্ধানে যাই, চল।

জিন্নৎউন্নিসার প্রবেশ

জিন্নৎ। কে চ'লে যাচ্ছ গো? একটু দাঁড়াও; ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মৃত-প্রায় শ্রান্ত আমি, আর যে চ'লতে পাচ্ছিনি, আমার হাত ধর, আমায়

বাঁচাও! কোথায় পানীয়—মরুভূমির মত শুষ্ক আমার কণ্ঠে একবিন্দু দাও—দয়া কর!—দাঁড়াও—চ'লে যেওনা।

মীর। (ফিরিয়া) কে? কে আমায় দাঁড়াতে ব'ল্লে? ছিন্ন মলিন বস্ত্রের আবরণে, স্বর্গভ্রষ্ট দেবীর রূপৈশ্বর্য্যে নিরানন্দ বনভূমি আলোকিত ক'রে, শুষ্ক কোটরগত চক্ষু, মরণকাতর জড়িত কণ্ঠে কে আমায় ডাকলে! কে তুমি মা?

জিন্নৎ। কথা কইতে পাচ্ছিনি, পরিচয় দেবার অবসর নেই—জল—একটু জল—আমি মরি! (বসিয়া পড়িল) আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।

মীর। তাই তো! বালিকা যে ধরণীর কোলে আশ্রয় নিলে। যোজনব্যাপী প্রান্তর, যে দিকে চক্ষু যায়—বারিশূন্য কর্কশ নিষ্ঠুর ধরণীর শুষ্ক বক্ষ—কোথায় জল পাই?

জিন্নৎ। অন্ধকার—অন্ধকার! ঐ গাছ ঐ পাহাড়—স'রে যাচ্ছে দূরে দূরে চোখের সামনে থেকে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বিন্দুর আকারে দূরে স'রে যাচ্ছে। আমায় বাঁচাও—একটু জল দাও—একটু জল দাও। মা, আমায় কোলে তুলে নাও, আমি ঘুমুই—ঘুমুই।

মীর। তাইতো! এ কি বিপদে পড়লেম। কে এ প্রহেলিকাময়ী, পৃথিবীর আকুল তৃষ্ণাকে ঐ ক্ষীণ কণ্ঠে অবদ্ধ ক'রে, মরুভূমি তুল্য এই প্রান্তরে আমার কাছে জল ভিক্ষা ক'চ্ছে? এখানে কোথায় জল পাব? কেমন ক'রে তোমায় বাঁচাব?

জিন্নৎ। জল—জল—একফোঁটা জল।

মীর। জল—জল—কোথায় জল!—মীরকাসেম! বাঙ্গালার নবাব! কোটী কোটী নরনারী, বাঙ্গলার আশ্রয়শূন্য সহায়শূন্য প্রজাপুঞ্জ এই

পিপাসাতুরা বালিকার মত, শুষ্ককণ্ঠে আকুল প্রার্থনায় তোমার কাছে একদিন তৃষ্ণায় জল চেয়েছিল; বড় আশায় স্বর্ণভৃঙ্গারে সুশীতল পানীয় তাদের মুখের কাছে তুলতে গিয়েছিলে—বেইমানে তোমার সেই প্রসারিত হস্ত সরিয়ে দিয়েছিল! আর আজ, এই নির্জ্জনে প্রাণীশূন্য, বারিশূন্য, মরুভূমীতুল্য ভীষণ স্থানে মৃত্যুমুখে পতিতা এই বালিকার মরণ তৃষ্ণায় জল দেবার ভাগ্য তোমার হবে কেন? জল—জল—কোথায় জল! হে দেবতা! তোমার ঐ অনন্ত আকাশের একপ্রান্তে কোথাও যদি একখানি জলভরা মেঘ থাকে—করুণাময়! আর বিলম্ব কোরোনা—তোমার করুণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারায় এই বালিকার জীবন দান কর।

জিন্নৎ। পাল্লে না? পাল্লে না? একফোঁটা জল! একফোঁটা জল! এক ফোঁটা জল।

মীর। হাসছ? হাসছ? নিষ্ঠুর প্রকৃতি! এই মরণোন্মুখী বালিকার আর্ত্তনাদ শুনে হাসছ? হাসছ? কোথায় দেবতা? কোথায় তাঁর করুণা? সয়তানের দেশ,—কি ক'রব? কেমন ক'রে এই বালিকাকে বাঁচাব? মা! মা! কে তুমি জানিনি, তোমায় কখনও দেখিনি; কি লুকানো মমতা তোমার ঐ মৃত্যুম্লান মুখে! কেন আমার কাছে জল চাইলে? কি দেব? কি দেব? হতভাগ্য মীর কাসেমের শোণিতে কি তোমার উত্তপ্ত ওষ্ঠ শীতল হবে? তা হ'লে নাও মা—আমার এই বক্ষের শোণিত আজ অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে তোমার মুখে ধরি, পান ক'রে প্রীতা হও, নইলে এ দৃশ্য তো আর দেখতে পারিনি।

(আত্মহত্যা করিতে উদ্যত)

নেপথ্যে গফুর। ঐ যে আমার নবাব! নবাব—নবাব!

মীর। কে ডাকলে? কে? পরিচিত কণ্ঠস্বরে মরণের পথে বাধা দিয়ে ডাকলে কে ও? বন্ধু, না বেইমান?

গফুর, গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমনের প্রবেশ

গফুর। নবাব! আমি আপনার চাকর গফুর, সঙ্গে আমার মা আর আমার দুই ভাই।

বাহার ও অজি। বাবা! বাবা! তুমি? এখানে লুকিয়ে আছ?

গুল। হাত ধর্, হাত ধর্, আর ছাড়িসনি। উঃ! এতদিন পরে আমার কার্য্য শেষ! খোদা, তুমি যথার্থই দয়াময়! আবার যে দেখতে পাব এ আশা কখনও করিনি।

মীর। এ কি তোমরা কোথা থেকে? এতো আশা ক'রিনি গফুর! গফুর! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কিন্তু স্বপ্নই হ'ক সত্যই হ'ক, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসরও নেই, যদি তোমাদের কাছে পানীয় কিছু থাকে, আগে ঐ বালিকার মুখে দাও।

গুল। কে এ? কে এ?

মীর। জানিনি—চিনিনি। গুলনেয়ার! যদি তোমার স্বামীকে বাঁচাতে চাও যেমন ক'রে পার আগে ঐ বালিকাকে বাঁচাও। আমি পারিনি, আমার সে ভাগ্য হয়নি—দেখ, যদি তোমাদের সে ভাগ্য হয়।

বাহার। এই যে আমার কাছে ভাঁড়ে দুধ আছে, গফুর দাদা সকালে এনে দিয়েছিল আমরা খাব ব'লে;—এই নাও মা।

(গুলনেয়ার জিন্নৎউন্নিসাকে ক্রোড়ে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইলেন)

গুল। খাও মা খাও চোখ মেল, ভয় কি মা? এই যে তুমি আমার কোলে শুয়ে।

জিন্নৎ। আঃ বাঁচলেম! কে তুমি গো আমার শুষ্ককণ্ঠে অমৃত সিঞ্চন ক'ল্লে? মা কি কবর থেকে উঠে এসে তোমার অভাগিনী মেয়েকে কোলে নিলে? মা মা! আর একটু দাও, আর একটু—বড় তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা!

আজি। মা, তোমায় মা ব'ল্লে; কে এ মা? আমাদের কি বহিন?

গুল। হাঁ, তোমাদের দিদি।

মীর। খোদা! খোদা! তোমার করুণার সুধা, হতভাগ্য পুরুষকে বঞ্চিত ক'রে লুকিয়ে রেখেছ কি মমতাময়ী রমণীর হৃদয় ভাণ্ডারে? এম্‌নি ক'রেই কি মৃত্যু পরাজিত হয়, রমণীর মৃত্যুজয়ী স্পর্শে—তাই রমণী মৃত্যুভয়হরা, ব্যথাভরা সংসারে জগদীশ্বরের দান—বিশ্বের প্রাণ।

গুলনেয়ার। আর ভয় নেই, এই যে মা আমার চোখ মেলেছে! নবাব!

মীর। চুপ—আর ও সম্বোধন নয়! মোহ কেটেছে এখন থেকে তুমি শুধু "নারী" আর আমি—এই দৈন্যপূর্ণ সংসারে, শুধু "মানুষ"। শুধু মানুষের মত বাস ক'রব—অট্টালিকায় নয়,—প্রাসাদে নয়—নিরন্ন কৃষকের ভগ্নকুটীরের এক প্রান্তে তুমি, আমি, আর এই মানব শিশু দু'টী! ঐশ্বর্য্যের মোহ, আত্মাভিমানের মোহ, পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে—ব্যথিতের ক্ষুধিতের, ব্যাধি-পীড়িতের মাঝখানে পূর্ব্ব-জীবন বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে—শুধু এই গর্ব্বের অভিধান নিয়ে বেঁচে থাকব যে আমরা মানুষ—যাদের শাসন ক'রে এসেছি—তাদেরই মত মানুষ!—আর গফুর! এই মানুষের মধ্যে দেবতা তুমি! প্রভুভক্ত ভৃত্য—বেইমানের মধ্যে

ইমান্‌দার—আমার শেষ অবলম্বন—ভৃত্য হ'য়ে আমার আশ্রয়দাতা! তোমারই পুণ্যে আজ আমি আমার হারানো সম্মান এই দোয়াবের প্রান্তরে কুড়িয়ে পেলেম!—আর তুমি মা, অপরিচিতা বালিকা! কে তুমি মা, পরিচয় দেবে কি? বল, তুমি কোথায় যাবে, তোমায় সঙ্গে ক'রে সেখানে রেখে আসি?

জিন্নৎ। তাতো জানিনা; কদিন বনে বনে চ'লেছি, কি ক'রে ভিক্ষে ক'রতে হয় জানিনি; অনাহারে অনিদ্রায় পথ চ'লতে চ'লতে এখানে এসে প'ড়েছিলেম, তোমরা আমায় বাঁচালে! বল মা, বল বাবা, তোমারা কে? আমি তো আশ্রয়হীনা, আমার তো যাবার ঠাঁই নেই।

মীর। বাঃ বাঃ! নিরাশ্রয়ের অবলম্বন নিরাশ্রয়! তবে তো তুমি সামান্যা নও? বল মা তুমি কে? আমাদেরই মত ভাগ্যতাড়িত, কে তুমি করুণায় আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছ?

জিন্নৎ। আমি রোহিলাদের মেয়ে, লড়াইয়ে সব হারিয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি,—এর চেয়ে আর পরিচয় দিতে পারব না, জিজ্ঞাসাও কোরো না।

মীর। বটে? বটে? এত বড় মহাপ্রাণ বীরের জাতি রোহিলা, তার ঘরের মেয়ে তুমি—আজ আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছ? গফুর, গফুর! তুমি কখনও দেখনি—গুলনেয়ার! তুমি কখনও শোননি—একজন অপরিচিত আত্মীয়কে বেইমানের নৃশংসতা থেকে আশ্রয় দিতে—সোণার দেশকে হাসতে হাসতে এক লহমায় শ্মশান ক'রে দিয়ে চলে গেল। হাফেজ রহমত পাঠানের গৌরব, বীরত্বের আধার, মমতার আধার, আত্মসম্মানের অভ্রভেদী চূড়া। আর তারই উপযুক্ত

পৌত্র বীর ফয়জুল্লা কি মহান্—কি উচ্চ—কি হৃদয়বান্! কিছু দেখলে না—শুধু দেখলে মুসলমানের ধর্ম্ম আর তার ইমান! আর কি তেজোময়ী পাঠানরমণী বীর-প্রসবিনী বীর স্বামীর উপযুক্ত বীরাঙ্গনা—স্বামীর মৃতদেহকে সমাধিস্থ ক'রে হাসতে হাসতে আমার সম্মুখে স্বর্গে চ'লে গেল! আমি নির্ব্বাক্ সাক্ষীর মত শুধু চেয়ে দেখলেম, কোন প্রতিকার ক'রতে পাল্লেম না! সেই রোহিলার ঘরের মেয়ে তুমি—আমার আরাধ্যা, আমার জননী, আমার স্নেহাস্পদা কন্যা।—গুলনেয়ার! বুকে তুলে নাও—বুকে তুলে নাও! এমন ভাগ্য হবে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করনি। ভাগ্যহারা হ'য়েও আজ তুমি পরম ভাগ্যবতী; আর আমি—কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসছে—খোদা! তোমার বিচিত্র লীলা—কোথায় এর শেষ, কে জানে!

জিন্নৎ। তুমি দেখেছ? তুমি দেখেছ? হাফেজমহিষী আত্মহত্যা করেছে। তবে কে তুমি? কে তুমি?

মীর। গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থলে এই স্থান—পরিচয় দুই কূলপ্লাবিনী নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছি, আর ভাসিয়ে তুলব না!

গফুর। পথে আসতে আসতে রোহিলাদের সর্ব্বনাশের কথা সব শুনলেম। রোহিলাদের দেওয়ান বিশ্বাসঘাতক ব্যাসরায়ের জন্যই রোহিলাদের এই সর্ব্বনাশ।

মীর। বিশ্বাসঘাতকের স্থান সর্ব্বত্র—কি বাঙ্গালায়, কি এখানে! তবে আক্ষেপ, কোন জায়গায়ই এই বিশ্বাসঘাতকের দলকে নির্ম্মূল ক'রতে পারলেম না। বীজ র'য়ে গেল, কালে দেশ ছেয়ে ফেলবে!

গফুর। আরও শুনলেম, হাফেজের পৌত্রীকে সুজাউদ্দৌলা বন্দিনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পাপিষ্ঠ তাতেও সন্তুষ্ট হয় নি,

অসহায় বন্দিনীর উপর অত্যাচার ক'রতে গিয়েছিল—কিন্তু ধন্য হাফেজের পৌত্রী! পাষণ্ডের বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছে! নরাধম এখনও মরেনি; আদেশ দিয়েছে, সহরের চকে বিবস্ত্রা ক'রে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাটতে!

জিন্নৎ। আর ফয়জুল্লা? তার কথা কিছু শুনেছ?

গফুর। ফয়জুল্লাকে বন্দী ক'রে রেখে ছিল, শুনলেম সে পালিয়েছে।

জিন্নৎ। মা, তুমি আমার শুষ্ক কণ্ঠে দুগ্ধ দাওনি—অমৃত দিয়েছ! আর আমি ক্ষুধাকাতরা তৃষ্ণাতুরা মরণের পথের যাত্রী নই—এখন আমার দেহে সিংহিনীর বল! আর তোমাদের আশ্রয় নয়, নিরাশ্রয়ে যে পথে এসেছিলেম, সেই পথে ফিরব। পরিচয় দিতে পাল্লেম না, আমায় মার্জ্জনা কোরো! বুঝতে পাল্লেম না তোমরা কে? যে রোহিলার মেয়ে হাফেজের পত্নী বীর স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে হাসতে হাসতে জীবন আহুতি দিয়েছে, জেনে রাখ—সেই রোহিলার ঘরের মেয়ে আমি—যখন একবার ঘর থেকে বাহিরে দাঁড়িয়েছি, তখন আর আশ্রয় কেন? যে পথে এসেছি, সেই পথেই চল্লেম। ঐ বিবস্ত্রা রমণীর আর্ত্তনাদ বাতাসের স্তর ভেদ ক'রে আমার কাণে ঝঙ্কার তুলছে—"আয় আয়—কি ক'রে প্রতিশোধ নিতে হয় শিখে যা।"—আর আমি এখানে নিশ্চেষ্ট—নিশ্চিন্ত—আশ্রয়প্রার্থিনী ভিখারিণী! এখনও বেইমান দেওয়ান বেঁচে!—চল, চল, চল পাঠান কন্যা। তোমার কার্য্য অন্যত্র—এখানে নয়। [প্রস্থান।

গুল। একি! উন্মত্তা বালিকা, কোথায় যাও? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

মীর। গফুর! চল, চল, বালিকা উত্তেজনাবশে ছুটেছে, কিন্তু তার দেহভার চরণ আর বইতে পাচ্ছেনা। এখনি প'ড়বে, আর উঠবে না! চল গুলনেয়ার, ছুটে চল, বালিকাকে রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফয়জাবাদ—রাজপথ

নাগরিকগণ

১ম না। নিশ্চয় শত্রুর চর।

২য় না। না না, চর নয়—হাফেজের নাতনী। পাঠানের মেয়ে, কেমন শোধ নিয়েছে দেখ।

১ম না। শুনলেম, ফয়জুল্লাও তো পালিয়েছে।

২য় না। ভিতরে ভিতরে কি একটা হ'চ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পালাল কি ক'রে?

১ম না। কেউ ব'লছে পালান নয়, বড় বেগম হুকুম দিয়েছিলেন ছেড়ে দেবার জন্য।

২য় না। আরে দূর, ও বাজে কথা!

১ম না। মেয়েটাকে চকে নিয়ে গিয়ে কাটবে কেন, সেইখানেই তো সাবাড় ক'রে দিতে পারত?

২য় না। লোককে শিক্ষা দেবার জন্য; দেশশুদ্ধ লোক দেখবে, ভয় পাবে, আর কেউ অমন কাজ করতে সাহস করবে না।

১ম না। রেখে দাও তোমার শিক্ষা! নবাবী সাজা—যখন যেটা খেয়ালে আসে। ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ায়, কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়ে দেয়।

২য় না। এর শুনছি কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতে, এক একদিন একটু একটু ক'রে নাক কাণ চোখ মুখ হাত্ কেটে কেটে নেবে।

১ম না। তা করবে না? বলিস্ কি, নবাবের বুকে ছুরী—কম কথা?

২য় না। নবাবতো মরেন নি, সামান্যই লেগেছে। মেয়েমানুষের হাতের ছুরী—চামড়াই কেটেছে, মাংস কাটেনি।

১ম না। ঐ দেখ, এই রাস্তা দিয়েই চকে নিয়ে যাবে। ঐ হাতে পায়ে শেকল, প্রহরীরা নিয়ে আসছে, না?

২য় না। হাঁ, তাইতো! কি মজা! কি মজা!

শৃঙ্খলাবদ্ধ ছায়াকে লইয়া প্রহরিগণের প্রবেশ

প্র গণ। এই, হঠ যাও, হঠ যাও!

ছায়া। কেউ যেওনা, সব সঙ্গে সঙ্গে চল, দেখবে এস, দেখবে এস, নবাবী অত্যাচার দেখবে এস। আজ আমার, কাল তোমার—কেউ বাদ যাবে না, কেউ বাদ যাবে না! আমার কি? আমি শোধ নিয়েছি, শোধ নিয়েছি। হাঃ! হাঃ! হাত ধ'রেছিল—বিষমাখানো ছুরীর মুখে তার প্রতিশোধ! আয় সব ভেড়ার পাল! দেখবি আয়—দেখবি আয়! তোদেরও মা আছে, মেয়ে আছে, বোন্ আছে—আজ আমার পালা, কাল তাদের! তোরা দেখবিনি? নইলে দেখবে কে? তোরা জন্মেছিলি বলেই তো এ দেশের এই দশা! এরা আবার বিয়ে করে, সংসার করে—দূর! দূর!

১ম প্র। আরে চল্, আর চেঁচাসনি।

ছায়া। এরাই নেমকের চাকর, হুকুম তামিল করে, পয়সা খেয়েছে করবে না? করবে না? নিজের জাত ভায়ের বুকে গুলি মারে; ঘরের বৌ, ঘরের মেয়ে, হাত ধ'রে টেনে বার করে; ছেলে বাছেনা, বুড়ো বাছেনা; ঘরে আগুন দেয়; বুকে বাঁশ দিয়ে ডলে, মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়—মনিবের চাকর—মনিবের চাকর!

২য় প্র। কোমর পর্য্যন্ত পুঁতে আগে এ বেটীর জিভটা কেটে নিতে হবে, কথা কইতে না পারে।

১ম না। হাঁ—হাঁ মিঞা, শীগগির শীগগির নিয়ে এসনা, দেরী ক'রে লাভ কি?

২য় প্র। আরে হাঁ—হাঁ, তোম চুপ রহো উল্লুক কাঁহাকা! (ছায়ার প্রতি) এই, চল্ চল্ চিচাও মৎ।

ছায়া। চল চল। এস হিন্দু, এস মুসলমান! এই দেশের রুটী খেয়ে যারা বেঁচে আছ, এই দেশের জলে যারা তৃষ্ণা নিবারণ কর, এই দেশের অর্থে বাবুয়ানা, এই দেশের অর্থে নবাবী, এই দেশের গরীবের রক্তে মেজাজ,—এস—এস—দেখবে এস—সেই দেশের গরীবের মেয়ের লাঞ্ছনা দেখ—আমার লাঞ্ছনা—দেশের লাঞ্ছনা—তোমাদের গর্ব্ব! হাঃ হাঃ। কেমন শোধ নিয়েছি! আর আক্ষেপ নেই—আর আক্ষেপ নেই!

(দ্রুতপদে ফয়জুল্লা আসিয়া গুলি করিল)

ফয়। আক্ষেপ তোমারও নেই—আমারও আর নেই! হতভাগিনি জিন্নৎউন্নিসা! এই লাঞ্ছনার হাত থেকে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাও।

নাগরিকগণ। }
প্রহরীগণ। } একি হ'ল! একি হ'ল! কে খুন ক'ল্লে? কে খুন ক'ল্লে? ঐ ঐ, ধর্ ধর্।

(নেপথ্যে জনৈক সিপাহী)

জুড়ীদারকে মেরে তার বন্দুক নিয়ে এসেছে। ডাকু! ডাকু! পাক্ড়ো—পাক্ড়ো।

ফয়। সাধ্য থাকে, ধর্, সয়তানের দল!

(জলে ঝম্প প্রদান)

১ম প্রহরী। কে বাবা কাঁচা মাথা দিতে যাবে?

ছায়া। কে দেবতা, কে আমাকে বাঁচাল্লে?

লছমীপ্রসাদ। নবাব বাহাদুর আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। বালিকাকে নিয়ে যেওনা—দাঁড়াও—দাঁড়াও।

১ম প্রহরী। আর নিয়ে যেতে হবে না, সব ফরসা হ'য়েছে।

লছমী। সেকি? কে হত্যা কল্লে?

১ম প্রহরী। সে এতক্ষণ সরযূর ও পারে।

ছায়া। বড় জলেছি বড় জলেছি—আজ ম'রে জুড়ুলেম। যে দেশের রাজা রামচন্দ্র, সে দেশের মেয়ে আমি; বাপ বিঠ্ঠল দাস—কে জানে আজও আছে কি না! ভাই বিবাগী হ'য়ে চ'লে গিয়েছিল; কত দিন—কত দিন—সেও বোধ হয় নেই। যদি কেউ হিন্দু থাক, বাপের কাজ কর, ভায়ের কাজ কর—আমার দেহ সরযূতে ভাসিয়ে দিও!

লছমী। কেও? বিঠ্ঠলদাসের মেয়ে! দুলালী? দুলালী?

ছায়া। আর দুলালী নয়, হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম অনেকদিন ডুবে গেছে—এখন তার নাম ছায়া প্রেত্তিনী!

লছমী। বোন্ বোন্! এ কি তুই? চিনতে পাচ্ছিস্? চিনতে

পাচ্ছিস ? চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্, আমি বিঠ্ঠলদাসের হতভাগ্য পুত্র লছমীপ্রসাদ। তুই তখন দশ বছরের মেয়ে, বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেম ! দেখ দেখ, আমায় চিনতে পাচ্ছিস ?

ছায়া। কেও, দাদা ? তুমি—তুমি ? কি আনন্দ—কি আনন্দ ! বাবাকে ব'লো—শোধ নিয়েছি, শোধ নিয়েছি। জয় রাম ! জয় সীতা !! (মৃত্যু)

২য় প্রহরী। আরে এ লছমী প্রসাদ, ও তোমার কে ? নবাবের হুকুম এনেছ, একে মারব না, কিন্তু দেখলে তো, কে ডাকু একে খুন্ ক'রে গেল। সরকারে সাক্ষী দিও, আমাদের কোন দোষ নেই।

লছমী। সাক্ষী দেব, কোন দোষ নেই, তোমাদের কোন দোষ নেই। নবাবের হুকুম এনেছিলাম একে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, নবাব মাফ করেছিলেন। কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল, কিছুই তো বুঝতে পাল্লেম না। তোমরা যাও, আমি সরকারের হুকুম নিয়ে এর সৎকারের ব্যবস্থা করি।

১ম প্র। দেখো, আমাদের উপর কোন দোষ না পড়ে !

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

১ম না। কি হ'ল বল দেখি ? ভোজবাজী না কি ? এটাতো মুসলমান নয়, হিঁদু' তবে রহমতের নাতনী হবে কি ক'রে ?

২য় না। নে নে তুই থাম ; যে রাম সেই রহমৎ। গোলমালে কাজ নেই, সরে পড়ি চল ; আজকের দিনটাই মাটী হ'ল।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

লছমী। রহমতের নাতনী কে ? এ কি হ'ল ! বাড়ী ঘর ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে মোসাহেবী চাকরী ক'চ্ছিলেম, আমারই বোন নবাবের

বুকে ছুরী মেরে প্রাণ হারালে! কে একে হত্যা কল্লে? দুলালী, দুলালী, বোন! আয়, সরযূতে তোকে বিসর্জ্জন দিয়ে আজ থেকে গোলামীতে ইস্তফা দিই।

তৃতীয় দৃশ্য

ফয়জাবাদ মন্ত্রণাকক্ষ

মূর্ত্তাজা খাঁ ও হায়দার বেগ

হায়। কি বুঝছ?

মূর্ত্তাজা। বোঝাবুঝি এখনও অন্ধকারে। নবাবের মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে তার আর সন্দেহ নাই। নিজেই হুকুম দিলেন মেয়েটাকে চকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে, আবার তার পরদিনই সে আদেশ প্রত্যাহার ক'রলেন।

হায়। চিরদিনই তো এই রকম অব্যবস্থিত চিত্ত। বক্সারের যুদ্ধে আমাদের উপর খুবই সন্দেহ করেছিলেন। মনে করেছিলেম, ফিরে এসে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই বিশেষ শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তার পর, দেখলে তো, তার আর কোন উচ্চবাচ্য নাই।

মূর্ত্তাজা। আমাদের উপর সন্দেহ করবার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ তো পান নি।

হায়। তাতে বিশেষ কিছু যেত আসত না। আমার বোধ হয় সব চুপি চুপি মিটে গেল বড় বেগমের গুণে। তিনি অতি বুদ্ধিমতী

নবাব যদি বরাবর তাঁর পরামর্শ শুনে কাজ ক'রতেন, তা'হলে কি আজ এ অবস্থা হ'ত ?

মূর্ত্তাজা। দেখ, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। হাজার ভাল হ'লেও শেষটা তার খারাপে গিয়ে দাঁড়ায়, এই আমার ধারণা। শুনছ তো ? ফয়জুল্লাকে বড় বেগম ছেড়ে দিয়েছেন, এ কথা সহরময় রাষ্ট্র। তারপর কে যে মেয়েটাকে গুলি ক'রে গেল, তার আর কোন খোঁজ হ'ল না। হাফেজের নাতনী জিন্নৎ পথ থেকে পালাল। কেউ কেউ ব'লছে, সে এই ফয়জাবাদেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে কি যে একটা হ'চ্ছে, তা কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সকলে নবাবকে নিয়েই ব্যস্ত, বাইরের দিকে নজর দেবার কারও অবকাশ নেই। নবাবও যে আর বেশি দিন বাঁচবেন, তা বোধ হয় না। কি যন্ত্রণাই পাচ্ছেন ! সমস্ত শরীর প'চে ফুলে উঠেছে, মাংস গ'লে গ'লে প'ড়ছে ; দুর্গন্ধে ঘরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, সে দিকটাও মাড়াবার যো নাই।

হায়। দাস, দাসী, বাঁদী, কেউ আর নবাবের সেবা ক'রতে চায় না, সবাই পালিয়েছে। কিন্তু কি অসাধারণ সহ্যগুণ আমাদের বড় বেগমের ! তিনি দিনরাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেবা ক'চ্ছেন।

মূর্ত্তাজা। আর এখন গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি হবে বল ? এ সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলই তো তিনি। সেবা কচ্ছেন কি আর সাধে ? এতদিন প্রাণপণে নবাবের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে এসেছেন, শেষটা ভয় হ'য়েছে নাবব যদি সিংহাসন তাঁর গর্ভের পুত্র আসফউদ্দৌলাকে না দিয়ে তাঁর সপত্নী-পুত্র সাদাত আলিকে দিয়ে যান তাহ'লে যে তাঁর সর্ব্বনাশ !

হায়। না না, এ তুমি কি ব'লছ? শুধু কি স্বার্থের খাতিরে এ রকম সেবা কেউ ক'রতে পারে? বিশেষ, এ রকম রোগীর?

মূর্ত্তাজা। স্বার্থে সব হয় ভাই, সব হয়।

হায়। নগরের সমস্ত লোক, আমীর ওমরাহ, সকলেই অপেক্ষা ক'চ্ছে কি হয়—কি হয়! তবে আসফউদ্দৌলা সিংহাসন পেলে তোমার সুবিধা, কেন না সে তোমার একান্ত বাধ্য।

মূর্ত্তাজা। কি জানি, কোন্‌দিকে পাশা গড়ায় কিছুইতো বুঝতে পাচ্ছিনি ব্যায়রামে এ রকম ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র যা হয় একটা হ'য়ে গেলে যে আমার বাঁচতেম!

আসফউদ্দৌলার প্রবেশ

আসফ। এই যে আপনারা এইখানে র'য়েছেন, আমি আপনাদেরই অনুসন্ধান কচ্ছিলেম। নবাবের অবস্থা সুবিধা নয়। কাল শেষ রাত্রি থেকে বিকারের ঝোঁকে ভুল ব'কছেন। আমিতো ঘরে যেতে পাল্লেম না, কি দুর্গন্ধ! সাদাত আলি তবু মাঝে মাঝে যাচ্ছে, ব'সছে। সে হাকিমকে সংবাদ দিতে গেল, আমি আপনাদের ডাকতে এলেম।

মূর্ত্তাজা। বড়ই সঙ্কট সময়! সাদাত আলির অত ঘনিষ্ঠতা, এর উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। কি জানি যদি নবাব মরবার সময় সিংহাসন তাকেই দিয়ে যান।

আসফ। যত অনিষ্টের মূল আমার মা। তিনিই তো আগা গোড়া নবাবকে চটিয়ে রেখেছেন। তাঁর উপর পিতার যে রাগ, আমি তাঁর গর্ভের পুত্র, আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন, কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

হায়। আমরাও সেই কথাই বলাবলি কচ্ছিলেম।

আসফ। তা যদি করেন, তা হ'লে বুঝব বিকৃতমস্তিষ্ক নবাবের শেষ

আদেশের কোন মূল্য নাই। আমি বিদ্রোহ করব—ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সিংহাসন আমার—কেন না আমিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, আর আমার মাই বড় বেগম। আপনারা দু'জন এ রাজ্যের স্তম্ভ, আপনাদের কাছে আমার করযোড়ে মিনতি, আপনারা আমায় ত্যাগ ক'রে সাদাত আলির পক্ষ অবলম্বন ক'রবেন না।

মূর্ত্তাজা। কিছুতেই না, আমি এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কচ্ছি, যদি প্রয়োজন বোঝেন—কোরাণ আনুন, কোরাণ স্পর্শ ক'রেও শপথ ক'রব শেষ পর্য্যন্ত আমি আপনার পক্ষেই থাকব—এতে অদৃষ্টে যাই থাক্।

হায়। আমারও ঐ কথা; কিন্তু নবাবের শেষ আদেশের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে আমরা কি কৃতকার্য্য হ'তে পারব? নবাবের মৃত্যুর পর মন্ত্রীদের মধ্যে একটা বিরোধ বাধবে। সাদাত আলিও কম ধূর্ত্ত নয়, এর মধ্যেই সে অনেককে হাত ক'রেছে।

আসফ। চুপ—ঐ সাদাত আলি আসছে। ও যেন আমাদের পরামর্শ কিছু না বুঝতে পারে।

সাদাত আলির প্রবেশ

মন্ত্রীদ্বয়। সেলাম নবাবজাদা!

সাদাত। সেলাম। বড় হাকিম এইমাত্র নবাবকে দেখে গেলেন; তিনি ব'ল্লেন, আজকের দিন কাটে কি না সন্দেহ। বড় বেগম বল্লেন, রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরা ছাড়া এ সংবাদ বাইরে না প্রকাশ পায়, বিশৃঙ্খল হ'তে পারে। সিংহাসন সম্বন্ধে নবাব এখনও তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। সকলেই উৎকণ্ঠায় আছেন। নবাব আপনাদের ডেকেছেন। মাঝে মাঝে অচৈতন্য হচ্ছেন, মাঝে মাঝে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে। আপ-

নাদের সামনেই তিনি এ রাজ্যের ব্যবস্থা ক'রবেন। তাঁরই আদেশে আমি আপনাদের সংবাদ দিতে এলেম।

মূর্ত্তাজা। চলুন, আমরা সকলেই যাচ্ছি।

সাদাত। (আসফের প্রতি) দাদা, আপনিও আর বিলম্ব করবেন না, আসুন।

[প্রস্থান।

হায়। কিছু ভাব বুঝলেন ?

আসফ। বেশ আনন্দেই আছে মনে হ'ল না ?

মূর্ত্তাজা। নবাব কি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ?

আসফ। যাই করুন; যদি আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন, আমি কখনও তা নীরবে সহ্য করব না। শুনলেন তো, নবাবের আজই যা হয় একটা শেষ হবে; আপনারা, আমাদের পক্ষীয় মন্ত্রী আর ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আজই দরবারের ব্যবস্থা করুন। নবাবের শব সমাধিস্থ হবার পূর্ব্বেই আমি সিংহাসনে ব'সব। নবাবের মৃত্যুসংবাদ খুব গোপনেই রাখতে হবে; প্রকাশ ক'রতে হবে যে নবাব জীবিত থেকেই আমাকে সিংহাসনে বসবার অধিকার দিয়েছেন।

মূর্ত্তাজা। এ আপনার প্রবীণের মতই কথা। আপনি-ই এই অযোধ্যার সিংহাসনের উপযুক্ত।

হায়। তা হ'লে আগেই সাদাত আলিকে বন্দী ক'রতে হয়, নইলে সেও ত বিদ্রোহী হবার সুযোগ পাবে ?

মূর্ত্তাজা। এখন অতটা ক'রে কাজ নাই, তাতে আরও গোলযোগ বাড়বে। (স্বগতঃ) দু'পক্ষকেই হাতে রাখতে হয়—কি জানি কার উপর নবাব সদয় হন। সাদাত আলিকে আগে থেকে চটিয়ে শেষটা কি

আখের খোয়াব ? (প্রকাশ্যে) তা হ'লে চলুন, আমাদের আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?

আসফ। শুদ্ধ মা'র জন্যই এতটা উদ্বেগ। তিনি যদি নবাবের বিরুদ্ধাচারিণী না হ'তেন, তা হ'লে আমার কোন চিন্তাই ছিল না।

মূর্ত্তাজা। তা বৈকি, তা বৈকি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সরযূ-তীর

ফয়জুল্লা

ফয়। নিজের হাতে গুলি করেছি, কিন্তু আপনিত এখনও মরিনি। কেন ? কিসের আশায় বেঁচে থাকবো ? মরব কোন আক্ষেপ নাই। মরবার পূর্ব্বে, কোথায় জিন্নৎ—জীবিত থাকতে তাকে আলিঙ্গন করতে পারিনি—কোথায় আমারই সেই নিষ্ঠুর হস্তে ছিন্ন মুকুল! কোথায় তাকে সমাধিস্থ করেছে, যদি জানতে পারি, ধরণীর গর্ভ হ'তে তুলে তার মৃত্যু-মলিন মুখখানি একবার দেখব—এই আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কে ব'লে দেবে কোথায় জিন্নৎ ?

গীত গাহিতে গাহিতে লছমীপ্রসাদের প্রবেশ

গীত

সোণার কমল ভাসিয়ে দিয়ে জলে আমি ভাসছি নয়ন জলে।
ফিরে আর আসবে নাক সে,
লহমায় লুকিয়ে গেল, কোন আঁধার ভরা দেশে !
নেশার ঝোঁকে পথ চ'লেছি চাইনি চোখ মেলে।

কুলু কুলু কুলু বইছে তটিনী,
তার মরণ কথা ভাসছে কাণে করুণ কাহিনী ;
জন্মের মত গেল চ'লে, চিতের আগুন বুকে জ্বেলে ;
আমার ছুটল নেশা ঘুচ্‌ল পেশা, কি নিয়ে আর থাকি ভুলে ॥

—

ফয়। এও বোধ হয় আমারই মত একজন হতভাগ্য—সোণার কমল ভাসিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমি কাঁদতেও পাচ্ছিনি, বলতেও পাচ্ছিনি আমার কি জ্বালা! নীরব প্রকৃতি! যদি তোমার ভাষা থাকে, আমায় ব'লে দাও কোথায় জিন্নৎ।

লছমী। অন্ধকারে পাগলের মত ঘুরছে, কে এ?

ফয়। কে তুমি? দেখেছ? দেখেছ?

লছমী। চোখ দু'টো যখন আছে, তখন দেখছি বৈকি।

ফয়। ব'লতে পার, একটি মেয়েকে সকালে গুলি করেছিল, কোথায় তাকে কবর দিয়েছে?

লছমী। কবর দেবে কেন? সেতো মুসলমান নয়, সে যে হিঁদুর মেয়ে, আমারই মত বাউণ্ডুলে হিঁদুর বোন। তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন? তোমার কি দরকার?

ফয়। হিঁদুর মেয়ে, হিঁদুর মেয়ে, মিথ্যাবাদী।

লছমী। যখন জাতে হিঁদু—পেশা চাকরী—গর্ব্ব গোলামী, আর স্ফূর্ত্তি নেশা—তখন মিথ্যাবাদী একশবার। তাতে এতটুকু দুঃখ নেই। কিন্তু তবু কথাটা সত্যি—সে হিঁদুর মেয়ে, মুসলমানী নয়। কবরে নয়, আমি নিজেই তাকে এই হাতে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

ফয়। এ কি ব'লছ? কি ব'লছ? সে জিন্নৎ নয়? বল, বল—সে জিন্নৎ নয়, তবে কি ক'রেছি, কাকে হত্যা ক'রেছি!

লছমী। আমার বোনকে—আমার বোন দুলালী।

ফয়। তোমার বোন? আমার জিন্নৎ নয়? আমাকে ধর, আমাকে ধর, নারীহন্তা, মহাপাপী, শাস্তির যোগ্য নরাধম আমি, আমাকে ধরিয়ে দাও। আমি ফয়জুল্লা, রাজবন্দী, হত্যাকারী—বহু পুরস্কার পাবে। আমি জিন্নৎ মনে ক'রে তোমার ভগ্নীকে গুলি ক'রেছি—আমি হত্যাকারী।

লছমী। তুমি ফয়জুল্লা? হাঁ হাঁ, সেই তো! বক্সার রণক্ষেত্রে তোমায় দেখেছিলেম, মীরকাসেমকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে—তাইতো বটে! তুমি কারাগার থেকে পালিয়েছ, তোমাকে ধরবার জন্যে হুলিয়া বেরিয়েছে—এই তো জানতেম। জিন্নৎ মনে ক'রে তুমি যাকে গুলি ক'রেছ সে আমারই বোন; কিন্তু তুমি তো তাকে হত্যা করনি, তাকে বাঁচিয়েছ, লাঞ্ছনার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। আমি মোসাহেব, মাতাল, নেশাখোর, জানি আর না জানি—আমারই জাতের মেয়ে, আমারই বোন, তার সমস্ত সম্ভ্রমকে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাস্তায় এনে তার ছিন্ন লজ্জাবস্ত্র দস্যুতে কেড়ে নিচ্ছিল—তুমি দৈব প্রেরিত হ'য়ে তার সে লজ্জা সে আবরু রক্ষা করেছ, তাকে মৃত্যু দিয়ে। আমি কি ক'রতেম? কেবল দাঁড়িয়ে দেখতুম বৈত নয়? আমি যা পারতুম না, তুমি তা পেরেছ—তুমি যথার্থ তার ভা'য়ের কাজ ক'রেছ, তবে আক্ষেপ ক'চ্ছ কেন?

ফয়। তা হ'লে জিন্নৎ কোথায়? তার কি হ'ল! জিন্নতের পরিবর্ত্তে তোমার ভগ্নী কি ক'রে উজীরের মহলে প্রবেশ ক'ল্লে?

লছমী। সেটা আমিও ভাল বুঝতে পারিনি, বোঝবার বিশেষ চেষ্টাও করিনি। ভয়ে ভয়ে তার দেহ এনে সরযূতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

ফয়। তুমি কে?

লছমী। গরীবের ছেলে, জাতে রাজপুত, অবস্থা খারাপ ব'লে বাপ চাষবাস ক'রত, অজন্মা—খাজনা দিতে পারেনি, জমীদারের লোক ধ'রে নিয়ে গেল, বুড়ো বাপ, তাঁর বুকে বাঁশ দিয়ে ড'ল্‌লে, চেয়ে চেয়ে দেখলুম। অপমানে বাপ আর মুখ তুললে না। জাতভায়ের কাছে মাথা হেঁট হ'ল, মনের দুঃখে একদিন কাউকে কিছু না ব'লে বিবাগী হ'য়ে গেলেম। তখন আমি ষোল বছরের, বোনটার বয়স বছর দশ।

ফয়। এখানে এলে কি ক'রে?

লছমী। সে নানান কথা। আগ্রায় গেলেম, মনের মত সঙ্গী জুটলো, গান বাজনায় একটু সখ ছিল, এক বাইজীর তবলচি হ'লেম। তারপর পাঁচ দেশ ঘুরতে ঘুরতে সুজাউদ্দৌলার এখানে এসে পড়লেম। নবাবের মেহেরবাণীতে মোসাহেবী চাকরী পাই। সেই থেকে এই হাল; নেশা ভাঙ্গ করি, আর বড়লোকের হাই ধরি।

ফয়। আর কখন বাড়ী যাওনি?

লছমী। না, আর কারও খোঁজ নিইনি, মনে ক'রেছিলাম, যে ক'দিন থাকি, এই রকম অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবো। কিন্তু কি অদৃষ্ট! মৃত্যুশয্যায় দেখলাম আমার বোন্‌কে, সেই নবাবের বুকে ছুরী মেরেছিল।

ফয়। কেন?

লছমী। কি ব'লবো, কি শুনবে? দুলালী মরবার সময় বল্লে—এই নবাব সুজাউদ্দৌলা তার হাত ধ'রে ছিল, তার উপর অত্যাচার ক'রেছিল, আর আমি এতদিন তার চাকরী ক'চ্ছি।

ফয়। এখন কোথায় যাবে?

লছমী। একবার দেশে যাব; দেখবো বাপ বেঁচে আছে কি না—

যদি বেঁচে থাকে, বাপকে বলবো—দুলালী শোধ নিয়েছে। আমি পুরুষ তার ভাই, আমি পারিনি। কিন্তু তুমি পালাও, তোমাকে ধরবার জন্য হুলিয়া বেরিয়েছে।

ফয়। তোমার দেশ কোথায় ?

লছমী। বেরারে।

ফয়। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের এই অত্যাচার, এর কি প্রতিবিধান হয় না ? যে দেশের রমণী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে, সে দেশের পুরুষ কি কেবল লুকিয়ে তার ঘৃণিত জীবন রক্ষা ক'রবে মৃত্যুর তালিকা বাড়াবার জন্য ? জিন্নৎ কোথায় কে জানে ? এমন কত জিন্নৎ অত্যাচার পীড়িত হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে—কে বলতে পারে ? চল বন্ধু—আর রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়, চল—আজ থেকে—এদেশের দরিদ্র যারা, দুর্ব্বল যারা, তারা আমার ভাই। আর প্রবলের অত্যাচারে লাঞ্ছিতা নারী, সে হিন্দু হ'ক—মুসলমান হ'ক আমার ভগ্নী। চল—আজ থেকে দরিদ্রের সঙ্গে মিশে, দরিদ্রের প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে, দরিদ্রের ব্যথা বুকে নিয়ে দেখি—দরিদ্রেরই সাহায্যে অত্যাচারীদের দমন করতে পারি কি না।

লছমী। বেশ চল। আমি মাতাল, নেশাখোর—দেখি, তোমার সঙ্গে আমার নেশা কাটে কি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ফয়জাবাদ—কক্ষ।

সুজাউদ্দৌলা ও বউ বেগম।

সুজা। আর তো পারি না—বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা! আর বিলম্ব কত?

বউ। জগদীশ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই যন্ত্রণার লাঘব ক'রবেন।

সুজা। মনে করতে পারছিনি—ভয় হচ্ছে—ঐ ছুরী হাতে কে দাঁড়িয়ে?

বউ। কিছু না; কেন ও সব ভাবছ? খোদার নাম কর।

সুজা। ঐ যে—ঐ যে—ঐ—খুন কল্লে—খুন কল্লে।

বউ। মাঝে মাঝে এমনি ভুল বকছেন—মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞান। এই মানুষের জীবন—এই আছে, এই নেই। খোদা, নবাবকে শান্তি দাও।

সুজা। চ'লে গেছে, না?

বউ। কৈ, কেউ তো আসেনি।

সুজা। হাঁ, আমি দেখেছি, তুমি দেখনি? ছুরী হাতে ক'রে এসেছিল আমায় মারবে ব'লে—পাল্লে না—চ'লে গেল। আমি নবাব—আমাকে হত্যা ক'রবে? সাধ্য কি?—কে ও?

বউ। আমি তোমার বাঁদী।

সুজা। কে? আমেতু? কৈ? তোমায় দেখি—ভাল ক'রে দেখি। না, আর যেতে ইচ্ছা হয় না, কি মমতা! কি মমতা!

চিরদিন উৎপীড়ন করেছি, অত্যাচার করেছি, এ মুখ তো এমন ক'রে এতদিন দেখিনি! কিন্তু কি ক'রব, যেতেই হবে। আমার মেয়াদ ফুরিয়েছে! তুমি বড় মলিন হয়েছ—আমারই জন্য।

বউ। কি বলবে?

সুজা। আমায় মাফ কর। যদি আবার বাঁচতেম, বোধ হয় তোমায় সুখী করতে পারতেম, আমিও সুখী হতে পারতেম!

বউ। আমি তো সুখেই ছিলেম, আজ আমায় অসুখী ক'রে চ'লে যাবে কেন? অপরাধ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর, আর কখনও তোমার অবাধ্য হব না। তুমি ফেলে যাবে, কি নিয়ে থাকব?

সুজা। আসফউদ্দৌলা রইল; মন্ত্রীদের ডাক, আসফকে ডাক, জীবিত থাকতে এ সিংহাসন তাকে দিয়ে যাব।

বউ। সে জন্য কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ? তুমি সেরে উঠবে—ভয় কি?

সুজা। আর সারব! এখন যদি ব্যবস্থা না করি, এর পর কি হবে কে ব'লতে পারে!

বউ। ব্যবস্থা যদি কর, আমার এই ভিক্ষা—এই ব্যবস্থা কর,—আসফউদ্দৌলার পরিবর্তে অযোধ্যার সিংহাসন আমার স্বপত্নীপুত্র সাদাত আলিকে দাও।

সুজা। কেন? এখনও তোমার অভিমান? আসফউদ্দৌলা জ্যেষ্ঠ, সেই তো এই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। বিশেষ, তুমি আমার মহিষী—তোমার গর্ভের সন্তান সে।

বউ। আমি অভিমানে বলিনি—দোহাই নবাব—আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ক'রেই এই কথা বলছি, অভিমানে নয়।

সুজা। না না, আর আমায় প্রতারিত কোরোনা, আমি তোমার মনোভাব বুঝেছি। চিরদিন তোমার অমতে কাজ করেছি, মৃত্যুশয্যায় আমায় ক্ষমা কর, আর তার শোধ নিতে যেওনা।—কৈ, মন্ত্রীরা এখনও আসছে না কেন?

বউ। তারা এখনি আসবে, আপনি একটু স্থির হ'ন্।

সুজা। বেশ স্থির থাকি, কিন্তু মাঝে মাঝে—ঐ—ঐ আবার ছুরী হাতে ক'রে ছুটে আসছে! কবে, কোথায় অজ্ঞাতে, কি পাপ ক'রেছিলেম—প্রায়শ্চিত্ত হ'ল তার কতদিন পরে! এখনও ছাড়েনা, এখনও ছাড়েনা, ঐ আশে পাশে ঘুরছে—ঐ আশে পাশে ঘুরছে! লক্‌লকে ছুরী—লক্‌লকে ছুরী! উঃ বিষ মাখানো! বিষ মাখানো! হাড় থেকে সব মাংস খ'সে খ'সে পড়ছে। একটু বাতাস কর, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

বউ। খোদা, এ দৃশ্য যে আর দেখতে পারিনি!

আসফউদ্দৌলা, সাদাত আলি, হায়দার বেগ ও মূর্ত্তাজার প্রবেশ

আসফ। (স্বগতঃ) উঃ কি দুর্গন্ধ! (নাকে রুমাল দিলেন) (প্রকাশ্যে) মা, নবাব এখন কেমন?

বউ। একটু স্থির হ'য়ে আছেন। এইমাত্র তোমাদেরই খুঁজছিলেন। এই যে আপনারা সব এসেছেন, ভালই হ'য়েছে। নবাব বোধ হয় এখন নিদ্রা যাচ্ছেন।

মূর্ত্তাজা। কি বুঝছেন?

বউ। আর কি?

আসফ। সিংহাসন সম্বন্ধে কিছু বল্লেন?

বউ। (স্বগতঃ) ফেলেও যেতে পারবনা, অথচ এখনও সিংহাসন!

(প্রকাশ্যে) সাদাত আলি! তুমি হাকিমকে এখনি একবার সংবাদ দাও।

সাদাত। যথা আজ্ঞা।   [প্রস্থান।

বউ। আসফ আর আপনারা একটু দূরে আসুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে।

(সকলে নবাবের শয্যা হইতে দূরে আসিলেন)

আসফ। কি আদেশ কর মা ?

বউ। পুত্র, অনন্ত পথযাত্রী তোমার ঐ পিতার সম্মুখে আমি তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাচ্ছি। সে ভিক্ষা হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'রোনা বৎস !

আসফ। কি বলুন ?

বউ। তুমি এ সিংহাসনের আশা পরিত্যাগ কর।

আসফ। পরিত্যাগ ক'রব! কেন ? পিতা কি সাদাত আলিকে সিংহাসন দেবেন এই ব'লেছেন ?

বউ। তিনি বলেন নি, আমি বলছি। তাঁর ইচ্ছা, জীবিত থাকতে তোমাকে এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখে যান। কিন্তু তাঁর কাছে আমি অন্যরূপ প্রার্থনা করেছিলেম। আমি বলেছিলেম, তোমার পরিবর্ত্তে তোমার বৈমাত্রেয় ভাই সাদাত আলিকে সিংহাসন দিতে।

আসফ। এ কি অন্যায় প্রার্থনা মা তোমার ? আমি জ্যেষ্ঠ, এ সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী—তুমি আমার গর্ভধারিণী হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশের প্রস্তাব করেছ ?

বউ। বৎস স্থির হও, উত্তেজিত হ'য়োনা। তোমার পিতা নিদ্রা

যাচ্ছেন, তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হ'তে পারে। আমি তোমার সর্ব্বনাশের জন্য এ প্রস্তাব করিনি ; তুমি ধীর হ'য়ে শোন, বোঝ। মন্ত্রিগণ, আপনারা বিচক্ষণ ; আপনারাও শুনুন, ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমি এই প্রস্তাব কচ্ছি, অযোধ্যার ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই আমি এই প্রস্তাব কচ্ছি, তোমার কল্যাণের জন্যই আমি এই প্রস্তাব কচ্ছি।

আসফ। আমার কল্যাণের জন্য ?

বউ। হাঁ—তোমার কল্যাণের জন্য, তুমি আমার সন্তান, আমি তোমাকে জানি, চিনি ; সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত গুণ তোমার নাই। তুমি দুঃখিত হ'য়োনা, সকলের সকল গুণ থাকে না। কিন্তু সাদাত আলি যদিও তোমাপেক্ষা দু'মাসের ছোট, সে ধীর, দৃঢ়চিত্ত, প্রজাপালনের শক্তি তোমাপেক্ষা তার অধিক। চারিদিকে বিপদ্, চারিদিকে শত্রু ; ভারত-বর্ষের এখন ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিন, এ সময়ে সকলের লোভনীয়, এই অযোধ্যার সিংহাসন তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে না। আমার ইচ্ছা, তুমি সাদাত আলির পাশে ব'সে রাজকার্য্য শিক্ষা কর, তাকে সাহায্য কর, সিংহাসনে বসবার অভিলাষ কোরোনা। এতে তোমারও কল্যাণ হবে, অযোধ্যারও কল্যাণ হবে। মন্ত্রিবর্গ, আপনারা কি বলেন ?

মূর্ত্তাজা। আজ্ঞে, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।

আসফ। বুঝলেম আমি তোমার গর্ভের সন্তান নই, আমাকে তুমি এতদিন মাতৃস্নেহের আবরণে কেবল প্রতারিত করেছ মাত্র! এ সিংহাসন আমার, কখনও আমি এর আশা পরিত্যাগ ক'রবনা। মূর্ত্তাজা খাঁ, হায়দার বেগ! আপনারা এখনই দরবার আহ্বান করুন, পিতা জীবিত থাকতে থাকতেই আমি সিংহাসনে ব'সব।

সুজা। কে! কে! আমেতু, কোথায় তুমি ?

বউ। এই যে স্বামী। (সুজার নিকট আসিলেন)

সুজা। কৈ, এখনও কেউ এল না ?

বউ। এই যে সকলেই উপস্থিত ; কিন্তু প্রভু, আমার আবেদন ভুলবেন না।

সুজা। না না ; অভিমানিনী ! আর তুমি আমায় ভোলাতে পারবেনা। তুমি রাজ-মহিষী ছিলে, এখন থেকে তুমি রাজ-জননী। আসফ ! আসফ ! কৈ আসফ ?

আসফ। এই যে পিতা।

সুজা। শোন, মন্ত্রীরা কেউ এসেছেন কি ?

আসফ। হাঁ, সকলেই উপস্থিত।

সুজা। আজ থেকে এই সিংহাসন তোমার। আমেতুর ঋণ শোধ, কোথায় আমেভু ?

বউ। এই যে প্রভু ; আমায় চিন্‌তে পাচ্ছনা ?

আসফ। আপনারা সব শুনলেন—পিতার শেষ আদেশ ?

মূর্ত্তাজা }
হায়দার } হাঁ।

সুজা। আর ভাল চিনতে পাচ্ছিনি, চোখের সামনে কে পরদা ফেলে দিচ্ছে ! ঐ—ঐ এখনও সেই উন্মাদিনী !

সাদাত আলি ও হাকিমের প্রবেশ

সাদাত। মা, বাবা কেমন আছেন ?

বউ। আর কেমন !

হাকিম। আর বড় বিলম্ব নাই।

সাদাত। বাবা, বাবা ! আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথায় যাচ্ছেন ?

সুজা। কে ডাকলে?

সাদাত। আমি সাদাত।

সুজা। আশীর্ব্বাদ—আমেতু। (মৃত্যু)

বউ। আবার ডাক, আবার ডাক।—

মূর্ত্তাজা। বাঁদী! বাঁদী! কে আছ? বড় বেগমকে দেখ, এখান থেকে নিয়ে যাও।

আসফ। পিতা মৃত; এই মুহূর্ত্ত হ'তে অযোধ্যার সিংহাসন আমার। আপনারা শুনুন, অযোধ্যার নবাবের প্রথম আদেশ—আমার সিংহাসনের কণ্টক—এই সাদাত আলিকে আপনারা বন্দী করুন। দেখলেন তো? আমার জননী তার পক্ষে। সে বিদ্রোহ করতে পারে, রাজ্যে নানারূপ অশান্তি সৃজন করতে পারে, কারাগারে ব'সে সিংহাসনের স্বপ্ন দেখুক।

মূর্ত্তাজা। আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ। (সাদাত আলির প্রতি) নবাব-জাদা! আমাদের সঙ্গে আসুন।

সাদাত। নিষ্কাশিত তরবারি এর যথার্থ উত্তরদানের যোগ্য। কিন্তু সম্মুখে ঐ আমার পরলোকগত পিতার নিস্পন্দ দেহ, এখনও বোধ হয় জীবন উষ্ণতা-শূন্য নয়। তোমার আদেশের উত্তর দান—সে আমার পিতারই অপমান, কিন্তু প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়। এই নাও ভাই আমার তরবারি—অযোধ্যার নবীন নবাবের পদতলে তার কনিষ্ঠের প্রথম উপঢৌকন—স্বেচ্ছায় সানন্দে আমি দান ক'রে তোমার বন্দিত্ব স্বীকার কচ্ছি। অযোধ্যার সিংহাসন আমি কখনও আশা করিনি।

বউ। দাঁড়াও!—আর আসফ! তোমার নবাবীর প্রথম আদেশ অসম্পূর্ণ রেখ না; সঙ্গে সঙ্গে তোমার হতভাগিনী জননীকেও বন্দিনী

করবার আদেশ দাও। তোমার পরলোকগত পিতার আত্মা বোধ হয় পুত্র-স্নেহের মমতায় এখন এ গৃহ-প্রাচীর পরিত্যাগ করেনি—অনন্ত পথের যাত্রী তিনিও যেতে যেতে শুনে যান, যে সাদাত আলি একা নয়, তার সঙ্গে আমিও বন্দিনী। আমিই এই সিংহাসন সাদাত আলিকে দেবার প্রস্তাব করেছিলেম—সাদাত আলির কোন দোষ নাই। চল সাদাত, আমিই তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ; চল, একই কারাগারে ব'সে মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে, দেখি যদি এর কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

সাদাত। মা—মা! তুচ্ছ অযোধ্যার সিংহাসনের বিনিময়ে এ আমায় কি অমূল্য নিধি দিলে মা? আমি এত ভাগ্যবান!

বউ। শৈশবে মাতৃহারা সাদাত! এতদিন এই বক্ষের শোণিত দু'টী ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মুখে সমান ভাবে ভাগ ক'রে দিয়ে এত বড় ক'রে তুলেছি। আজ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'টী শিশুর একটী হারালেম; চল, আজ তুমি একা সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবে চল।

[সাদাতকে লইয়া প্রস্থান।

আসফ। চলুন, সমাধির পূর্ব্বেই দরবারের ব্যবস্থা করুন। মা নয় শক্র!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেরার কৃষকপল্লী

হিন্দু ও মুসলমান রায়তগণ

বিঠ্‌ঠল দাস। আমরা চিনিছি—আমরা চিনিছি—তুই আমাদের রাজা; আমরা আর কাউকে মানব না। কি, ভাই সব, কথা ঠিক তো?

সকলে। হাঁ, হাঁ। তুই যা ব'লবি, আমরা তাই ক'রব। তোর জন্যে আমরা জান দেব।

১ম। আগে তো শালা দেওয়ানকে কাটি, তার পর দেখে নেব কত বড় অযোধ্যার নবাব।

ফয়। তোমরাই আমার ভরসা, আমার সেপাই নেই, অর্থ নেই, রসদ নেই।

বিঠ্‌ঠল। কিছু ভাবনা নেই, আমরা সব তোর আছি। ক'জন সেপাই? ক'জন বড়লোক? আমরা মাথায় মোট ক'রে দিই, তারা নবাবী করে! আমাদের ক্ষেতের ফসল খেয়ে সেপাইদের কবজীর জোর! মরণ তো আছেই; রোগে ভুগে মঃতেম, না হয় তরওয়ালের নীচে ম'রব! এতদিন ভয়ে পারিনি, গরীব ব'লে পারিনি। মেয়েটা পথ দেখিয়েছে—শোধ নিয়েছে। ছেলেটা বিগড়ে গিয়েছিল, ঘরে ফিরে এসেছে। আর ভাবনা কি?

লছমীপ্রসাদের প্রবেশ

লছমী। নগরেও আগুন ধ'রেছে। বড় বড় প্রজারা সব ব'লছে আমরা দেওয়ানের শাসন মানব না। ফয়জুল্লা সাহেব ফিরে এসেছে, আমরা তার হ'য়ে ল'ড়ব!

ফয়। তবু আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হবে। অযোধ্যা থেকে সিপাই আসতে না আসতে দেওয়ানকে শাস্তি দিতে হবে। আমি বড়-লোকের ভরসা করি না; তোমরা গরীব, তোমরাই আমার ভরসা।

বিঠ্‌ঠল। তিন মুলুকের প্রজারা সব মিলেছে—বেরার, বেরুচ, বেরিলি।

লছমী। বেরিলির সিপাইরা সব তোমার দিকে হবে ব'লেছে। আমি গান গেয়ে গেয়ে তোমার অবস্থা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি; তোমার দুঃখের কথা শুনে তারা কেঁদে সারা। তারা বলে, রহমতের নাতিই তাদের রাজা। সুবেদার জমাদার সব তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রবে ব'লেছে। অস্ত্র বারুদ এ সবের জন্য আটকাবে না। এখন চাই লোক!

বিঠ্‌ঠল। লোকের ভাবনা ভাবি না। আমরা কথা দিয়েছি; আমরা বড়লোকের মতন মিছে বলি না। আমরা সব মাথা দেব; আমাদের মুণ্ডের উপরে তোর সিংহাসন বসবে। তুই আমার মেয়েকে মেরে তার ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিস। গরীবের মুখ কেউ চায়নারে,—কেউ চায়না! বুড়ো হ'লেও জাতে রাজপুত তো বটে? আমার রাজপুত ভাইয়েরা সব তোর হ'য়ে প্রাণ দেবে।

লছমী। এতদিন চাকরী নিয়ে ঘুমুচ্ছিলেম, তুমিই সে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে! গরীবরা যে মানুষ, শেয়াল কুকুর নয়—তুমিই বুঝিয়ে দিলে! মনীবের লাথি খেয়ে ম'রতেম, না হয় লড়াইয়ে ম'রব—আর কি!

ফয়। তোমাদের ঋণ আমি কথনও শোধ ক'রতে পারব না। যদি কখনও অন্যায়ের প্রতীকার ক'রতে পারি, যদি কখনও সিংহাসন পাই,—আমি তোমাদের মত গরীবই থাকব—প্রাসাদে নয়—আমার বাসস্থান হবে তোমাদেরই মত গরীবখানায়!

লছমী। ঐ দলে দলে সব প্রজারা আসছে তোমায় দেখতে।

ফয়। লছমীপ্রসাদ! যাও, ঐ বড় গাছতলায় ওদের জমায়েত হ'তে বল, আমি ঐখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রব।

বিঠ্ঠল। আরে চল্ চল্ ওরা কি বলে দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্ণৌ—আসফের বিলাস-কক্ষ

নর্ত্তকীগণ

গীত

কিবা উৎসব মুখরিত যামিনী।
বীণা নিন্দিত কণ্ঠে উঠে ঝঙ্কারি ছন্দে
ললিত মধুর কত শত রাগিণী।
দোলে কুসুম হার চারু পীন পয়োধরে,
ফুটে কুঙ্কুম ছটা লাজ-রঞ্জিত অধরে;
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঘুঙ্ঘু‌র বোলে,
নেচে নেচে চলে মত্ত মরাল-গামিনী॥

জ্বলে দীপমালা তোরণে তোরণে,
বিরহ অনল জ্বলে যুবতী মনে।
ঘন ফুকারে বাঁশী মঞ্জু কুঞ্জ-বনে
চিত পরবশ আলসে অবশ ভামিনী।

[প্রস্থান।

আসফ ও মূর্ত্তাজার প্রবেশ

আসফ। কি সংবাদ? মোল্লারা সকলেই স্বাক্ষর করেছেন?

মূর্ত্তাজা। স্বাক্ষর না নিয়ে আমি ছাড়িনি; শুধু মুখের কথায় কে বিশ্বাস করে? সকলেই একবাক্যে ব'লেছেন, আপনার জননীর যে সম্পত্তি, তাঁর ধনাগারে যে সঞ্চিত অর্থ, সে সমস্তই আপনার পিতার; তাতে তাঁর কোন অধিকার নাই। আপনার পিতা বড় বেগমের নামে সমস্তই বেনামা ক'রে রেখেছিলেন। আপনার প্রয়োজন হ'লে আপনি অনায়াসে আপনার জননীর সম্পত্তি ও অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। এই নিন্, রাজ্যের প্রধান প্রধান মোল্লাগণের স্বাক্ষরিত একরারনামা।

আসফ। আমি এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেম। জানেন তো আমার মা'র ব্যবহার? সাদাত আলি তাঁর বাধ্য, মনে করেছিলেন, তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনিই কর্ত্তৃত্ব করবেন। তবু আমি সমস্ত জেনেও তাঁর প্রতি, কি সাদাত আলির প্রতি কঠোর শাসন কিছুই করিনি; সামান্য কারাগারের পরিবর্ত্তে আমার জননীর ফয়জাবাদের প্রাসাদেই বন্দী রেখেছি মাত্র।

মূর্ত্তাজা। সাদাত আলিকে আর বড় বেগমকে একই প্রাসাদে রাখা রাজনীতির দিক দিয়ে দেখলে ঠিক সঙ্গত হয়নি। নানারূপ অহিতকর পরামর্শের সুযোগ, তাঁরা যথেষ্টই পাচ্ছেন।

আসফ। তা আমি জানি; কিন্তু প্রজারা মা'র প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, প্রথম সিংহাসনে ব'সেই কঠোরতা অবলম্বনে আমি সাহস পাইনি। কিন্তু এখন আমার পথ পরিষ্কার। রাজধানীতে শত্রুর সঙ্গে বাস শ্রেয়ঃ নয় ব'লেই আমি ফয়জাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে রাজধানী উঠিয়ে এনেছি। আমার মা'র অর্থে আমি হাত দিতেম না; কিন্তু কি ক'রব, এই নূতন রাজধানী নির্ম্মাণে প্রায় চার কোটী টাকা ব্যয় হ'ল। অর্থ চাই। পাছে লোকে নিন্দা করে, আমায় দোষ দেয়; সেই জন্যই তো মোল্লাদের অনুমতি নিয়ে আমি মা'র সম্পত্তি গ্রহণ ক'রতে যাচ্ছি।

মূর্ত্তাজা। হাঁ, এতে আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।

আসফ। আপনি আমার আদেশ আর এই স্বাক্ষর-পত্র নিয়ে যান। তিনি যদি স্বেচ্ছায় দেন তা হ'লে তো কোন গোলই নাই।

মূর্ত্তাজা। আর যদি বাধা দেন?

আসফ। বাধা দেন—ধনাগার লুণ্ঠন ক'রবেন, কিন্তু দেখবেন—যেন তাঁর অমর্য্যাদা না হয়।

মূর্ত্তাজা। রাজকোষে যেরূপ অর্থের অভাব, আমি ব'লছিলেম কি—ফয়জাবাদের খোর্দ্দমহলের ব্যয় মাসে দশ লক্ষ। অবশ্য স্বর্গীয় নবাব তাদের প্রতিপালন ক'রতেন; বাঁদী হ'লেও বেগমের মর্য্যাদায় তারা থাকত, কিন্তু এই অনর্থক ব্যয় বহনের প্রয়োজনীয়তা কি?

আসফ। কিছুই নয়; তবে চ'লে আসছিল, এ পর্য্যন্ত তাতে হস্তক্ষেপ করিনি। যদি ভাল বোঝেন, সে ব্যয়ও অনায়াসে বন্ধ ক'রতে পারা যায়।

মূর্ত্তাজা। হাঁ, অনর্থক কেবল আলস্য ও বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া।

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। বেরিলির দেওয়ান ব্যাস রায় সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

আসফ। ব্যাস রায়? তাকে আসতে বল।

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

মূর্ত্তাজা। আজ দু'বৎসর রোহিলা রাজ্যের রাজস্ব দিল্লীর সরকারে পাঠান হয়নি। আমার মনে হয় দেওয়ান কার্য্যে অমনোযোগী, কিংবা অক্ষম।

আসফ। এও এক বিপদ! চারিদিকেই অর্থাভাব, চারিদিকেই কেবল 'দাও' 'দাও', অথচ আয়ের অপেক্ষা আমার ব্যয় অধিক; কেউ চাইলে 'না' ব'লতে পারি না। বিশেষতঃ, গতবৎসর দুর্ভিক্ষে এক-চতুর্থাংশও খাজনা আদায় হয়নি। কি ক'রে যে রাজ্য রক্ষা করি তা বুঝতে পাচ্ছিনি।

মূর্ত্তাজা। আপনি যেরূপ অকাতরে দান করেন, তাতে অর্থাভাব হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

ব্যাস রায়ের প্রবেশ

ব্যাস। নবাব, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আসফ। কি সংবাদ, রায় সাহেব?

ব্যাস। হুজুর, দু'বৎসর খাজনা পাঠাতে পারিনি। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা—এই সবই তার প্রধান কারণ ছিল; কিন্তু এবারের অবস্থা আরও খারাপ। গত সনের দুর্ভিক্ষের জের এখনও মেটেনি, তার উপর বেরার, বেরুচ, রোহিলাখণ্ড, এই সমস্ত প্রদেশের প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে খাজনা দেওয়া একেবারে বন্ধ ক'রেছে।

মূর্ত্তাজা। সকল প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে, এর অর্থ কি? সকল

প্রজা কিছু একদিনে বিদ্রোহী হয়নি। সকলের বিদ্রোহী হবার সময় দেওয়া হয়েছে নিশ্চয় ; এতদিন কি রায় সাহেব নিদ্রিত ছিলেন, না তীর্থে গিয়েছিলেন ?

ব্যাস। তীর্থে যাবার আর অবসর হ'ল কৈ হুজুর? কুতুহার রাজ্যের ইজারা নেওয়া থেকে এ পর্য্যন্ত একটা না একটা বিপদ তো চলেইছে।

আসফ। টাকা পাঠাতে হ'লেই তোমাদের যত বিপদ। প্রজারা যে বিদ্রোহী হ'চ্ছে, এ সংবাদ এতদিন দাওনি কেন ?

ব্যাস। আজ্ঞে হুজুর, আমি ঘুণাক্ষরেও এ বিদ্রোহের সংবাদ পূর্ব্বে পাইনি। নানা অনুসন্ধানে সম্প্রতি সংবাদ পেয়েছি, ফয়জুল্লা নাকি এখান থেকে ফিরে গিয়ে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। দেশের সমস্ত গরীব চাষী, কুলী, মজুর, সব তার পক্ষে। তাকে ধরবার বিশেষ চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারিনি। আমি এ পর্য্যন্ত রটিয়েছি, যে প্রকৃত ফয়জুল্লা ব'লে পরিচয় দিচ্ছে সে জাল ; যে তাকে ধরতে পারবে, সে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি, প্রজারা তাকে লুকিয়ে রেখেছে। কুতুহারের রোহিলা আফগানরা হাফেজের নাম শুনলে কেঁদে উঠে। তারা বলে, জাল হ'ক আসলই হ'ক, যে ফয়জুল্লা ফিরে গেছে সেই তাদের রাজা ; আমার শাসন তারা মানতে চায় না।

আসফ। তাহ'লে এখন তুমি কি চাও ?

ব্যাস। আমার আরজী, হুজুর খাস পল্টন পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেন। কঠোর শাসন ভিন্ন তারা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার ক'রবে না।

আসফ। বেশ, তুমি আমলাখানায় অপেক্ষা কর ; আমার ব্যবস্থা পরে শুনবে।

ব্যাস। হুজুরদের নেড়ে চেড়েই খাচ্ছি। স্বর্গীয় নবাব বন্ধু ব'লে আমার হাতে হাত দিয়েছিলেন—উঃ, মনে ক'ল্লে এখনও শরীর রোমাঞ্চ হ'য়ে ওঠে! কি তাঁর দয়া—কি তাঁর দয়া! আর আপনি তো দয়ার অবতার—দয়ার অবতার! লোকে বলে "যদি না দেয় মৌলা, তো দেয় নবাব আসফউদ্দৌলা!" দিল্লীর জগদীশ্বরও এ উপাধি পাননি! দেখবেন, আমায় পায়ে রাখবেন। সেলাম হুজুর! সেলাম মন্ত্রি মহাশয়!

[প্রস্থান।

আসফ। বিপদের উপর বিপদ! এরও কারণ—আমার মা। শুনেছি তিনিই তো ফয়জুল্লাকে মুক্তি দেন। এ বিদ্রোহ দমন করা নিতান্ত প্রয়োজন। আপনি যান, আর বিলম্ব ক'রবেন না ; অর্থ চাই! মাতা পুত্রের বিরোধ—আপনাদের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়—আমার না যাওয়াই মঙ্গল।

[প্রস্থান।

মুর্ত্তাজা। শুনেছি অযোধ্যার বেগমের অনেক টাকা। তোমার না যাওয়াই মঙ্গল—অন্ততঃ আমার পক্ষে। যদি অর্দ্ধেক টাকাটাও পথে সরাতে পারি—দেখি খোদা কি করেন!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ফয়জাবাদ—খোর্দ্দমহল

সুজাউদ্দৌলার বেগমগণ ও খোজা নায়েব

১ম। আর আমরা কোন কথা শুনব না। ইজ্জৎ? কিসের ইজ্জৎ? দু'দিন হ'য়ে গেল, আজকের দিনটাও তো যায়। হয় আমাদের খেতে দাও, না হয় ফটক খোল, আমরা বাজার লুটব, সহরে আগুন ধরাব!

খোজা। মা সব, একটু স্থির হও; নবাবের বেগম তোমরা, এতে নবাবের অপমান। নবাব আসফউদ্দৌলা তোমাদের খোরাকী বন্ধ ক'রেছেন, কিন্তু আমি তাঁর কাছে আবার আরজী পাঠিয়েছি। যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার অর্দ্ধেক ক'রে পেলেও আমি তোমাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করতে পারব এই জানিয়েছি, দেখি কি উত্তর আসে।

২য়। পেট ইজ্জৎ বোঝেনা, ছেলেগুলো সব না খেয়ে ধুঁকছে, যা, ছিল গহনা পত্র, কাপড় আসবাব, সব বেচে এই একমাস চ'ল্ল। একটা চিলিমচে নেই, পানের ডিবে নেই, যে বেচে এক মুটো চাল পাই। আর নবাবের ইজ্জৎ নয়, চল—চল—সব বাজার লুট করি।

খোজা। কি বিপদেই পড়লেম। পাঁচশো বেগম—তাদের ছেলে মেয়ে—সত্যইতো, না খেয়ে আর কদিন বাঁচতে পারে! কি করি? কি করি?

সকলে। যে আটকাবে তাকে খুন ক'রব! ভাঙ্গ ভাঙ্গ, ফটক

ভাঙ্গ! খেতে দিতে পারেনা, আবার বলে ইজ্জৎ! আমাদের আবার ইজ্জৎ কি? আমরা তো বেগম নই, বাঁদী—নবাবের আসবাব! নবাব ম'রে গেছে, আমাদের আর ইজ্জৎই বা কি?

জনৈক বালকের প্রবেশ

বালক। মা তুই আয়, ঐ দেখ্‌না, রাস্তার ধারে দোকানে কত খাবার, তবে খাবার নেই খাবার নেই—বলিস কেন? জমাদার! ঐ তো কত খাবার র'য়েছে, এনে দাওনা আমরা খাই, ক্ষিদেয় যে ম'রে গেলুম!

২য়। রাস্তা দিয়ে যে যাবে তাকে খুন ক'রব—মার্—মার্—পাথর ছুঁড়ে মার্। ওরা খেয়ে হাঁসফাঁস ক'রতে ক'রতে যাবে, আর আমরা শুকিয়ে মরব? মার—মার—ধ'রে মেরে ফেল্—মেরে ফেল্!

৩য়। এই বকশীটাকে আগে মার্। নায়েব হ'য়েছে? খেতে দিতে পারে না—নায়েব হ'য়েছে!

খোজা। মা সব! আমায় মার, কাট—এ আর দেখতে পারিনি, কিন্তু তাতেও তো তোমাদের পেট ভরবে না।

(নেপথ্যে)। এই, খোর্দ্দমহলের ছাদ থেকে সব পাথর ছুঁড়ছে, রাহী সব খবরদার!

(নেপথ্যে)। দোকান পাট সব বন্ধ কর—দোকান পাট সব বন্ধ কর।

(নেপথ্যে)। এই, বড় বেগমের তাঞ্জাম যাচ্ছে, হঠ যাও—সব হঠ যাও।

খোজা। এ কি! বড় বেগম সাহেবার তাঞ্জাম? যাই—যাই, ফটক খুলে দিইগে। মা, সব, একটু স্থির হও, একটু স্থির হও। আমি আসছি।　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

১ম। না না, যেতে দিসনি, যেতে দিসনি, পালাবে—যায়, যায়!

২য়। ঐ ফটক খুলেছে,—চল চল, বেরিয়ে পড়ি, বেরিয়ে পড়ি!

বউ বেগমের প্রবেশ

বউ। এ কি! সর্ব্বনাশ! এদের এমন অবস্থা হয়েছে, এ কথা তো আমায় কেউ জানায়নি! আর আমাকে কেই বা গ্রাহ্য করে, কেই বা জানাবে?—বহিন সব, স্থির হও। ভুলে যেওনা যে তোমরা নবাবের মহিষী। নবাব আদর ক'রে, যত্ন ক'রে, তোমাদের এখানে স্থান দিয়েছিলেন; তোমাদের আবরু, খুইয়ে, সেই নবাবের ইজ্জৎ নষ্ট কোরো না।

১ম। আমরা ক্ষিদেয় মরি, দু'দিন হ'য়ে গেল, কেউ আমাদের খেতে দেয়নি। এক মাস থেকে এই রকম চ'লছে, কোন দিন দেয়, কোন দিন দেয় না।—আমরা বাজার লুটব—বাজার লুটব!

বউ। উঃ! কি সর্ব্বনাশ! নবাব! নবাব! উপর থেকে চেয়ে দেখ, তোমার ক্রীড়া-সঙ্গিনী তোমার আদরিণী শত শত রমণী, ফুলের আঘাতে যারা মূর্চ্ছা যেত, তাদের কি দুর্দ্দশা! বহিন সব! আপন আপন মহলে যাও; স্থির হও, আজ থেকে আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের ভার নিলেম। আজ থেকে, আমার যা কিছু অর্থ সম্পত্তি, সে সমস্ত তোমাদের আর তোমাদের মত হতভাগিনী যারা—তাদের জন্য আমি দান কল্লেম। ক্ষুধার জ্বালায় আর যেন তোমাদের কাতর হ'তে না হয়, ইজ্জৎ বিসর্জ্জন দিতে না হয়, স্ত্রীলোকের লজ্জা সম্ভ্রম ভাসিয়ে দিতে না হয়! বকশী! এখনি আমার মহলে যাও, আমি চিঠি দিচ্ছি; বাজারের সমস্ত দোকানদারদের বলগে, খোর্দ্দমহলের জন্য যা কিছু

প্রয়োজন, সবাই যেন বিনা আপত্তিতে এখনি সরবরাহ করে, যত মূল্য হয় আমি তা পরিশোধ ক'রব।

২য়। খোদা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমাদের বাঁচালে, তুমি আমাদের বাঁচালে, আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা কল্লে!

সকলে। জয় বড় বেগমের জয়!

রক্তাক্ত দেহে একটী শিশুর প্রবেশ

শিশু। মা, মা! কোথায় মা? মাথায় বড্ড লেগেছে, রক্ত পড়ছে, আমি চোখে আ'র দেখতে পাচ্ছিনি।

৩য়। বাপ! বাপ! এ কি! কে এমন দশা ক'ল্লে?

বউ। (শিশুকে কোলে লইয়া) তাইত! কি সর্ব্বনাশ! কি ক'রে লাগল? জল নিয়ে এস—জল—জল! আমি মাথাটা বেঁধে দিচ্ছি—একটু জল! (নিজের ওড়না ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলেন)

২য়। এই জল এনেছি—জল এনেছি!

শিশু। উঃ! বড্ড জ্বালা কচ্ছে!

বউ। কি ক'রে লাগল?

শিশু। একটা খোজা পাহারা ইট মেরে আমার মাথাটা ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি ফটক খুলে রাস্তায় যাচ্ছিলুম, সে মারলে।

বউ। বকশী! দেখ, কোন্ নৃশংস পশু এই দুধের বালককে মেরেছে। সে জানেনা যে কার গায়ে হাত তুলেছে? এ কে? এ নবাব সুজাউদ্দৌলারই পুত্র। দেখ সে কে—সে কঠোর শাস্তির যোগ্য। নাও বহিন, তোমার ছেলেকে কোলে নাও, চল, একে শুইয়ে রেখে আসি। বকশী, যাও, হাকিমকে সংবাদ দাও, এই বালকের চিকিৎসা ক'রতে হবে। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বেরিলি—দেওয়ানের বাটী

[দেওয়ান নিদ্রিত]

গুজারীর প্রবেশ

গুজারী। ওগো ওঠ, ওঠ, ঘুমুচ্ছ কি? বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছে।

ব্যাস। ডাকাত প'ড়েছে কি? সেপাই শাস্ত্রীরা সব কোথায়? মালখানার চাবী?

গুজারী। ঐ মালখানার চাবী চাবী ক'রেই তো কপাল পুড়ল! ঐ হল্লা শুনতে পাচ্ছনা? ঐ বন্দুকের আওয়াজ?

ব্যাস। না না—সহরের বুকে—ধরতে গেলে আমিই তো এখন রাজা, আমার বাড়ীতে কি ডাকাত প'ড়তে পারে? বোধ হয় সরকারী সিপাই এল, তারই আওয়াজ। শালারা সব বিদ্রোহী হয়েছে, এইবার সব মজা বুঝবে! সরকারী সিপাই, সব কচাকচ্—কচাকচ্!

গুজারী। তুমি আফিং খেয়ে ঝিমোও, আর কচাকচ্ কর। যে বন্দুকের আওয়াজ, পিলে চম্‌কে যায়। ওঠ, দেখ, কি হ'ল?

ব্যাস। হবে আর কি! সরকারী সিপাই—সব কচাকচ্ কচাকচ্।

(নেপথ্যে)। পাহারাদার সব হুঁসিয়ার! ডাকু আয়া—ডাকু আয়া!

ব্যাস। এঁ্যা! সত্যি ডাকাত না কি?

গুজারী। সত্যি মিথ্যে এইবার বোঝ; আমি তো সিঁড়ি বেয়ে ইঁদারায় নেবে প্রাণটা বাঁচাই, তুমি মালখানার চাবী সামলাও।

[প্রস্থান।

ব্যাস। গিন্নি! গিন্নি! ও গিন্নি!—আর গিন্নি! আমি ম'রব, আর তুমি ইঁদারায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাবে? এই না ব'লতে আমি ম'লে তুমি সহমরণে যাবে?

(নেপথ্যে গুজারী)। সে তুমি ম'লে; জ্যান্তেতো নয়—আগে মর, তার পর দেখা যাবে?

ব্যাস। উঃ! একেই বলে কলিকাল! দাঁড়াও, এ যাত্রা রক্ষে পাই, তার পর গিন্নি-টিন্নী আর মানব না—সব কচাকচ্।

(নেপথ্যে)। আল্লা আল্লাহো! কোন্ ঘরে? কোন্ ঘরে?

ব্যাস। সত্যিই তো ডাকাত! সেপাইরা সব কোথায়! এই জমাদার—সহর কোতোয়াল!

জমাদারের প্রবেশ

জমা। হুজুর!

ব্যাস। এ কি! তোমরা থাকতে বাড়ীতে ডাকাত প'ড়ল? কি এ সব?

জমা। আজ্ঞে হুজুর পড়েনি, হ'য়েছে।

ব্যাস। তার মানে কি? কি বলছ?

জমা। হুজুর! বন্দুক উল্টে ধ'রতে শিখিয়েছে। যারা লড়াই ক'রতে আসবে তাদের দিকে নয়, যারা হুকুম দেবে, তাদের দিকে ফিরিয়ে ধ'রতে। সহরের সব সেপাই পাহারা নবাবজাদা ফয়জুল্লার দিকে হ'য়েছে। তোমরা ব'লছ সে জাল, আমরা চিনেছি সেই আসল—তোমরা জাল।

ব্যাস। ওঃ বুঝতে পেরেছি, সব বিদ্রোহী, সব বিদ্রোহী! দাঁড়াও, সরকারী ফৌজ আসছে, এইবার সব যাবে, সব যাবে।

ফয়জুল্লা ও সিপাহিগণের প্রবেশ

ফয়। বেইমান্ দেওয়ান্! এতদিন পরে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার ফলভোগ কর!

ব্যাস। মেরোনা বাবা, মেরোনা, দোহাই বাবা! আমার বড় ভয়, ম'রতে পারব না, ম'রতে পারব না।

জমা। চিনতে পাচ্ছেন হুজুর, এই আমাদের আসল নবাব।

ব্যাস। হাঁ বাবা, এই আসল বাবা, আর সব নকল বাবা! দোহাই বাবা, আমায় মেরনা বাবা!

ফয়। কোথায় মালখানার চাবী?

ব্যাস। সব দিচ্ছি বাবা। চাবী, কাগজ, দপ্তর, সব ঠিক আছে—একটুও তছরূপাত হয়নি। হুকুমের চাকর বাবা। সুজাউদ্দৌলা হুকুম ক'রেছিল তাকে দিয়েছিলেম, আবার তুমি হুকুম ক'রছ তোমায় দিচ্ছি। নোকরীর এই ঝকমারি! কিন্তু দোহাই বাবা, আমায় মেরনা বাবা।

ফয়। কাপুরুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে নিয়ে এস। কাউকে হত্যা ক'রোনা। [প্রস্থান।

জনৈক সিপাই। (ব্যাসরায়কে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া লাথি মারিতে মারিতে) চল্ জুতোখোর!

ব্যাস। লাথি মার, কিন্তু দেখো বাবা—পৈতেয় পা লাগবে, পৈতেয় পা লাগবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ধ্বংসাবশেষ গ্রাম

একপ্রান্তে শিবির—অন্য প্রান্তে নরমুণ্ড-স্তম্ভ

আসফ ও হায়দার

আসফ। বিপদের উপর বিপদ! সাদাত আলি মুর্ত্তাজাকে হত্যা ক'রে পালিয়েছে। এদিকে বেরার, বেরুচ, বেরিলি—সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ। এর সমস্তেরই কারণ—আমার মা। তিনি ফয়জুল্লাকে মুক্ত ক'রে দেন, তার ফলে ফয়জুল্লা এ প্রদেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রেছে। সাদাত আলিকেও কঠোর শাস্তি দিতে পারিনি, শুদ্ধ মার জন্য।

হায়। এ দেশের বিদ্রোহীদের চরম শাস্তি হয়েছে। মূর্খ প্রজারা দেওয়ানকে হত্যা ক'রে মনে ক'রেছিল, ফয়জুল্লাকে বেরিলির সিংহাসনে বসাবে। হতভাগ্যেরা এই নরমুণ্ডের স্তম্ভ দেখে বুঝুক বিদ্রোহীর পরিণাম কি?

আসফ। বাদশাহী ফৌজের সাহায্য না পেলে আমরা এত শীঘ্র এ বিদ্রোহ দমন ক'রতে পারতেম না। কিন্তু তবু এ দৃশ্য অতি ভয়ানক!

হায়। বেরার, বেরুচে একজনও জোয়ান পুরুষ নাই। শুধু হাতে কামানের মুখে সব পঙ্গপালের মত ম'ল! তবে, বেরারে স্ত্রীলোকেরা শুনছি, তাদের স্বামী পুত্র ভাই যারা যুদ্ধে বন্দী হ'য়েছে—তাদের উদ্ধারের জন্য এবার লড়াই ক'রবে।

আসফ। এইটাই বাকী আছে—জেনানা ফৌজ!

হায়। গ্রাম সব অবরোধ করাই আছে; হাট বাজার দোকান সব বন্ধ। না খেয়ে আর কতদিন জেদ বজায় রাখবে? পেটের জ্বালায়

ফয়জুল্লাকে আপনারাই ধরিয়ে দেবে, তার উপর পুরস্কারের লোভ তো আছেই।

ফয়জুল্লার প্রবেশ

ফয়। ধরিয়ে দেবার মত বিশ্বাসঘাতক কেউ নেই নবাব! যারা জলের মত দেহের রক্ত দিয়ে, আমায় সাহায্য ক'রেছে, তারা পুরস্কারের লোভে আমায় ধরিয়ে দেবে না। আমি নিজেই ধরা দিতে এসেছি—আমায় বন্দী কর—হত্যা কর, তোমার ধ্বংসনীতির যবনিকা এইখানেই পড়ুক—এ পৈশাচিক দৃশ্য আর দেখতে পারিনি!

হায়। সত্যই তো ফয়জুল্লা! নবাব, হুকুম?

আসফ। বিদ্রোহীকে বন্দী কর—তার পর, বিচার ও শাস্তি।

হায়। প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ

একে বন্দী কর।

প্রহরী। যো হুকুম।

আসফ। ফয়জুল্লা, তোমার কীর্ত্তি দেখছ? মূর্খ নিরীহ প্রজা, তাদের বিদ্রোহী করেছিলে তুমি! ঐ নরমুণ্ডের স্তম্ভ তোমার কার্য্যের পরিণাম! মৃত্যুর পূর্ব্বে ভাল ক'রে দেখে যাও—জীবনের পরপারেও যেন এ স্মৃতি তোমার সঙ্গে থাকে! হায়দার বেগ দু'জন সেপাইকে ডাক—দু'জন একসঙ্গে গুলি করুক!

ফয়। আমিও এই চেয়েছিলেম নবাব! জিন্নৎ মনে ক'রে নারী হত্যা ক'রেছিলেম; তার ভাই—তার বাপ, আমারই জন্য তোমার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। আমাকেও হত্যা কর—আমি তাদের কাছে যাই।

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ

কর্ম্ম। হাজার হাজার স্ত্রীলোক তাঁবুর বাইরে জমায়েত হয়েছে।

আসফ। স্ত্রীলোক? তারা কি বলে?

কর্ম্ম। তাদের আরজী, ফয়জুল্লাকে আর তাদের আত্মীয় বন্দীদের হয়—নবাব মুক্তি দিন, না হয় স্ত্রীলোকদের হত্যা করুন। তাদের সঙ্গে হাতীতে একজন আছেন, তারা বলে তিনি তাদের রাণী।

আসফ। স্ত্রীলোকদের আবেদন পরে শুনব। সৈনিকদ্বয়, আগে ফয়জুল্লাকে গুলি কর।

[দুই জন সৈনিক ফয়জুল্লাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল
শ্বেত বুরখায় আপাদ মস্তক মণ্ডিত জনৈক স্ত্রীলোক
বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—]

আমাকে হত্যা না ক'রে কারও সাধ্য নাই যে ফয়জুল্লাকে গুলি করে!

আসফ। কে এ রমণী!

বউ। আসফ, চিনতে পাচ্ছ?

আসফ। এ কে! মা? তুমি এখানে?

বউ। মা ব'লে সম্বোধন ক'রতে এখনও পাচ্ছ? অথচ তোমারই আদেশে তোমারই মন্ত্রী মূর্ত্তাজা খাঁ আমার পুত্রতুল্য খোজা দোরাব আলির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রে, আমার প্রাসাদ লুণ্ঠন করে, আমাকে হৃতসর্ব্বস্বা ভিখারিণী করেছে। যে বক্ষে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে আমি স্বর্গসুখ উপভোগ ক'রেছি—যে বক্ষে তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছি—যে বক্ষের রসে তোমার জীবন—জননীর সেই বক্ষে—পুত্র তুমি—কি আঘাত দিয়েছ তাকি বুঝতে পাচ্ছ?

আসফ। কিন্তু মা, আমি তো মূর্ত্তাজা খাঁকে বলিনি, যে তোমার ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার ক'রে তোমার প্রাসাদ লুণ্ঠন ক'রতে! আমি তাকে আদেশ দিয়েছিলেম, মোল্লাদের আদেশ পত্র তোমায় দেখিয়ে তোমার ধনাগার ন্যায়তঃ অধিকার করবার জন্য। তা হ'লে দেখছি সাদাত আলি মূর্ত্তাজাকে হত্যা ক'রে তার প্রতি উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে।

বউ। সাদাত আলি আমার গর্ভের সন্তান না হ'য়েও পুত্রের কার্য্য করেছে, আর তুমি আমার পুত্র হ'য়েও আমার মর্য্যাদা রাখনি। কিন্তু তাতেও আমার আক্ষেপ ছিল না; তারপর, সহস্র সহস্র রমণীর কাতর আবেদন যখন আমার কাণে পৌঁছল, যখন শুনলেম তোমার অত্যাচারে তারা স্বামীহারা, পুত্রহারা, সহোদরহারা, তোমার নৃশংস কর্ম্মচারীর উৎপীড়নে তাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, তৃষ্ণার জল নাই, লজ্জানিবারণের বস্ত্র নাই, মাথার উপর আচ্ছাদন নাই—তখন আর স্থির থাকতে পাল্লেম না—এখানে ছুটে এলেম। ছুটে এলেম—পুত্র—তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে। আসফ! ভিখারিণী আমি, আমায় ভিক্ষা দাও।

আসফ। বল মা, কি চাও?

বউ। এই ফয়জুল্লার প্রাণ, আর তোমার কারাগারে যাদের বন্দী ক'রে রেখেছ, তাদের মুক্তি।

আসফ। কিন্তু মা, এরা যে বিদ্রোহী!

বউ। বিদ্রোহী এরা নয়—বিদ্রোহী তুমি।

আসফ। আমি বিদ্রোহী?

বউ। হাঁ, তুমি বিদ্রোহী।

আসফ। যারা আমার দেওয়ানকে হত্যা করেছে, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে, তাদের শাসন ক'রবনা ?

বউ। ঐ শত শত দগ্ধ কুটীর—ঐ শবাকীর্ণ প্রান্তর—আর ঐ তোমার শিবিরের বাহিরে—সহস্র সহস্র অনাথিনী নারী—এদের দিকে চেয়ে—উপরে ঈশ্বর—সম্মুখে আমি, তোমার জননী—নিজের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, এই রকম ক'রে কি শাসন ক'রতে হয় ? এই হিন্দুস্থানের এক প্রসিদ্ধ জনপদের নবাবী ক'রছ তুমি—পারস্য দস্যুর নাদির শার আদর্শে ? যে দেশের রাজা প্রজারঞ্জনের জন্য স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, সত্য পালনের জন্য ছায়ার ন্যায় অনুগামী ভাইকে বর্জ্জন করেছিলেন ; যে দেশের রাজকুমার পিতৃসত্য পালনের জন্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে চিরকুমার ব্রত ধারণ করে ছিলেন, যে দেশের মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য স্বহস্তে পুত্রের প্রাণ বলি দিয়েছিলেন—সেই দেশের প্রজাকে শাসন করবে পশুর মত ? আসফ ! আসফ ! তোমার শাসন-দণ্ড সংযত কর।

হায়। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ ! দুর্ব্বলচিত্ত নবাব যদি তার মার কথা শুনে নরম হয় ! (প্রকাশ্যে) মা ! আপনি অসূর্য্যম্পশ্যা দেবী ; আপনি উত্তেজনা বশে বেগমের আবরু নষ্ট করবেন না।

আসফ। সত্যই মা, তুমি রাজধানীতে তোমার প্রাসাদে ফিরে যাও ; কতকগুলো গরীব চাষাদের জন্য তোমার ইজ্জৎ নষ্ট কোরোনা। আমি শুনেছি, ফয়জুল্লাকে একবার তুমি মুক্তি দিয়েছিলে। এবার সে বিদ্রোহী হ'লেও, তোমার সম্মানের জন্য আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি ; কিন্তু মুক্তি দিচ্ছি এই সর্ত্তে, যে তিনদিনের মধ্যে যেন সে আমার রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হয়।

বউ। বেশ তাই হ'ক। তোমার পিতৃরাজ্য হ'তে ফয়জুল্লা নির্ব্বাসিত হ'ক; কিন্তু আমার পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্ত একটু সামান্য জায়গীর আছে—রামপুর—আমি ফয়জুল্লাকে সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত ক'রব। তাতে তো তোমার কোন আপত্তি নাই?

আসফ। কোন আপত্তি নাই, যদি ফয়জুল্লা মিত্রভাবে সেখানে থাকবে এই সন্ধিতে আবদ্ধ হয়।

ফয়। এ আমার মুক্তি না মৃত্যু! কিন্তু যাই হোক, সে বিবেচনার সময় নেই। মা, তুমি দু'বার আমার জীবন ভিক্ষা দিলে, কি বলে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রব? তুমি শুধু আসফের মা নও আমারও মা; সেই অধিকারে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল তোমার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে যতদিন বাঁচব আসফউদ্দৌল্লার সঙ্গে মিত্র ভাবেই ব্যবহার ক'রব।

বউ। আর তোমার কারাগারে যারা বন্দী আছে?

হায়। ভদ্রলোক কেউ নাই, কতকগুলো চাষা আছে।

বউ। চাষা ব'লে তাদের অবজ্ঞা কোরোনা হায়দার। তারাই রাজ্যের প্রাণ!—আসফ! যদি তোমার রাজত্বকে সুদৃঢ় করতে চাও, তাহ'লে ঐ নিরক্ষর গরীব চাষাদের পালন ক'রে তাদের মনুষ্যত্বকে জাগরিত কর। ধরিত্রী যে আজ শস্যময়ী, পুষ্পময়ী, প্রাণময়ী—সে ঐ গরীব চাষাদেরই কল্যাণে। তাদের ঘৃণা কোরোনা—তাদের বুক দিয়ে রক্ষা কর, পালন কর। সহানুভূতির অমৃসিঞ্চনে তাদের আপনার কর।

আসফ। হায়দার! বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও। চল মা, মাতাপুত্রে একসঙ্গে গৃহে ফিরি। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন তুমি আমার পরিবর্ত্তে সাদাত আলিকে সিংহাসন দিতে চেয়েছিলে।

বউ। বৎস! যদি তা বুঝে থাক, তাহ'লে আমার ব্রত আজ কতক সার্থক! কিন্তু আসফ আর আমি গৃহে ফিরব না। তুমি আমার অর্থ লুণ্ঠন ক'রে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছ, আমি মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার একটা কার্য্য বাকি আছে। তোমার পিতার কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নি। আমি যে অশান্তিতে বাস করি আসফ, এ সংসারে কেউ তা জানে না।

দোরাবআলির প্রবেশ

দোরাব। মা! যে কার্য্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন, দাস তাতে কৃতকার্য্য হয়েছে।

বউ। কৃতকার্য্য হয়েছ? তুমি দীর্ঘজীবি হও। আসফ, আর আমার গতিরোধ কোরো না। দেখি যদি খোদার আশীর্ব্বাদে হারাণো শান্তিকে আবার ফিরে পাই।

ফয়। কিন্তু মা, আমি তোমার অনুগামী হব।

বউ। আসফ! সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি যেন এর পরে লোকে তোমায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি ব'লে তোমার গুণ কীর্ত্তন করে।

আসফ। তা হ'লে আজ আমি কি সত্যই মা হারালেম?

বউ। মা হারালে না—আজ হারাণো মাকে ফিরে পেলে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পার্ব্বত্য বন-ভূমি

বাহার ও আজিমন

বাহার। ভাই, তুমি একা এখানে একটু খেলা কর, আমি একাই ভিক্ষা ক'রে নিয়ে আসি, রোদ্দুরে তোমার বড় কষ্ট হবে।

আজি। রোজ তো দু'জনে যাই, গান ক'রে ক'রে ভিক্ষে করি, আজ তুমি একা যাবে কেন?

বাহার। বাদশা'র চর চারদিকে ঘুরছে, আর দু'জনে যাব না; যদি সন্দেহ ক'রে ধরে, আমাকেই একা ধ'রবে—তুমি তো তবু বাবার কাছে মা'র কাছে থাকতে পারবে।

আজি। হাঁ, দাদা, গফুর ভাই আর এখন আসে না কেন?

বাহার। আসে; এক একদিন অনেক রাত্রে লুকিয়ে আসে। আমরা যে এখানে আছি যদি কেউ জানতে পারে, সেই ভয়ে গ্রাম থেকে আসতে সে সাহস করে না।

আজি। আগে তো গফুর দাদা খেতে দিত, আমাদের ভিক্ষে করতে হ'ত না, এখন গফুর দাদা খেতে দেয় না কেন?

বাহার। গফুর দাদা কোথায় পাবে? সে যে আমাদের চেয়েও গরীব।

আজি। দূর, আমাদের চেয়ে গরীব আর কোথাও কি আছে? জঙ্গলে থাকি, পাহাড়ের ভিতরে লুকিয়ে, ভিক্ষে ক'রে খাই। হাঁ দাদা, পাহাড়ের ভেতরে অমন ঘর কোত্থেকে হ'ল?

বাহার। বোধ হয় পূর্ব্বে কোন ফকীর ওখানে তপস্যা করতেন, এ তাঁরই গুহা।

আজি। ঠিক যেন আমাদের জন্তেই তৈরী ক'রে রেখেছিল; না থাকলে কোথায় লুকিয়ে থাকতুম?

বাহার। খোদা একটা না একটা উপায় ক'রে দেন।

আজি। আর এক সুবিধে, বড্ড জঙ্গল ব'লে এদিকে কেউ আসে না, নইলে এদ্দিন আমাদের ধ'রে ফেলত। হাঁ দাদা, আমাদের ধরবে কেন, আমরা কার কি করেছি?

বাহার। ভাই, এই নবাবীর পরিণাম! বড় গাছ যখন পড়ে, এমনি ক'রেই পড়ে। আকাশে মাথা ঠেকত, এত উঁচু—তারপর শেয়াল কুকুরে মাড়িয়ে যায়!

আজি। আমরা কদ্দিনে বড় হব? মা বাবার এ কষ্টতো আর দেখতে পারিনি দাদা।

বাহার। বাবা একটু ভাল হ'লেই আমরা নেপালে যাব, সেখানে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। সেখানে সেপাই হ'ব, যুদ্ধ করতে শিখব; তারপর খুব বড় বীর হ'য়ে দুই ভাইয়ে বাঙ্গলায় ফিরে এসে, আমাদের যারা এই দশা ক'রেছে, তাদের শিক্ষা দেব—চিরদিন কখনও সমান যায় না।

আজি। কতদিনে বড় হব? খোদা দু'দিনে বড় ক'রে দেন না?

বাহার। বেলা হয়ে যাচ্ছে, তুমি একটু লুকিয়ে থেকো, কি জানি যদি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে! আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। ভিক্ষেয় না বেরুলে,—ঘরে তো কিছু নেই,—সবাইকে আজ উপোস করতে হবে। কাল একজন দু'খানা পোড়া রুটী দিয়েছিল, তাই খেয়ে সবাইকে কাটাতে হয়েছে।

আজি। তুমি যাও, তোমার কোন ভয় নেই, এদিকে তো কেউ আসে না! আর দু'ভাইয়ে যে ফন্দী ক'রেছি, ভাগ্যিস দু'খানা বাঘের চামড়া ছিল। শীতও ভাঙ্গে, আর যে জঙ্গল, বাঘের ভয়ে কেউ এদিকে আসে না! তুমি যাও, দেরী কোরোনা, শীগ্‌গির ফিরে এস।

বাহার। তাহ'লে আমি ভাই, ভগবানকে ডেকে ভিক্ষেয় যাই।

[উভয়ের গীত]

আয় খোদা করুণা তোমারি।
তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
দুঃখের দিবস গুজারি॥
আগে চলে আলো পিছনে আঁধার,
দুনয়নে ঘুরে হাসি অশ্রুধার!
সুখ দুঃখ মাঝে থেক' মন মাঝে,—
ভুল'না ভুল'না নাথ অনাথ ভিখারী।

আজি। তুমিও ভিক্ষেও যাও, আমিও রোজ যেমন ক'রে সকলকে ভয় দেখাই, তেমনি করি।

[প্রস্থান।

বাহার। ভাই আমার কি সরল—কি ধীর! নীরবে এই কষ্ট সহ্য করে, একদিনও মুখ ফুটে বলে না যে "আর পারি না!" বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তিনি কখনও মাকে মারতে যান, কাটতে যান, আবার কখনও বালকের মত কাঁদেন! ভাইটি আমার দেখে ফ্যালফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে, কাঁদেনা, বোধ হয় চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে। যাই, আর দেরী করব না, ক্রমশঃ বেলা হয়ে যাচ্ছে। খোদা! খোদা! ভাইটিকে আমার দেখো!

[প্রস্থান।

অপর দিক হইতে একটী ব্যাঘ্রশাবকের প্রবেশ।

একটা পাথর লইয়া খেলা করিতে করিতে যেন কাহার পদশব্দ লক্ষ্য করিল; এদিক ওদিক দেখিয়া একটা ঝোপের অন্তরালে লুকাইল। হঠাৎ গুলির শব্দ হইল। আজিমন মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল— "দাদা! দাদা! আমায় মেরে ফেল্লে!"

জনৈক শীকারীর প্রবেশ

শীকারী। মানুষের মত কে চেঁচালে! একটা ভিখারীর ছেলে তো চ'লে গেল দেখলুম। বনেও ভিখিরী! বাঘটাকে কিন্তু ঠিক গুলি ক'রেছিলুম। এই ঝোপটার ভেতরে ঐ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে—এখনও আছে—মরেনি। আর গুলি নয়, দিই এই তরওয়ালের চোপ বসিয়ে। বাঘটা বড় নয়—ছোট। অগ্রসর হইল—

আজি। দাদা, ফিরে এলে?

শীকারী। অ্যাঁ! এ কি তবে বাঘ নয়? তবে—তবে—কি কল্লুম? (তাড়াতাড়ি আজিমনকে ধরিয়া তুলিল)

আজি। দাদা, হাঁপিয়ে যাচ্ছি, আমার মুখটা খুলে দাও।

শীকারী। (উপরের চর্ম্ম খুলিয়া দেখিয়া) অ্যাঁ এ কি! এ যে বালক!

আজি। কে তুমি? আমার দাদা নও? তুমি আমায় মাল্লে?

শীকারী। উঃ! বালক হত্যা কল্লুম! যদি ধরা পড়ি, আমাকেও তো মরতে হবে! এরতো আর বাঁচবার কোন আশা নেই, গুলি পাঁজরা ভেদ করেছে! আমি তো পালাই! আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, আমি বাঘ মনে ক'রেই গুলি করেছিলুম!

আজি। দাদা, দাদা!

বাহারের পুনঃপ্রবেশ

বাহার। বনে গুলির আওয়াজ হ'ল কেন? কোনদিন তো হয় না! আজিমনের গলা শুনলুম না? আজিমন, ভাই—ভাই! ছুটে পালিয়ে গেল—ও কে?

আজি। দাদা, এসেছ? আমি মরি।

বাহার। (ছুটিয়া গিয়া আজিমনকে কোলে লইয়া) ভাই, ভাই! কে এ সর্ব্বনাশ কল্লে? এই যে আমি খোদার উপর তোমার ভার দিয়ে ভিক্ষে করতে গেলুম, এর মধ্যে এ সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে?

আজি। রোজই তো এমনি বাঘ সেজে খেলা করি, লোককে ভয় দেখাই, আজ একটা শীকারী বাঘ মনে ক'রে গুলি ক'রেছে। সে ছুটে পালাল, আমায় আর দেখ্‌লে না। ভাগ্যে তুমি এসেছ দাদা—বুক শুকিয়ে গেল—একটু জল—অন্ধকার দেখছি—আর তোমায় চিনতে পাচ্ছিনি—দাদা!

বাহার। ভাই, ভাই! আমায় ফেলে চলে গেলে? দুই ভাই ভিখিরী হয়েছিলুম—নবাব মীরকাসেমের দুই ছেলে,—তার একটী বনে শীকারীর গুলিতে প্রাণ হারালে—আর আমি এখনও বেঁচে রইলুম কেন ভাই? ওরে কে আমার ভাইকে গুলি ক'রেছিস্—আয়—আয়, আমায়ও গুলি কর্—তোর পায়ে পড়ি আমায়ও মেরে ফেল্। দুই ভাই—এক সঙ্গে ভিক্ষে করতুম, এক সঙ্গে মরি।

আজি। দাদা, মা'র সঙ্গে দেখা হ'লনা। বাবার সঙ্গে দেখা হ'লনা! তুমি তাদের বোলোনা আমি মরে আছি, তারা বড় কাঁদবে! বোলো—আমি হারিয়ে গেছি। বড় তেষ্টা, একটু জল দিতে পাল্লে না? দাদা! দাদা! (মৃত্যু)

বাহার। আজিমন, আজিমন! ভাই, ভাই আমার! তোমায় বনে হারিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে মা'র কাছে যাব? ভাই, ভাই! রাত্রে আমার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতিস্—আয়, আমার বুকের ওপর ঘুমো, মাটীতে প'ড়ে কেন ভাই! আয় আয় আমার বুকের নিধি বুকে আয়!

[বক্ষে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

পার্শ্বস্থ গুহা

গুলনেয়ার ও জিন্নৎউন্নিসা

গুল। ছেলে দু'টো আজ এখনও ফিরছে না কেন? অনেকক্ষণতো গেছে; এত দেরী তো কোন দিন হয় না!

জিন্নৎ। হাঁ মা আর কত দিন এখানে এমনি ক'রে চলবে? আর আমিই বা কতদিন তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকব? এখনতো বেশ সেরেছি, আরতো আমার অসুখ নাই, এইবার আমায় ছেড়ে দাও, নিজেও ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে দেখি।

গুল। এতদিন এখান থেকে তো যেতাম মা। তোমার সঙ্গে মাঠে হঠাৎ দেখা হ'ল, তুমি চলতে গিয়ে মূর্চ্ছা গেলে; তারপর তোমার যেমনি জর, তেমনি বিকার—প্রলাপ বকতে; তাতেই তোমার পরিচয় পেলেম তুমি কে? তার পর, খোদার কৃপায় তুমি একটু একটু করে সেরে উঠলে। আমরা ভিখিরী, আবার আমাদের জন্য তুমিও

ভিখিরী—এমন মিলন খোদার রাজ্যে খুব কমই হয় মা! আমার বাহার আজিমন ভিক্ষে ক'রে আনে, আমরা খাই। গফুর লুকিয়ে আনে —কোন দিন চলে, কোন দিন উপবাস করি। গলগ্রহ—বলছিস কি? তোদের মন্দগ্রহ—আমরা! এমনি ক'রে যে ক'দিন যায়! ভাবি, একদিনও কি এর শেষ হবে না।

জিন্নৎ। নবাবতো ব'লেছিলেন আমরা নেপালে যাব, সেখানে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না, তাই এতদিন গেলে না কেন?

গুল। যাবার তো সবই ঠিক হ'য়েছিল, কিন্তু তাতেও তো অদৃষ্ট বাদী হ'ল। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হ'লেন। বেশ থাকেন, মাঝে মাঝে চৈতন্য হারান। গফুর বলে, এ অবস্থায় যাওয়া নিরাপদ নয়।

জিন্নৎ। গফুরও তো ক'দিন আসেনি, সেই নবাবের একখানা পুরাণো শাল নিয়ে গেল, ব'লে গেল সেইটে বেচে যা কিছু পায় নিয়ে আসবে। সেও তো আজ ক'দিন হ'ল।

গুল। বোধ হয় এখনও বেচতে পারে নি। তার পর, তার পর, তাকেও তো লুকিয়ে আসতে হয়, গ্রামের লোক না জানতে পারে? বাদশার হুকুম, যে নবাবকে ধ'রে দেবে, সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে; কাজেই তাকে বুঝে সুঝে আসতে হয়।

জিন্নৎ। গফুরের মত বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে হয়—এ গফুরকে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হ'ত না। সে না থাকলে এতদিন কবে নবাব ধরা পড়তেন।

গুল। যে জগদীশ্বর নবাবকে ভিখিরী করেছেন, সেই জগদীশ্বরের দান গফুর। দুঃখ তিনিই দেন—কল্পনার অতীত দুঃখ—আবার—সে দুঃখ সহ্য করবার সামর্থ্য তিনিই আগে থেকে দিয়ে রাখেন। আর দেন

গফুরের মত অবলম্বন—কল্পনার অতীত মানুষ—নরের আকারে দেবতা! নইলে এতদিন যে পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হ'ত!

জিন্নৎ। তা ঠিক; সহ্য করবার ক্ষমতা যদি খোদা না দিতেন, তাহ'লে এতদিন তোমরাও বাঁচতে না আর আমরাও বাঁচতেম না—আর—নবাবের ছেলেরা ভিক্ষে ক'রে এনে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারত না।

গুল। সত্য মা! দুঃখেরও সীমা নেই, সহ্যেরও সীমা নেই। তাই, যে সহ্য করতে পারে তার কাছে দুঃখের কোন মূল্যই নাই।

জিন্নৎ। বেলা পড়ে এল, আমি যাই এই বেলা ঝরণা থেকে জল এনে রাখি।

[প্রস্থান।

গুল। বেলা পড়ে আসছে—জীবনের বেলা কবে পড়্‌বে?

(নেপথ্যে মীরকাসেম)।—গফুর আলি! গফুর আলি!

গুল। এই যে নবাব উঠেছেন। আজ যে আবার সেই ভাব দেখছি। খোদা, খোদা! নবাবকে প্রকৃতিস্থ কর।

মীরকাসেমের প্রবেশ

মীর। তুমি কে? গফুর কোথায়?

গুল। গফুর তো ক'দিন আসেনি।

মীর। তুমি কে?

গুল। স্থির হ'ও, ব'স, কেন অমন কচ্ছ?

মীর। নবাবী তিক্ত! ঠকিয়ে নেবে? ঠকিয়ে নেবে? সাধ্য কি! মীরজাফর বেইমানি ক'রে সুবে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পেয়েছিল, আমি কাসেম আলি—তার জামাই—বেইমানি ক'রে যদি সেই

সিংহাসন নিয়ে থাকি, দোষ কি? সে তো আমার ন্যায্য অধিকার! বেইমানের সঙ্গে বেইমানি ক'রেছি, ইমানদারের সঙ্গে নয়! তা থেকে কে আমায় বঞ্চিত করবে? তুমি? তোমাকে এখনি আমি হত্যা ক'রব!

গুল। তাই কর, আমি নিশ্চিন্ত হই।

মীর। কাঁদছ? কাঁদছ? চোখের জল ফেলে আমায় ভুলাবে মনে ক'রেছ? আর ভুলছিনি, তাতে আর ভুলিনি! আমিও কাঁদতে কাঁদতে বাঙ্গালার সীমানা ত্যাগ করেছিলাম, বিশ্বাসঘাতকের দল সে চোখের জল দেখে হেসেছিল। তাই—আজ আমার মুণ্ডের দাম লক্ষ মুদ্রা! ও চোখের জলে আর আমি ভুলছিনি। আমি তো যাব, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে বেইমানের বংশে কাকেও রেখে যাব না। তুমি মীরজাফরের মেয়ে—তোমাকে আগে হত্যা ক'রব।

(কেশাকর্ষণ করিয়া মারিতে উদ্যত)

গুল। আমায় একেবারে মেরে ফেল। আর যে আমি এ দেখতে পারি নি।

মীর। না, না—এ আমি কি করছি? তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি—আমি? আমি? ভাগ্যতাড়িত পদাহত মীরকাসেম? না—না—গফুরআলি! গফুরআলি! কোথায় গফুরআলি? আমায় বেঁধে রাখ। এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, হাতে বেড়ী দাও, পায়ে শিকল দাও,—নইলে কি জানি যদি স্ত্রীহত্যা করি—পুত্রহত্যা করি!

গুল। এই তো বুঝতে পাচ্ছ, তবে অমন কচ্ছ কেন?

মীর। কি জানি! আসে, তার গতিরোধ করতে পারিনি—তুমি দেখতে পাওনা, আমি দেখতে পাই। একটা ভূতের মত—একটা

দৈত্যের মত—একটা পিশাচের মত! আমার কাণে কাণে বল্লে—"যে যেখানে আছে—সব হত্যা কর—রক্তের নদী বয়ে যাক। বাঙ্গলার মাটী রাঙা হয়েছে, পলাশীর প্রাঙ্গণ রাঙা হয়েছে, নবাবী তক্ত রক্তের ঢেউয়ের উপর ভাসছে—এখানে বাকী থাকে কেন? বেইমানের বীজ যেখানে আছে নির্ম্মূল কর।

গুল। ছেলে দু'টো তোমার এ অবস্থা দেখলে ভয়ে কাঁটা হয়। আমার কি? আমার সয়ে গেছে, আমায় মার, কাট, কিছুই আসে যায় না; তাদের মুখ চেয়েও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কর।

মীর। চেষ্টা কি করিনি? অহরহ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছি! এমন যুদ্ধ বাঙ্গালায় করিনি, রোটাসে করিনি, বক্সারে করিনি। কিন্তু কি ক'রব, পাচ্ছিনি—পাচ্ছিনি! তোমাকে মিনতি করি, তোমার হাতে ধরে বলছি, তুমি আমায় মাফ কর। আমার জন্ম কত দুঃখ সহ্য করেছ তুমি—তুমি—নবাবের কন্যা—নবাবের মহিষী! তোমার মত পতিব্রতা স্বর্গে আছে কিনা তা কল্পনা করতেও পারিনি। আমার এক অনুরোধ রাখ।

গুল। কি বল?

মীর। একটা শক্ত দড়ী নিয়ে এসে আমার হাত দু'টো বেঁধে ফেল, পা দু'টোতে বেড়ী পরিয়ে দাও, কোথাও না যেতে পারি, তোমার গায়ে না হাত তুলতে পারি। কি জানি, শেষকালে যদি সত্যই স্ত্রীর গায়ে হাত তুলি! আমার মন আর আমার নিজের এক্তিয়ারে নাই!

গুল। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তুমি ও কথা বোলোনা। আমি তোমার হাত বাঁধব? আমি? আমার ভাগ্যেই তো তোমার এই দশা।

মীর। উপায় কি? উপায় কি? নইলে কি স্ত্রীহত্যা করব, পুত্রহত্যা করব? আহা! সেই তুমি, সেই আমি—আমার সর্ব্ব আদরের আদরিণী গুলনেয়ার—আজ ভিখারিণী অপেক্ষাও দীনা। তোমার মত নারীও জন্মায়? নবাবী নেশায় উন্মত্ত হয়ে তোমার কি কল্লুম? কি কল্লুম? এখনও বলছি আমার হাত বাঁধ—হাত বাঁধ।—মীরজাফর! প্রভুদ্রোহী! বিশ্বাসঘাতক! ঐ সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন মুণ্ড মাটীতে লুটিয়ে প'ড়ল। ঐ হস্তীপৃষ্ঠে সিরাজের দেহ!—না, না, আমি তো বেইমানী করিনি? কি বল? কি বল? তুমিই তার সাক্ষী, তুমিই তার সাক্ষী। কথা ক'চ্ছনা যে? কথা কচ্ছনা যে? ও—মীরজাফরের মেয়ে কি না—বেইমানের বংশ! হত্যা কল্লেও রাগ যায় না। (নিজের হাত নিজে ধরিয়া) আমার হাত দু'টো কেউ কেটে দিতে পার? আমার হাত দু'টো কেউ কেটে দিতে পার? এ আমার কি হ'ল! তুমি পালাও, তুমি পালাও—কেন আমায় নারীহত্যার পাতকী করবে?

(নেপথ্যে বাহার।) মা মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, ভাই আজিমন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

মৃত আজিমনকে স্কন্ধে লইয়া বাহারের প্রবেশ

গুল। অ্যাঁ! এ্কি! কে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে? আজিমন, আজিমন, বাপরে আমার! একবার কথা কও, একবার মা ব'লে ডাক—ভিখারিণীর পুত্র ভিখারিণীকে ফাঁকি দিয়ে যেওনা।

মীর। কি হয়েছে, কি হয়েছে? কাঁদছ কেন, কাঁদছ কেন? আমায় বুঝিয়ে দাও কি হয়েছে? মাটীতে পড়ে ও কে?

বাহার। বাবা, বাবা! ভাই আজিমন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে!

গুল। বুঝতে পাচ্ছনা? বুঝতে পাচ্ছনা? আমার আজিমন যে নেই!

মীর। নেই! নেই! কে নেই? আজিমন? নবাব মীর-কাসেমের পুত্র আজিমন? কাসেম আলি কোথায়—তার বাপ? বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব—মীরকাসেম?

বাহার। বাবা, স্থির হ'ন; আপনিই তো নবাব মীরকাসেম, ভুলে যাচ্ছেন কেন?

মীর। আমি নবাব মীরকাসেম? সত্য কি? সত্য কি? আর তুই আমার বাহার—আর ঐ মাটীতে শুয়ে—আমার আজিমন? আজিমন! আজিমন! ওঠ, ওঠ, ধূলোয় পড়ে কেন বাপ!

গুল। আর কে উঠবে? কাকে ডাকছ? বাহার, বাহার! এ সর্ব্বনাশ কে কল্লে বাবা?

বাহার। মা, একজন শীকারী বাঘ মনে ক'রে ভাইকে আমার গুলি করেছে।

গুল। আরে রাক্ষসী—আরে পিশাচী—এখনও বেঁচে? এখনও বেঁচে?

(বক্ষে করাঘাত)

মীর। আজিমন! আজিমন!

গুল। ওগো, আর তো বাছা সাড়া দেবেনা! বাছা যে জন্মের মত পালিয়েছে! কাকে ডাকছ? কে শুনবে?

মীর। পালিয়েছে? পালিয়েছে? ছেলে মানুষ—কত দূর যাবে? উচ্চ চীৎকারে এই কর্কশ পর্ব্বত-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রব। সে চীৎকারে আকাশ স্তম্ভচ্যুত হ'য়ে মাটীতে লোটাবে। শুনতে পাবে না কি? যত

দূরেই যাক, সে শুনবে—শুনবে—ছুটে আসবে—আমার গলা জড়িয়ে ধরবে! আমি যে তার বাপ, আমার কথা শুনবে না? আজিমন! আজিমন! এ কি? এ যে মৃত্যু!—গুলনেয়ার, সত্যই কি আজিমন মৃত? আমার আজিমন—আমার আজিমন—ভিখারী নবাব মীরকাসেমের ভিখারী পুত্র আজিমন! ও হো হো! এই তো সব মনে পড়ছে—তবে তো এখনও পাগল হইনি! কিন্তু কাঁদতে পাচ্ছিনি কেন? কাঁদতে পাচ্ছিনি কেন? বুকের ভিতরে কি ঝড়! মাথা যে ফেটে গেল! (নিজের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) স'রে যাচ্ছে—স'রে যাচ্ছে—একখানা ছবির পরে আর এক খানা ছবি! খোদা! খোদা! এই কি নবাবীর পরিণাম?

বউ বেগম, গফুর আলি, ফয়জুল্লা ও দোরাব
আলির প্রবেশ

বউ। নবাব! দেখুন—কারা এই পরিত্যক্ত পর্ব্বতে আজ আপনার অতিথি!

মীর। কারা এরা? পরপার থেকে কি সব দেবদূত আমার আজিমনকে নিয়ে আসছে? আসবে না? আসবে না? নবাব মীর-কাসেমকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে তার পুত্র—তাও কি হয়? গুল-নেয়ার, গুলনেয়ার! আর কেঁদনা আজিমনকে দেবতারা ফিরিয়ে দিয়েছে—সে মরেনি!

বউ। এ কি দৃশ্য! গফুর, এ কি দেখাতে নিয়ে এলে? গুল-নেয়ার, বোন, এ সর্ব্বনাশ কি ক'রে হোল?

গুল। আর এ মুখ দেখাব না, আর এ মুখ দেখাব না! আমার আজিমন নেই, আর এ মুখ দেখাব না!

গফুর। তাইত মা, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি। এ কি হ'ল ! আজিমন নেই ? নবাব, নবাব ?

মীর। কে ডাকলে ? কে তুমি ?

গফুর। আমি যে গফুর।

মীর। গফুর ? গফুর ? হাঁ—সত্যই তো গফুর। তাহ'লে কি আমি সত্যই মীরকাসেম ? আর—ইনি কে ? একে তো কখনও দেখিনি।

গফুর। ইনি অযোধ্যার বেগম।

মীর। সুজাউদ্দৌলার মহিষী ?

বউ। হাঁ নবাব, আমি সেই অভাগিনী। মক্কায় যাব ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম; কিন্তু মনে মনে কল্পনা ছিল, সংসার ত্যাগের পূর্ব্বে স্বামীর কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাব আপনাদের মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রে। বক্সার যুদ্ধের সূচনা হ'তে একদিনও শান্তির মুখ দেখিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর অহোরাত্র কেবল চক্ষের উপর জীবন্ত দেখেছি স্বামীর বিবর্ণমুখ—নিয়ত শুনেছি তাঁর অনুতপ্ত আত্মা অস্ফুট হাহাকারে কেঁদে বলছে—"মীরকাসেমের উত্তপ্ত অশ্রু আগুনের মত আমার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থি পুড়িয়ে দিচ্ছে; যদি পার, তার সে অশ্রু নিরুদ্ধ ক'রে আমায় শান্তি এনে দাও !" কিন্তু এখানে এসে আজ যা দেখলেম, তাতে বুঝছি—ইহকালে কি পরকালে আমার বা আমার স্বামীর অদৃষ্টে শান্তি নাই।

ফয়। উঃ, কি মর্ম্মঘাতী দৃশ্য !

মীর। সব চিনতে পাচ্ছি, সব মনে পড়ছে। তোমার কথা শুনেছি, তুমি মানবী নও দেবী। তুমি ফয়জুল্লা আমার আশ্রয়দাতা

দেবপুত্র! আমি অভাগা মীরকাসেম! আমার পত্নী গুলনেয়ার কাঁদছে—আমার আজিমন মরে গেছে! তুমি গফুর সেবাপরায়ণ ভৃত্য নও—কাসেম আলির পিতা!

জিন্নৎউন্নিসার প্রবেশ।

জিন্নৎ। এ কি হয়েছে? এ কি দেখছি? মা! মা!

গুল। মা নই—রাক্ষসী!

ফয়। এ কি! জিন্নৎ? তুমি এখানে?

মীর। জিন্নৎ! হাফেজের নাতনী। ভিখারী মীরকাসেমের দু'টী ছেলে ছিল—আর একটী মেয়ে—পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম। একটা ছেলে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে! ফয়জুল্লা, এখনও আমি ভাগ্যবান্! এই পরিত্যক্ত গুহায় ভিক্ষার রুটী খেয়ে জিন্নৎ এখনও বেঁচে—এই নাও আর মা, তোমায় আমি কি বলব? মার্জ্জনা? মার্জ্জনা? যদি আমার মার্জ্জনায় তোমার স্বামীর শান্তি হয়, আমি ঐ মৃত পুত্র সাক্ষী ক'রে বলছি, আমার সঙ্গে যারা যারা বেইমানি করেছে, সকলকে আমি মার্জ্জনা কল্লেম। বিনিময়ে তোমরা আমায় মার্জ্জনা কর! তুমি ফয়জুল্লা, তুমি গফুর, তুমি গুলনেয়ার! দাবানলের মত নিজে জ্বলেছি, তোমাদের জ্বালিয়েছি! বাহার, বাহার! ভিখারীর পুত্র আমার! আশীর্ব্বাদ করি, যদি বেঁচে থাক, কখনও নবাবীর কামনা কোরো না, মানুষ হয়ো! গফুর, আমায় ধর; আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বুকটা চেপে ধর—আরও জোরে—আরও জোরে—আমার এক বুকে বাহার—এক বুকে আজিমন! একটা দিক্ শূন্য হয়েছে, ধর—ধর!

গফুর। নবাব, নবাব!

গুল। ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো!

ফয়। নবাব মীরকাসেম! নবাব মীরকাসেম!

বাহার। বাবা! বাবা!

মীর। অন্ধকার অন্ধকার! আজিমন—বাপ—বড় কষ্ট পেয়েছ! একা কেন—আমিও যাচ্ছি। (মৃত্যু)

গফুর। যা, সব ফুরিয়ে গেল!

গুল। এক সঙ্গে স্বামী পুত্র হারালেম! আমায় ফেলে যাচ্ছ কেন?

বাহার। বাবা, বাবা!

বউ। ওঠ বোন, বাহারকে বুকে তুলে নাও। দোরাব আলি! আর মক্কায় নয়, সে সঙ্কল্পের অবসান এই খানেই হ'ক। আজ থেকে এই ভারত-ভূমিই আমার পবিত্র তীর্থ—আর এই তীর্থে আমার নিত্য সেবার বস্তু এই আমার শোকার্ত্তা বোন্ গুলনেয়ার, আর তার পিতৃহারা পুত্র বাহার! গফুর আলি! প্রভুভক্ত সাধু! ভিখারী নবাবের রাজোচিত সৎকারের ব্যবস্থা তুমিই কর। ফয়জুল্লা, তোমার মহত্বের পুরস্কার জিন্নৎ! দোরাব আলি, আর প্রাসাদে নয়, গৃহে নয়, এই নির্জ্জন বনভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ কর—সেই কুটীরে যতদিন বাঁচবো—এই গুলনেয়ারের পাশে ব'সে নীরব অশ্রুধারায় স্বামীর কৃতকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করবো—দেখি, তাতে যদি তিনি পরলোকে শান্তি পান। এই আমার ব্রত, এই আমার ধর্ম্ম।

যবনিকা